ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
# আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ২২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ৯ রজব, ১৪৩৩ হিজরি | ৩১ হিজরত, ১৩৯১ হি. শা. | ৩১ মে, ২০১২ ঈসাব্দ

## আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষার পথ-নির্দেশ দান করে বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ।

বিস্তারিত ভেতরের পাতায়-

# Luxury Forever...

**Bashundhara**
Size : 1285-1750 sft

**Dhanmondi**
Size : 1350 sft

**Zigatola**
Size : 1285 sft

**Nurer Chala**
Size : 1210-1215 sft

**Mirpur**
Size : 1275-1350 sft

**Nordha**
Size : 1165-1350 sft

**Land Wanted**

**Hot Line :** 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

Member | REHAB

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

## Kounik Properties Ltd

**Corporate Office :** Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.



LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

## Veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS

207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207 Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:

International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer), Awl Fashion, (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay, (Bakery & Sweets)



## Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

*Our Activities*
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing



MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com



## AMECON
### NIAZ METALLIC

**Meer Hasan Ali Niaz**
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

**H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,**
**Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075**

| Jessore Office | Bogra Office | Chittagong Office |
|---|---|---|
| Palbari More, New Khairtola | Kanas Gari, Sherpur Road | 205, Baizid Bostami Road |
| Jessore. Tel : 67284 | Bogra. Tel : 73315 | Ctg. Tel : 682216 |

ameconniaz@yahoo.com

# সম্পাদকীয়

mPxc Î

## ইমামে আখেরুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সতর্কবাণী

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছে কিন্তু জগদ্বাসী তাঁকে গ্রহণ করে নাই। যার ফলেই সারা বিশ্বে একের পর এক দুর্যোগ ধেয়ে আসছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে দৈব- দুর্যোগের মহা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন– মনে রেখ! খোদা তাআলা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় জেনো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমেরিকায় যেমন ভূমিকম্প এসেছে, সেরূপ ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায়ও আসবে। এদের মধ্যে অনেকগুলো কেয়ামত সদৃশ হবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হবে যে, রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে। এ মৃত্যু হতে পশু পাখিও রক্ষা পাবেনা। পৃথিবীতে এমন ধ্বংস দেখা দেবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এমন ধ্বংস কখনও আসেনি এবং অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনও কোন জনপদ ছিল না। এর সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এসব অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও দর্শনের পুস্তকে এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দেবে যে, পৃথিবীতে একি হতে চলেছে? অনেকে রক্ষা পাবে এবং অনেকে বিনষ্ট হবে। সেদিন সন্নিকটে এবং তোমাদের দ্বারপ্রান্তে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। দুনিয়া তখন কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দেবে, কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটি এজন্য হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে এবং মন-প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থিব বিষয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে-যা এক দীর্ঘকাল যাবৎ অন্তরালে ছিল।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ- "এবং আমরা (সতর্ককারী) রাসূল না পাঠিয়ে আযাব অবতীর্ণ করি না।"

তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রর্দশন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ-একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি; জনপদগুলোকে জনমানবশূণ্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখন রুদ্রমূর্তিতে তিনি স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর ; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। খোদাকে যে অভাগা পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা সে জীবিত নয়, বরং মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২১৪-২১৫)

**৩১ মে ২০১২**


| | |
|---|---|
| **কুরআন শরীফ** | ২ |
| **হাদীস শরীফ** | ৩ |
| **অমৃত বাণী** | ৪ |
| ১১ মে ২০১২-এ প্রদত্ত<br>**জুমুআর খুতবা**<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) | ৫ |
| **THE REVIEW OF RELIGIONS** | ১২ |
| ৪ মে ২০১২-এ প্রদত্ত<br>**জুমুআর খুতবা**<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) | ২১ |
| **কেন আহমদী হলাম**<br>সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী | ২৬ |
| **সৎকর্মই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানায়**<br>মাহমুদ আহমদ সুমন | ২৮ |
| বাংলার কিংবদন্তি<br>**জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী**<br>মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল | ২৯ |
| **ইসলামী খিলাফতে– সম্পদের সুষ্ঠু বিপনন-ব্যবস্থা**<br>মোজাফফ্‌র আহমদ রাজু | ৩০ |
| **পাঠক কলাম** | ৩১ |
| **সংবাদ** | ৩৩ |
| বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী | ৩৫ |
| **এম. টি. এ.-র অনুষ্ঠানসূচী** | ৩৬ |

# কুরআন শরীফ

## সূরা আর্ রা'দ-১৩

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۱۶﴾

১৬। আর যারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তারা এবং তাদের ছায়াও স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়[১৪৩১] হোক সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۷﴾

১৭। তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর, 'আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক কে'? তুমি বলে দাও, 'আল্লাহ্‌ই'। তুমি আরো বল, 'তবে কি তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব বন্ধু বানিয়ে নিয়ে বসেছ যারা নিজেরাই নিজেদের কোন লাভক্ষতির ক্ষমতা রাখে না?' তুমি জিজ্ঞেস কর, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? কিংবা তারা কি আল্লাহ্‌র এমনসব অংশীদার বানিয়ে বসেছে, যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে বলে সৃষ্টির বিষয়টি তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই সব কিছুর স্রষ্টা। আর তিনি এক-অদ্বিতীয়[১৪৩২] (ও) প্রবল প্রতাপান্বিত।'

১৪৩১। এই আয়াত এক মহান সত্য মূর্ত করে তুলেছে, যথা– সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলতে বাধ্য, যেমন জিহ্বা অবশ্যই স্বাদ গ্রহণের কাজ করবে এবং কর্ণ না শুনে পারে না। প্রকৃতির এই আইনের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু মানুষকে আবার বিশেষ স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে, যেখানে সে নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং পরিণামদর্শী বিবেক ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তবুও কার্যত যেখানে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়, সেখানেও সে বিশেষ বাধ্যবাধকতার অধীন এবং তাকে আবশ্যকীয়ভাবে তার সব কাজে আল্লাহ্ তাআলার বিধান মেনে চলতে হয়, সে এটা পসন্দ করুক বা না করুক। 'স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়'। শব্দাবলী দু'প্রকারের মানুষকেও বুঝাতে পারে, যথা– মু'মিন (বিশ্বাসী) যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্ তাআলার নিকট আত্মসমর্পণ করে আর অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীরা তাঁর বিধান অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে চলতে বাধ্য হয়।

১৪৩২। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ বা একত্ববাদ বুঝাতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে : (১) আহাদ এবং (২) ওয়াহেদ। প্রথমোক্ত শব্দ পবিত্রতাসূচক এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, অতুলনীয়তা এবং অংশীহীনতা বুঝায়। 'ওয়াহেদ শব্দ' প্রথম বা আরম্ভ বুঝায় এবং এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি অনুগামী রয়েছে। আল্লাহ্‌র গুণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ্ তাআলা হলেন প্রকৃত মূল উৎস যেখান থেকে সকল সৃষ্টির মূল উদ্ভব হয়েছে এবং সকল বস্তু তাঁরই দিকে আভাস দেয়– যেমন দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বাভাবিকভাবেই প্রথমের প্রতি আভাস দেয়। কিন্তু যেখানেই কুরআন অংশীবাদিতামূলক মিথ্যার খন্ডন করেছে সেখানেই 'আহাদ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি এক এবং তিনি কোন সন্তানের জন্ম দেন নাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই (১১২ : ২)।

# হাদীস শরীফ

## মু'মিনরা একে অপরের ভাই

**কুরআন :**

"নিশ্চয় মু'মিনরা একে অপরের ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন করো, আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়" (সুরাতুল হুজুরাত : ১১)।

**হাদীস :**

আন আবিহুরায়রাতা আন্না রসূলাল্লাহে ক্বালা তুফতাহু আবওয়াবুল জান্নাতে ইয়াওমাল ইসনায়নে ওয়া ইয়াওমাল খামীসে ফাইউগফারু লিকুল্লি আবদিন লা ইউশরিক বিল্লাহি শাইয়ান ইল্লা রাযুলান কানাত বায়নাহু ওয়া বায়না আখীহে শাহনাউ ফাইউকালু আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা। (মুসলিম)

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করে না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে লোকের সাথে তার মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে বলা হয় এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে (মুসলিম)

**ব্যাখ্যা :**

আমাদের জীবন এক চলমান বাস্তবতা। এ বাস্তবতার সামনা-সামনি হতে হলে এমন এক পরিপূর্ণ বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্রে ভরে দিতে পারে। পবিত্র কুরআন আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাউকে অবজ্ঞা করা বা কাউকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা এমন ব্যাধি যা মানবতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়।

তাই কুরআন বলে, তোমরা হিংসা আত্মগরিমা ও অহংকার হতে মুক্ত হও।

হুযূর (সা.) আমাদের এমনই একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে হুযূর (সা.) জানাচ্ছেন আল্লাহ্‌র রহমতের কথা। শত্রুতার জন্মদাতা, হিংসা-বিদ্বেষ আত্মগরিমা ও অহংকার। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) জানাচ্ছেন, আল্লাহ্ এ বিষয়টিকে অপসন্দ করেন। তিনি শাস্তি দিতে চান তথাপি তিনি তাঁর দয়া ও মমতার কারণে বান্দাকে সুযোগ দেন যেন মানুষ নিজের সংশোধন করে নিতে পারে। এ বিষয়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ্'-তে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন শত্রুতায় আক্রান্ত না হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক উম্মতে পরিণত হতে পারি, আমীন।

**আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

## অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না

### হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের ক্রীড়নক সেজো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছো না? দেখ, খোদা বিভিন্ন ভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুমুখী। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকী সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মূর্তি পূজায় রত তারা তাঁকে অস্বীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজার করা মানবকূল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচু স্থান' দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা, মৃত্যু ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ উন্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন। (সির্‌রুল খিলাফাহ্, পৃঃ ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)

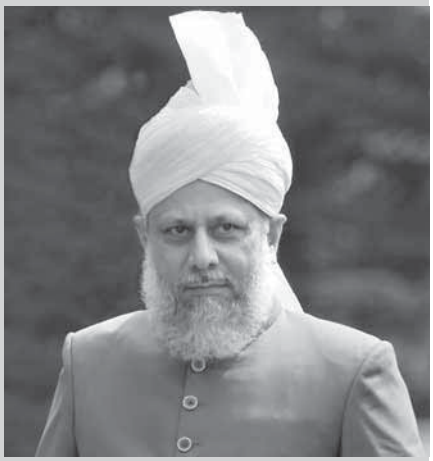

# জুমুআর খুতবা

**সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১ মে ২০১২-এর (১১ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

বয়আতের দশম শর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের সাথে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে এতটা দৃঢ় করা আবশ্যক বলে উল্লেখ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া ভার। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এমন সম্পর্ক আবশ্যক। কেননা, বর্তমান যুগে তিনিই মহানবী (সা.)-এর সেই নিষ্ঠাবান প্রেমিক, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঈমানকে সূরাইয়া নক্ষত্র থেকে ভূপৃষ্ঠে নামিয়ে এনেছেন। ইসলামী শিক্ষায় যে-সব বিদ'আত (বানানো) অনুপ্রবেশ করেছিল, সেগুলোকে তিনি দূর করে প্রকৃত ইসলামের খাঁটি ও সমুজ্জ্বল শিক্ষাকে পুনরায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং খোদা তা'লার সাথে বান্দার (দাসদের) সম্পর্ক স্থাপন করিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে লিখেছেন,

'আমি আমার সত্য এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি, কোন মানুষ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত না খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, আর না পারে পরমোৎকর্ষ ও ঐশীজ্ঞান থেকে অংশ পেতে।'

অতএব মহানবী (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর ভালবাসায় বিলীন হওয়াই মূলতঃ তার {মসীহ্ মওউদ (আ.)} আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ ও অন্যদের আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণ হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যমগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনকে আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভালবাসার এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, যা শেষ যুগের প্রেমিকদের সাথে প্রথম যুগের প্রেমিকদের মিলন ঘটিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে লিখেছেন, 'মানুষ যখন সত্যি সত্যি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসে, তখন আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসেন। তখন পৃথিবীর মানুষের মাঝে তার গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন, হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তার জন্য প্রকৃত ভালবাসা সঞ্চার করেন এবং এক প্রকার আকর্ষণ ক্ষমতা তাকে প্রদান করা হয়। এক জ্যোতি তাকে প্রদান করা হয়, যা সদা সর্বদা তার সাথে থাকে'।

কাজেই এই মর্যাদা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাভ করেছেন। এখন আমি তাঁদের কতক ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব যাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সত্যিকার প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

হযরত আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বহুবার আমার সাক্ষাত হয়েছে, বরং সব সময় সাক্ষাত করতাম। আমার মনোবাঞ্ছানুসারে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাত-পা টিপে দিতাম। আমি হুযূর (আ.)-এর কথা-বার্তা ও ইলহাম শুনতাম। [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মজলিসে বসতেন, কথা-বার্তা বলতেন, ইলহাম শোনাতেন, তখন আমি তা শুনতাম]। এই আগ্রহের বশবর্তী হয়েই আমি কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হই। আমি এখানে এসে কাঠমিস্ত্রির কাজ শুরু করেছিলাম। আমার কাছে অনেক টাকা ছিল। কিন্তু যা নিয়ে এসেছিলাম তা সবই ফুরিয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, একদিন আমি হালুয়া বানিয়ে বিক্রি করা শুরু করলাম এবং হুযূরের বায়তুদ্ দোয়ার নিচে গিয়ে হাক ছাড়লাম, তাজা হালুয়া। হযরত উম্মুল মু'মিনীনের কানে আমার আওয়াজ পৌঁছল, তিনি আমাকে চিনতেন। তিনি (রা.) বললেন, ঠিকাদার কি কাজ শুরু করেছে? হুযূর (আ.) বললেন, পতঙ্গ প্রদীপে ঝাঁপ দিয়েই থাকে, এছাড়া আর করবে কী? এ কাজের জন্যই সে এখানে এসেছে। বাঁচার তাগিদে তাকে কিছু না কিছু তো করতেই হবে। এ কথা শুনে হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বললেন, উনি একজন ঠিকাদার, উনার কাছে গাধা থাকার কথা, গাধা নিয়ে বের হলেই পারে। (সে যুগে ঠিকাদারদের কাছে গাধা থাকত, যার মাধ্যমে তারা একস্থান থেকে অন্যত্র মালামাল বহন করত)। হুযূর বললেন, তার কাছে কোন গাধা নেই। আম্মাজান বললেন, কারো কাছে চাকরী করুক। হুযূর (আ.) বললেন, সে এতো শিক্ষিতও না। যাহোক কথাবার্তা চলছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, সে কাঠের কাজ জানে আর সে তা-ই করতে পারে। এতেই আল্লাহ্ বরকত দিন। তিনি

বলেন, আমি নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের আলাপচারিতা শুনছিলাম। এরপর হুযূর আমাকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে কোন কাঠ আছে কি? আমি বললাম, বরই ও অশ্বত্থ কাঠ আছে। অতিথিশালার চৌকির জন্য কয়েকটি পায়া দরকার, পায়া বানানো যাবে? তিনি বলেন, সেখানে তখন হুযূরের একজন সেবক ছিলেন, তিনি বলেন, অশ্বত্থের পায়া বেশি দিন টিকে না। হুযূর (আ.) বললেন, যার জন্য বানানো, তিনি নিজেই অশ্বত্থ গাছ জন্ম দেন, আর তিনি তা অযথা সৃষ্টি করেন নি। আমাকে বিশ জোড়া পায়া বানাতে বললেন। একথা ভাবেন নি যে, কোন কর্মচারী নিতে নিষেধ করেছে, তাই নেব না। তিনি বলেন, বানিয়ে দাও। অর্থাৎ এখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিল।

হযরত মালেক খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০২ সালে আমি মরহুম হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর সাথে কাদিয়ান দারুল আমান আসি। আমার মনে নেই, যেদিন এসেছিলাম, সেদিনই বয়আত করেছিলাম-নাকি পরের দিন। তবে হ্যাঁ! একথা আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, যোহরের নামাযের পর আমরা বয়আতের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম। শহীদ মরহুম হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) সর্বপ্রথম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে হাত রাখেন এবং দ্বিতীয় নম্বরে এ অধম হাত রাখে। বয়আতের পর সম্ভবতঃ দু'তিন দিন আমি কাদিয়ান দারুল আমানে অবস্থান করি। ইতিমধ্যে শহীদ মরহুম আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) আমাকে বললেন, আমি দিব্যদর্শনে দেখেছি, খোশতের শাসক আপনাকে কষ্ট দিবে। কাজেই আপনি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যান। অতএব আমি দু'তিন দিন পর ফিরে গেলাম। আমার সাথে এক মোল্লা স্পেন গুল সাহেবও ফিরে গেলেন। শহীদ মরহুম সর্বদাই বলতেন, আমি আমার চেয়ে বড় কোন আলেম দেখি নি, এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ। {তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শহীদ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর ভালবাসার ঘটনা বর্ণনা করছেন) অর্থাৎ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব বলতেন, বর্তমানে আমি আমার চেয়ে বড় কোন আলেম দেখি না, দেখলে আমি তার পদচুম্বন করতাম। কিন্তু এখানে (কাদিয়ান) এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর আমি নিজ চোখে শহীদ মরহুম আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র-পদ চুম্বন করতে দেখেছি। এভাবে তিনি যা বলেছিলেন, তা করে দেখিয়েছেন।

হযরত সেকান্দর আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করার পূর্বেও আমি একবার কাদিয়ানে এসেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রাত:ভ্রমণে বের হলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। স্থায়ীভাবে বসতি গাড়ার পূর্বেই তিনি একদিন এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, ভীনী ভাঙ্গর এর বিপরীত দিকে বাসরাওয়াঁ'র পথে যাচ্ছিলেন এমন সময় হুযূর (আ.) বলেন, 'যারা হুক্কা পান করা, আফিম, ভাঙ, চরস ইত্যাদির ন্যায় ছোট ছোট বদভ্যাস ছাড়তে পারে না, যা ছেড়ে দিলে কেউ অসন্তুষ্টও হয় না, তারা বড় বড় বিষয়কে কীভাবে পরিত্যাগ করবে, যা পরিত্যাগ করার ফলে মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব অসন্তুষ্ট হতে পারে, যেমন ধর্ম-পরিবর্তন'। (অর্থাৎ আহমদীয়াত গ্রহণ করা কীভাবে সহ্য করবে, কেননা এরপর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়) যদি ঐসব সামান্য বদভ্যাস পরিত্যাগ করতে না পার, সহ্য করতে না পার তবে বড় কষ্ট কীভাবে সহ্য করবে? তিনি (রা.) বলেন, এ অধম তখন হুক্কা পান করতো। শোনামাত্র সেখানেই কসম খেলাম যে, আর হুক্কা পান করব না। আর এভাবে হুক্কার বদভ্যাস ছুটে গেল। পূর্বে আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ছাড়তে পারি নি। অতএব এটি সেই সম্পর্ক এবং ভালবাসা ছিল, যা তাকে সেই মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগে বাধ্য করেছিল। আর এভাবে বদভ্যাস থেকে তিনি মুক্তি পেলেন।

হযরত শুকর এলাহী সাহেব (রা.) আহমদী বর্ণনা করেন, 'আমি তখনো বালক ছিলাম, বয়স তখন সম্ভবতঃ বারো বা তের হবে। ধর্ম সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম। সম্ভবতঃ গুরুদাসপুরে প্রাইমারীর কোন ক্লাসে পড়তাম। সে সময় আমাদের বিরুদ্ধবাদী মৌলভী আব্দুল করীমের মোকদ্দমা চলছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় অনুসারীদের নিয়ে তহসিল অফিস সংলগ্ন পুকুরের পার্শ্বে হাইস্কুলের উত্তর দিকে বের হতেন। এই অধম মাদ্রাসা ছেড়ে তাঁর অবস্থানস্থলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত এবং তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে চেয়ে থাকত। তাঁর একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসারী, তার নাম আমি বালক ছিলাম (বয়স কম হবার কারণে) তাই আমি তার নাম জানি না, তবে উক্ত ব্যক্তি ডান হাতে বড় পাখা ধরে সজোরে বাতাস করতেন। আমি তাকে দেখতে থাকতাম আর তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে পাখা চালিয়ে যেতেন। আমি এই ভেবে অবাক হতাম, তিনি ক্লান্ত হন না অথচ পাখা হাতেই ধরা আছে? এমন নয় যে আস্তে বাতাস করতেন বরং খুব জোরে, যেভাবে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরে। গরমকাল ছিল। দ্বিতীয়- তৃতীয়বার ঘুরে ঘুরে আসতাম এবং সেই সাহেবকেই দেখতাম আর ভাবতাম, এটি কেমন জাদু, বড় পাখা অথচ সমস্ত দিন এক হাত দিয়েই বাতাস করে চলেছেন, কিন্তু এখন আমি বুঝি যে তিনি সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন'।

হযরত মদদ খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার পবিত্র রোযার মাসে নিজ অঞ্চলে অবস্থান কালে আমার কাদিয়ান গিয়ে রোযা রাখার এবং সেখানেই ঈদের নামায পড়ে তারপর চাকরিতে যোগদান করার সাধ জাগে। সে দিনগুলোতে সেনাবাহিনীতে জমাদার হিসেবে ভর্তী হয়েছিলাম। (এটি সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশন অফিসারের একটি র‍্যাঙ্ক ছিল)। সে-সময় সর্বদা আমার মনে এ আকাঙ্খা জাগত, আমি আমার চাকরিতে যোগদানের পূর্বে কাদিয়ান যাব, যেন হুযূরের পবিত্র চেহারা দর্শন করে আসতে পারি এবং দ্বিতীয়বার তাঁর পবিত্র হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করি। এর কারণ হল, আমি ডাকযোগে ১৮৯৫ বা ১৮৯৬ সালে প্রথম বয়আত করেছিলাম। মোটকথা, তখন কাদিয়ান আসার আমার প্রথম সুযোগ ছিল, এ জন্যই আমার হৃদয়ে সর্বাগ্রে এ চিন্তাই আসল হোক বা না হোক, এ সুযোগে অবশ্যই হুযূরের দর্শন লাভ করতে হবে। একবার চাকরিতে যোগদান করে ফেললে হয়ত হুযূরকে দেখার সৌভাগ্য আর হবে না। তাই ইচ্ছা হল, প্রথমে কাদিয়ান চলে যাব এবং হুযূরকে দেখে আসব, এরপর সেখান থেকে ফেরত এসে চাকরিতে যোগদান করব। আমি কাদিয়ান সম্পর্কে জেনেই এখানে এসেছি, কিন্তু কাদিয়ান এসে হুযূরের পবিত্র চেহারা দর্শন লাভ করতেই আমার হৃদয়ে এ ভাবনার উদ্রেগ হল, আমি যদি কাশ্মীরের পুরো রাজত্বও পেয়ে যাই, তবুও হুযূরকে ছেড়ে কাদিয়ানের বাইরে কখনোই যাব না। এটি কেবলমাত্র হুযূরের আকর্ষণ-শক্তিই ছিল, যা আমাকে ফেরত না যেতে বাধ্য করছিল। আমার জন্য হুযূরের পবিত্র চেহারা দেখে কাদিয়ান থেকে বাইরে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। এমন কি, আমি হুযূরকে দেখে সবকিছু ভুলে গেলাম। আমার হৃদয়ে কেবল একটাই চিন্তা আসল, বাইরে তোমার বেতন যদি হাজার টাকাও হয়, তাতে কি যায় আসে? কিন্তু বাইরে চলে গেলে তুমি আর কখনো এই জ্যোতির্ময় ও পবিত্র

চেহারা দেখতে পাবে না। এই ভেবে স্বদেশে যাবার চিন্তা পরিত্যাগ করলাম। আমি মনে মনে নিজেকে বললাম, যদি আজ বা কাল তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে নিশ্চয় হুযূরই তোমার জানাযা পড়াবেন, আর এতে তোমার তরী পার হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্ট হবেন- তাই স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে আমার নিত্যদিনের কাজ ছিল, প্রতিদিন হুযূরের খিদমতে দোয়ার জন্য একটি খাম তাঁর দরজায় গিয়ে কারো হাতে পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু মনে এই সংশয় বিরাজ করত, হুযূর আমার এই কর্মে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না তো? পাছে তিনি আবার মনে না করেন, এই ব্যক্তি সব সময়ই বিরক্ত করে। কিন্তু আমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এর কারণ হল, একদিন হুযূর আমাকে লিখিত উত্তর পাঠালেন, আপনি আমাকে স্মরণ করানোর ভাল পন্থা অবলম্বন করেছেন। আমিও আপনার জন্য খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি। ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতেও করতে থাকব।

মৌলভী জামাল উদ্দীন সাহেবের পুত্র হযরত মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'তখন আমার বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর, গুরুদাসপুরে করম দ্বীন জেহলুমী'র মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল। আমি পূর্বেই নিজ গ্রাম থেকে সেখানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে একটি বাংলোতে হুযূর (আ.)-ও অবস্থান করছিলেন। গরমকাল ছিল। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এদিকের একটি কক্ষে বসে ছিলেন এবং সেখানে আমার পিতা মিয়াঁ জামাল উদ্দীন সাহেব, মিয়াঁ ইমাম উদ্দীন সাহেব শেখোয়ানী এবং চৌধুরী আব্দুল আযীয সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আমি গিয়ে হুযূরকে পাখা দিয়ে বাতাস করা শুরু করলাম। হুযূর একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং আমার পিতা মিয়াঁ জামাল উদ্দীনের প্রতি ইঙ্গিত করে মুচকি হেসে বললেন, মিয়াঁ ইসমাঈলও এসে সওয়াবে ভাগ বসালো। তুচ্ছ এ সেবায় হুযূরের এমন আনন্দিত হওয়া আমার আজও মনে পড়ে আর হৃদয়ে এক আনন্দ অনুভূত হয়।

হযরত শেখ আসগর আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'বাহির থেকে আগত বন্ধুরা ফেরত যাবার সময় যখন হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন, তখন তিনি (আ.) তাদেরকে ঘন ঘন কাদিয়ান আসার জোর তাগিদ দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় এ-ও বলতেন, এখন আরো কিছুদিন অবস্থান কর। এমন সাহাবীদেরকে বলতেন যাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হত, এদের আরো কিছুদিন অবস্থান করার সুযোগ আছে। প্রত্যেককে বলতেন না, যাদের সম্বন্ধে মনে করতেন, এরা অবস্থান করতে পারে, তাদেরকেই বলতেন, তোমরা আরো কিছুদিন অবস্থান কর। যেন বন্ধুদের বিচ্ছেদে হুযূর (আ.)-এর বেশ কষ্ট হতো। প্রত্যেক বন্ধুকে বিদায়ের পূর্বে মোসাফা বা করদর্মন করার তাগিদ দেয়া ছিল এবং প্রত্যেকে করমর্দন করে অনুমতি নিয়ে ফিরে যেতেন তা যত বিলম্বই হোক না কেন। আমার যতটুকু মনে আছে, মোসাফা না করে অনুমতি না নিয়ে কারোই কখনো যাওয়া হতো না। বেশ কিছু বন্ধুর ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে, মোসাফা করার পালা অনেক বিলম্বে এসেছে আর তারা যখন রওয়ানা হয়েছেন, তখন স্টেশনে গাড়ীর নির্ধারিত সময় পৌঁছার কোন আশা ছিল না। কিন্তু ঐশী হস্তক্ষেপে হুযূরের দোয়ার কল্যাণে এমনটি বেশ কয়েকবার ঘটছে, গাড়ী বিলম্বে বাটালা এসেছে আর তারা অনায়াসে গাড়ীতে উঠেছেন'। এরপর তিনি নিজের ঘটনা লিখছেন, 'একবার স্বয়ং আমার সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে, আমরা দেরীতে রওয়ানা হয়েছি এবং সেদিন কোন এক্কা গাড়ীও (অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ীও) পাইনি। আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম। সে দিনগুলোতে সম্ভবতঃ সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে ছ'টায় রেলগাড়ী বাটালায় পৌঁছতো সেই গাড়ীতেই উঠবো বলে মনস্থির করেছিলাম, কিন্তু সময় অতি সামান্য বাকী ছিল মনে হচ্ছিল। দোয়াও করতে থাকলাম এবং খুবই দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগলাম, এমনকি দৌড়েও কিছুটা পথ অতিক্রম করেছি। আল্লাহ্‌ তা'লা মনোবল দিলেন। আমরা যখন তহসিল অফিসের নিকট পৌঁছলাম, তখন খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ট্রেন এখনো আসেনি। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মনের সুখে ট্রেনে চড়লাম, এসব কিছু হুযূর (আ.)-এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কারণে হয়েছিলো'।

হেকীম মুহাম্মদ হুসেন মরহুমে ঈসা'র পুত্র হযরত মাস্টার নযীর হুসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমার অভ্যাস ছিল, আমি যখনই হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে বসার সুযোগ পেতাম অথবা হুযূর (আ.)-এর বক্তৃতা শোনার সুযোগ হতো, সাথে কাগজ-কলম রাখতাম, আর যখনই কোন কথা আমার জন্য আবশ্যকীয় ও জীবনের জন্য কল্যাণকর ও আবশ্যকীয় মনে হতো, আমি তাৎক্ষণিক ভাবে তা লিখে ফেলতাম'।

মিয়াঁ আব্দুস সাত্তার সাহেবের পুত্র হেড মাস্টার হযরত আল্লাহ্‌ দিত্তা সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, '১৯০১ বা ১৯০২ সালে এক নবাব সাহেব সেবকদের সাথে নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আউয়াল (রা.)-এর নিকট চিকিৎসার জন্য কাদিয়ান আসেন। একদিন আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আউয়ালের নিকট বসা ছিলাম। সে সময় নবাব সাহেবের দু'জন কর্মচারী আসলো, যাদের একজন শিখ আর অপর জন ছিল মুসলমান। তারা বলল, নবাব সাহেবের অঞ্চলে ভাইসরয় সাহেব আসছেন। আপনি এমন লোকদের সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। নবাব সাহেবের ইচ্ছা হল, হুযূর কয়েকদিনের জন্য নবাব সাহেবের সাথে সেখানে চলুন। তিনি (রা.) বললেন, আমি আমার জীবনের মালিক আমি নই। আমার এক মনিব আছেন, তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নাও। যোহরের নামাযের সময় সেই দুই কর্মচারী হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল। হুযূর (আ.) বললেন, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি যদি মৌলভী সাহেবকে আগুনে নিক্ষেপ করি, তবুও তিনি না করবেন না, পানিতে ডুবিয়ে দিলে না করবেন না, তবে তাঁর এখানে অবস্থান করাতে হাজারো মানুষ উপকৃত হচ্ছে। একজন দুনিয়াদারের জন্য এ কল্যাণ ধারাকে বন্ধ করতে পারবো না। নবাব সাহেবের যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে, তবে তিনি এখানে থেকে চিকিৎসা করাতে পারেন। এটি নয় যে, ভাইসরয় আসছেন, তাই তার কাছে চলে যাবেন। এখানে যেহেতু গরীবরা লাভবান হচ্ছে, তাই তারাই প্রাধান্য পাবে'। এরপর বর্ণনাকারী হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আউয়ালের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, তিনি (রা.) তাঁর প্রতি হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর আস্থার কথা শুনে খলীফা আউয়াল (রা.) যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাহল, 'যদি আগুন বা পানিতে নিক্ষেপ করি তবে তিনি তাতে ঝাপ দেবেন' এটি ছিল আস্থার বহিঃপ্রকাশ। বর্ণনাকারী বলেন, 'সে-দিনই আসরের নামাযের পর কুরআনের দরসের সময় হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, আজ আমি এত আনন্দিত যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার এক মনিব আছেন, আমি সর্বদাই চেষ্টিত থাকি, তিনি যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আজ আমার জন্য এক আনন্দের দিন। তিনি (আ.) আমার প্রতি এ আস্থা রাখেন যে, যদি নূরউদ্দীনকে আগুনে নিক্ষেপ করি তবুও সে না করবে না, পানিতে ডুবিয়ে দিলেও সে প্রতিবাদ করবে না'।

হযরত মাস্টার ওধাবে খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'অবসর-প্রাপ্ত মাস্টার আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব, যিনি বর্তমানে কায়িানের দারুর্ রহমত মহল্লায় থাকেন, তিনি যখন গুজরাঁওয়ালার কিলা' দীদার সিংহ স্কুলের সহকারী শিক্ষক ছিলেন সে সময় তিনি আমাকে বলেন, আমি একবার কাদিয়ান যাই। তখন হুযূর (আ.) মসজিদে মুবারকে লোকদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবও সেখানে বসা ছিলেন। হুযূর (আ.) তার প্রতি ইশারা করে বলেন, উনি আমার প্রকৃত-প্রেমিক। এরপর যখন তিনি (রা.) মসজিদ থেকে বাইরে আসলেন, তখন চত্তরে দাঁড়িয়ে ওয়াজের স্বরে বলেন, যে ব্যক্তিকে তার প্রেমাস্পদ একথা বলেন, 'এ আমার প্রিয়, তার আর কি চাই'?

ওমর বখ্‌শ সাহেবের পুত্র হযরত মাষ্টার মওলা বখ্‌শ সাহেব (রা.) বলেন, 'আমি একবার কাদিয়ান এসেছিলাম। ছুটি শেষ হতে দু'তিন দিন বাকী ছিল। আমি হুযূরের অনুমতি নিয়ে যাত্রা করে যখন খাকরূবুঁ মহল্লার বাইরে বাটালার রাস্তায় চলে গেলাম, তখন আর সামনে অগ্রসর হতে ইচ্ছা হল না। সেখানেই ক্ষেতের উপর বসে পড়লাম এবং চিৎকার করে অঝোরে কাঁদলাম এবং কাদিয়ান ফিরে আসলাম। যেতে মন চাচ্ছিল না। মনের মধ্যে এক প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করছিল। মৌসুমী ছুটি শেষ করে তারপর ফেরত গেলাম। এটি ছিল হুযূরের ভালবাসার প্রভাব'।

হযরত মৌলভী মুহিব্বুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি আমার পিতার সাথে ১৮৯৯ সালে কাদিয়ান যাই। বাটালা থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে আমরা কাদিয়ান পৌঁছি, যখন ঘোড়ার গাড়ী মেহমান খানার দরজায় পৌঁছে, আমার পিতা ঘোড়ার গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌঁড়ে চলে গেলেন। গাড়ীর চালক আমাদের মালপত্র বের করল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমার পিতা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে লাফিয়ে ছুটলেন কেন? কিছুক্ষণের মধ্যে হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.) বাইরে আসলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ জিনিষপত্র কি হাবীবুর রহমান সাহেবের? আমার হ্যাঁ সূচক জবাব শুনে তিনি মালামাল অতিথিশালায় নিয়ে গেলেন এবং আমিও সাথে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার পিতা ফেরত আসলেন। পরদিন ভোরে ফজর নামাযের পর আমার পিতা আমাকে সাথে নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ঘরে গেলেন। ঘরের দরজায় পৌঁছানোর পর হযরত সাহেব নিজেই দরজা খুললেন। আমরা যে ঘরে প্রবেশ করলাম, সেটি ছিল বাইতুল্ ফিক্‌রের পাশের কক্ষ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তক্তপোশে বসলেন। পাশে একটি আলমারী ছিল, যাতে অনেক বই রাখা ছিল। আমরা দু'জন নিকটে রাখা একটি চৌকিতে বসলাম। আমার পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি নিবেদন করেন, হুযূর আমি মুহিব্বুর রহমানকে বয়আত করানোর জন্য নিয়ে এসেছি। হুযূর (আ.) বললেন, সে তো বয়আতকারীদের অন্তর্ভূক্ত। (অর্থাৎ তার শৈশবে পিতা বয়আত করেছেন বা সে জন্মগত আহমদী, বা পিতা বয়আত করেছেন, সেই সুবাদে বাচ্চারাও জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে)। আমার পিতা তখন বললেন, সে বয়আত করুক-আমি এটিই চাই, যেন দোয়ার অংশ পেতে পারে। হুযূর (আ.) বললেন, ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যায় বয়আত নিয়ে নিব। সেদিন সন্ধ্যায় মাগরীবের নামাযের পর অন্যান্য বন্ধুর সাথে খাকসার বয়আত করে। তখন আমি বুঝতে পারলাম, কাদিয়ান পৌঁছার দিন আমার পিতা ঘোড়ার গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যে গিয়েছিলেন তার কারণ এটিই ছিল- অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর প্রেম ও ভালবাসা ছিল, যা তাকে অস্থির করে রেখেছিল; এ কারণে গাড়ী থেকে নেমেই তিনি সোজা হুযূর (আ.)-এর কাছে চলে যান। আমার পিতার রীতি ছিল, কাদিয়ান পৌঁছেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে চলে যেতেন এবং প্রতিদিন ভোরে পৃথকভাবে হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতেন'।

হযরত হাজী মোহাম্মদ মূসা সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার আমার ছেলে আব্দুল মুজীব যার বয়স তখন প্রায় চার বছর ছিল, গোঁ ধরল যে, সে হযরত সাহেবকে জড়িয়ে ধরবে। সে মাগরীবের সময় থেকে সকাল পর্যন্ত এ নিয়ে জিদ করল। আর আমাদেরকে রাতে খুবই বিরক্ত করল। সকালে উঠে প্রথম গাড়িতেই তাকে নিয়ে বাটালা পৌঁছি। আর সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কাদিয়ানে যাই। যাবার পরই হুযূর (আ.)-এর খিদমতে এ সংবাদ পাঠাই- আব্দুল মজীদ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়। কোলাকুলি করতে চায়। (চার বছর বয়স্ক ছোট বালক ছিল)। তখন হুযূর বাইরে আসলেন আর আব্দুল মজীদ হুযূরের পা জড়িয়ে ধরল আর এভাবে সে হুযূরের সাথে সাক্ষাত করল। তখন এই চার বছরের বালক বলতে লাগল, এখন মন প্রশান্ত হয়েছে'।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল গাফ্‌ফার সাহেব জারাহ্ বর্ণনা করেন, 'একবারের ঘটনা, হুযূর সিঁড়ি থেকে নেমে এসে আহমদীয়া-চত্তরে দাঁড়ালেন। আমার স্মরণ আছে, হুযূর নিজের লাঠিকে কোমরের সাথে লাগিয়ে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি ঐ-সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর চিকিৎসালয়ে দাঁড়ানো ছিলাম। আমি হুযূরকে দেখে আমার পিতাকে বললাম বাবা! হুযূর এসে গেছেন। আমার পিতা বললেন, জোরে বলো না। লোকেরা শব্দ শুনে ছুটে আসবে, ভীড় লেগে যাবে, আর আমরা হুযূরের কথা শোনার স্বাদ পাবো না। {এটিও প্রেম ও ভালবাসার বিষয়- তারা চাইতেন, আমাদের আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে যেন অন্য কোন লোক বাঁধ সাধতে না পারে, অথবা বেশি লোক যেন না আসে। অথবা এতো লোক পূর্ব থেকেই যেন একত্রিত না হয়ে যায় যার ফলে আমাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব হয়ে যাবে।} তিনি বলেন, তারা উঠে হুযূরের সাথে মোসাফা বা করমর্দন করলেন। হুযূর আমার পিতাকে বললেন, মিয়াঁ গোলাম রসূল! অমৃতসরের কোন কথা বলুন? পিতা বললেন, হুযূর! মানুষ মাঝে অন্য কথা বলা শুরু করে দেয়। আমি গরীব মানুষ– যখন আমি বলা শুরু করব, তখন আরও লোক এসে যাবে এবং তারা কথা বলা আরম্ভ করবে আর আমার কথা থেকে যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, আজ কেবল তোমার সাথেই কথা হবে, আর কারো নয়। হুযূর সে দিন দারুল আনোয়ার মহল্লার দিকে ভ্রমণে গেলেন, যেখানে বর্তমানে হুযূর (আ.)-এর বাংলো রয়েছে। যখন সেখানে পৌছলেন, তখন খাঁজা কামাল উদ্দীন সাহেবের শ্বশুর খলীফা রজব উদ্দীন সাহেব কাশ্মীরি ভাষায় বললেন, এখন থামো, আমাদেরকেও কথা বলতে হবে। হুযূর (আ.) বললেন, আজ মিয়াঁ গোলাম রসূলের সাথেই কথা হবে, অন্য কারো নয়। তাকেও চুপ করিয়ে দিলেন, আর মোল্লাদের বিষয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। আমার স্মরণ আছে- পিতা শুনিয়েছেন; 'আমি হুযূরের সাথে অমৃতসরের এক মোল্লার বিষয়ে কথা বলছিলাম। সে আমাকে বলল, তুমি মির্যা সাহেবকে ছেড়ে দাও। আমরা তোমাকে অনেক টাকাপয়সা সংগ্রহ করে দিব। কিন্তু আমি বললাম, (তার প্রদত্ত উত্তরটি নিয়ে চিন্তা করুন) অমুক সওদাগর এক মহিলা রেখেছে, সে এই মহিলাকে ত্যাগ করতে পারছে না। তাহলে আমি কীভাবে খোদার নবীকে ত্যাগ করতে

পারি? অর্থাৎ জগত-পূজারী জগতের মোহে ইহজগতকেও নষ্ট করছে আর পরকালকেও নষ্ট করছে, দুর্নামও হচ্ছে। আর আমি খোদার ভালবাসার খাতিরে খোদার নবীর সাথে প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ, তাই আমি কীভাবে তাঁকে ছাড়তে পারি? এর মাধ্যমেই আমার ইহকাল ও পরকাল সুনিশ্চিত হবে'।

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমার এক ভাই মেহের আলী সাহেব অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন। তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। ছয় মাস যাবত ডায়রিয়ায় ভুগছিলেন। আমরা চিকিৎসা করেছিলাম। যখন আরোগ্য লাভ হচ্ছিল না, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেলাম এবং তাকে কাদিয়ানে নিয়ে আসলাম। হুযূরের প্রতি ইলহাম হয়েছিল, আমি এখানে এক প্রিয় বাচ্চার জানাযা পড়াবো। আর হুযূর এই ইলহামটি তাঁর নিজেরই কোন সন্তান সম্পর্কে মনে করতেন। কিন্তু যখন মেহের আলীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন প্রায় মাস দেড়েক তার চিকিৎসা করা হয়। কিছুটা ভাল হয়েছিল কিন্তু হুযূরের প্রতি ইলহাম হলো, এ বাচ্চা বাঁচবে না। এতে তিনি হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.)-কে বললেন, এই ছেলেকে অর্থাৎ তোমার ভাইকে বাড়ীতে নিয়ে যাও। এই ছেলে বাঁচবে না। আর যদি সে এখানে মারা যায় তাহলে তোমার আত্মীয়-স্বজনের এখানে আসতে কষ্ট হবে। আমি ডুলি বানালাম। (পালকির মত বাহন) তাকে ডুলিতে বসিয়ে বাজার পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে বলল, আমি কিছুতেই ফেরত যাব না। বার-তের বছরের বালক ছিল। সে বলল, যদি মরতে হয়, তাহলে এখানেই মরবো। আমি মির্যা সাহেবের কাছেই থাকব। আমাকে যে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, যদি তোমরা আমাকে ফেরত না নাও, তাহলে আমি এই ডুলি থেকে লাফ দিব। কাজেই আমি তাকে ফেরত নিয়ে আসলাম এবং হযরত সাহেবের নিকট খবর পাঠালাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তাকে থাকতে দাও। সে এখানেই মারা যাবে। কিন্তু স্মরণ রেখো, সে হাটাচলা অবস্থায় মারা যাবে। এটা মনে করবে না যে, সে অসুস্থ হবে বা শুয়ে থাকবে। সে হঠাৎ মারা যাবে, শয্যাশায়ী অবস্থায় মারা যাবে না। যেদিন তার মারা যাবার কথা, সে দিন সে বাজারে গেল, দুধ পান করল এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে বাড়ীতে ফিরে আসল। সে মাকে বলতে লাগলো, মা এখন প্রদীপ নিভে যাবে। মা মনে করল, ছেলে বলছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রদীপ জ্বালাও। কিন্তু সে বলল, আমার কথার উদ্দেশ্য এটি নয় বরং আমার উদ্দেশ্য হলো এই। মা বুঝে গেলেন। মা দন্ডায়মান অবস্থায় ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর সে অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। হযরত সাহেব জানাযা পড়ালেন এবং এখানেই দাফন-কাফন সম্পন্ন হলো। তিনি বলেন, হযরত সাহেব এত দীর্ঘ জানাযা পড়ালেন, আমরা ক্লান্ত হয়ে গেলাম। লোকজন কাঁদছিল'।

হযরত মিয়াঁ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি বড় সাধ নিয়ে মোকাদ্দমার রায় শোনার জন্য হুযূরের শুভাগমনের একদিন পূর্বেই জেহলম পৌঁছে গেলাম। জেহলমের বিখ্যাত মামলার কথা এটি। গাড়ী আসার দু'ঘন্টা পূর্বেই ষ্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি ষ্টেশনের দৃশ্য দেখেছি, দশ ফুট অন্তর অন্তর পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। লোকজন প্রাচীরের উপর চড়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু পুলিশ ভেতরে যেতে দিচ্ছিল না। গাড়ী আসার সময় এতভীড় হয় যে, অবশেষে তা পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। লোকজন সবাই প্রাচীর টপকে ভেতরে চলে গেল। যখন হযরত সাহেব গাড়ী থেকে নামছিলেন, তখন আহমদী বন্ধুরা মানব বন্ধন গড়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাহির পর্যন্ত একটি পথ বানালো। চৌধুরী মওলা বখ্‌শ সাহেব, যিনি শিয়ালকোটের বিখ্যাত আহমদী ছিলেন, তিনি সর্বপ্রথম এই পথ দিয়ে হযরত সাহেবের গাড়ী পর্যন্ত গেলেন, তারপর হযরত সাহেব গেলেন, সাথেই কাবুলের শহীদ মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) গেলেন আর মৌলভী আহসান সাহেবও গাড়ীতে বসলেন। ভীড়ের কারণে গাড়ী চলতে খুব সমস্যা হচ্ছিল। গোলাম হায়দার তহসিলদার সাহেব পরম আন্তরিকতার সাথে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে লাগলেন। প্রথমে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি পুলিশকে জোর দিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি মানুষকে বিরত রাখার জন্য নিজেই চেষ্টা আরম্ভ করলেন। এমন কি তিনি চাবুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আমাদের হৃদয় ছিল তখন দুঃখ-ভারাক্রান্ত, তিনি মঙ্গলমতো বাংলোতে পৌঁছুক, খোদার কাছে এ দোয়াই করছিলাম। তখন জেহলম নিবাসী এক মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব একটি ব্যাগ বগলে চেপে গাড়ীর সম্মুখ দিয়ে হাঁটছিলেন; আমার মনে আছে, কোন কোন সময় আবেগের আতিশয্যে তিনি একথা বলে উঠতেন, "গরীবের বাড়ীতে হাতির পা" । অবশেষে হযরত সাহেব কুঠিতে পৌঁছে গেলেন'।

হযরত মিয়াঁ উযীর মুহাম্মদ খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি যেদিন এসেছি, সেদিন আরেক ব্যক্তিও আমার সাথে এখানে আসে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু সুস্থ হয়ে গেলাম। প্রথমে আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, কয়েক গ্রাস খাবার খেতাম আর তাও হজম হতো না। কিন্তু এখানে এসে এক রাতেই দু'টি রুটি খেয়ে নিলাম। অমৃতসর ফেরত যাবার পর পুনরায় আমার একই অবস্থা হয়ে গেল। প্রথমবার যখন হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো, তখন মসজিদে মুবারকের পাশে ছোট্ট একটি কামরায় আমি ওযূ করছিলাম; হযরত আকদাস ভেতরে আসলেন। হুযূরের চেহারা দেখতেই আমি অভিভূত হয়ে গেলাম এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্য বান্দার বৈশিষ্ট্যাবলী দেখে নেশাগ্রস্তের মত হয়ে গেলাম। জুমুআর দিন, আমি হযরত সাহেবের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মসজিদ আকসায় নামায পড়ি। সেসময় হযরত সাহেবের দৃষ্টি পড়েছিল অর্থাৎ আমার প্রতি তাকালেন এ দৃষ্টির এমন প্রভাব পড়ে যে, আমি নামাযের পূর্বেও পরে যারপরনাই ক্রন্দন করি। সূফীদের পরিভাষায় এটিকে বলা হয় গোসল করা। আসরের সময় যখন পুনরায় হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত হয়, তখন হুযূর জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন? আমি নিবেদন করি এখন ভাল হয়ে গিয়েছি। আমরা যখন প্রথমবার কাদিয়ান যাই, তখন কোন অতিথিশালা ছিল না। হযরত সাহেবের ঘর থেকে আচার এবং রুটি পাঠনো হয়েছিল, তাই খেয়েছি। যেকক্ষে বর্তমানে মোটর রয়েছে, সে সময় সেখানে ছাপাখানা ছিল। অতিথিরাও সেখানেই অবস্থান করতেন আর আমিও সেখানে উঠেছিলাম'।

হযরত ডাঃ গোলাম গওস সাহেব বর্ণনা করেন, 'মীর মেহেদী হাসান সাহেব (রা.) বলেন, একদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে বরফ আনার জন্য অমৃতসর পাঠান। রাস্তায় রেল গাড়ীতে বসা অবস্থায় যে-ই আমি মাথা বের করি, আমার মাথার রেশমি টুপি বাতাসে উড়ে যায়। অমৃতসর থেকে বরফ নিয়ে যখন ফেরত আসি, তখন মীর নাসের নওয়াব সাহেব বলেন, তোমাকে কি কেউ মেরেছে? আমি বলি না, তিনি বলেন, তাহলে তোমার মাথা খালি কেন? আমি বলি, আমার টুপি রাস্তায় বাতাসে উড়ে গেছে। তিনি হযরত সাহেবের নিকট গিয়ে সেটি বলে দেন। হযরত সাহেব বলেন, আমরা টুপি দিয়ে দেবো, এরপর আমি আর চাইনি বরং দু'আনার একটি টুপি কিনে নেই। (অর্থাৎ) সে যুগে দু'আনায় একটি টুপি পাওয়া যেতো, তা ক্রয় করে মাথায় পড়ে নেই। প্রায় ছয় মাস পরে হযরত সাহেব আমাকে একটি টুপি, একটি আলপাকার

কোট এবং এক জোড়া জুতা উপহার দেন। (আলপাকা দক্ষিণ আমেরিকার একটি জন্তু, যার পশম দিয়ে অত্যন্ত অভিজাত কাপড় তৈরী হয়) কোটটি আমি পরিধান করি আর তা অল্পদিনেই ছিড়ে যায়, টুপিটি আমি মাথায় পরিধান করি, আর জুতো জোড়া আমি আমার পিতাকে পরিয়ে দেই। ঘরে যাবার সময় রাস্তায় এক ডেপুটি রেঞ্জার আমাকে বলেন, মীর সাহেব, আপনার মাথার টুপি ময়লা হয়ে গেছে, আমি অমৃতসর থেকে আপনাকে নতুন টুপি এনে দিচ্ছি। আমি বললাম, এমন মানের টুপি কোথাও পাওয়া যাবে না, না পৃথিবীতে, না আকাশে। তিনি বলেন, বুঝিয়ে বলুন? আমি বললাম, এটি পবিত্র মসীহ্‌র মাথায় দু'বছর শোভা পেয়েছে। তিনি বলেন, বেশ ভাল। সেই ব্যক্তি পবিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনিও পরবর্তিতে হুযূরের শিষ্যত্ব বরণ করেন'।

হযরত মৌলভী আযীয দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'পঞ্চাশ-ষাট বা সত্তর বার আমি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি। যতবারই এসেছি, প্রতি বারই আসার সাথে সাথে হযরত সাহেবের নিকট নিজের পাগড়ি খুলে রেখে দিয়ে হযরত সাহেবের হাত দু'টিকে নিজের মাথায় বুলাতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি হাত ছেড়ে না দিতাম হযরত সাহেব কখনো হাত টেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন না। এর ফলশ্রুতিতে আমার একাশি বছরের জীবনে কখনো অসুস্থ হইনি; তবে কাদিয়ানে দু'একটি সামান্য আঘাত পেয়েছি'।

শেখ মাসীতা সাহেবের পুত্র হযরত শেখ মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) বলেন, 'হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায সেরে যখন বসতেন, তখন আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকত না। কেননা, আমরা এটি জানতাম, এখন আল্লাহ্ তা'লার সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা শুনে আমরা ঐশী প্রেমের সূরা পান করব আর আমাদের হৃদয়ের মরিচাগুলো দূরীভূত হবে। ছোট-বড় সবাই পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নিজেদের প্রেমাস্পদের প্রিয় এবং পবিত্র মুখের দিকে গভীর আগ্রহের সাথে তাকিয়ে থাকতো, যেন তিনি (আ.) নিজ কল্যাণমন্ডিত মুখে যা বর্ণনা করবেন, তা ভালভাবে শ্রবণ করতে পারে। এই ছিল তাঁর প্রেমিকদের অবস্থা। তাঁর (আ.) কথা শ্রবণ করতে গিয়ে আমরা কখনো ক্লান্ত হইনি, আর হযরত আকদাস (আ.)-ও নিজের প্রিয়দের কথা শুনে কখনো বিরক্তও হতেন না এবং কথার মাঝে বাধাও দিতেন না। আমি কখনো তাঁকে (আ.) কানাকানি করতে দেখি নি'।

করাচী জামাতের প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দীন সাহেব, সৈয়দ ফকীর মুহাম্মদ সাহেব আফগানীর কন্যা হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদের শিষ্যদের অন্তর্ভূক্ত হযরত সিরাজ বিবি সাহেবার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এ ঘটনায় শিশুদের মাঝেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি কেমন অদ্ভুত ভালবাসা ছিল, তার উল্লেখ রয়েছে'।

একবারকার ঘটনা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমগাছের নীচে উত্তর-দক্ষিণে বানানো একটি পরিত্যক্ত কুপের সন্নিকটবর্তী রাস্তায় একাকী বাগানে পায়চারী করছিলেন, যা মির্যা সুলতান আহমদের বাগানের দিকে একটি দরজার মাধ্যমে খুলে। বাগানে বাতাস খাওয়ার জন্য তিনি হাঁটছিলেন। আমিও হুযূরের পিছনে পিছনে হাঁটছিলাম এবং যে যে স্থানে হুযূরের পা পড়ছিল আমিও ভালবাসার কারণে তা অনুসরণ করছিলাম। আমার জানা ছিল এরূপ করার ফলে কল্যাণ লাভ হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পায়ের শব্দ শুনে আমার দিকে তাকান এবং পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করেন।

হযরত মিয়া যহুর উদ্দিন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'কাদিয়ান জলসা থেকে বন্ধুদের ফেরত যাবার পর দ্বিতীয় দিন আমরাও নিজেদের বাড়ীতে ফেরত চলে আসি। প্রায় তিন চার মাস পর হঠাৎ করে সংবাদ পাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে ইন্তেকাল করেছেন। আমার শ্বশুর কাজী জয়নুল আবেদীন সাহেব সেই সংবাদ শুনে পাগলের ন্যায় হয়ে যান। আমাদের মাথায় কিছুই আসছিল না। এই অবস্থায় আমরা সারহিন্দ ষ্টেশনে পৌঁছাই। সেই ষ্টেশনের বাবু নূর আহমদ সাহেবকে কাজী সাহেব বলেন, আপনি লাহোরে সংবাদ পাঠিয়ে খবর নিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ আসলেই সঠিক কি না? আমাদের এই অবস্থা দেখে অনেক গয়ের আহমদী হাসি-ঠাট্টা করতে করতে আমাদের পিছনে আসছিল। যার যা ইচ্ছা তারা আজেবাজে কথা বলছিল। আমরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে উম্মাদপ্রায় নিজেদের বাড়ীতে ফেরত আসি, আর গয়ের আহমদীরা হাসি- ঠাট্টা করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পিছনে আসে। অবশেষে বাজে কথা বলতে বলতে ফেরত চলে যায়। এ-ঘটনা আহমদী জামাতের জন্য খুবই পীড়াদায়ক ও প্রাণান্তকর ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হযরত মওলানা হেকীম নূরউদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন। আমরা সবাই নিজ নিজ বয়আত নবায়নের পত্র পাঠিয়ে দেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবর্তমানে যখন আমরা প্রথম জলসা সালানায় যাই। যে যে স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বসতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম, সেই স্থানগুলো শূন্য দেখে হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে যেত। সর্বদা চোখ অশ্রুসিক্ত থাকত। এ জলসা আহমদীয়া মাদ্রাসার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের জলসা সমূহের তুলনায় খুবই সাদামাটা ছিল। সেই জলসায় খাজা জামাল উদ্দীন সাহেব, মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব, মৌলবী সদরুদ্দীন সাহেব, মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব, প্রমূখদের সর্বাগ্রে দেখা যেত। সবার দৃষ্টি তাদের প্রতিই নিবদ্ধ হত। অর্থাৎ জামাতের সবার দৃষ্টি তাদের প্রতিই ছিল। বাস্তবে তখন এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কাউকে যোগ্য হিসাবে মনেই হত না এবং তারাই ব্যবস্থাপক ছিলেন। জলসার প্রারম্ভে কুরআন তিলাওয়াত হয়। অতঃপর ভাই মুন্‌শী সিরাজ উদ্দীন সাহেব মহানবী (সা.) এর মহিমা বর্ণনায় একটি নযম পড়েন, তারপর আরেকজন অন্য একটি নযম পড়লেন। এরপর হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব বক্তৃতা করেন, {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সময়কার প্রথম জলসার কথা।} তিনি বলেন, ফিরাউনের যুলুম ও নির্যাতনের কারণে বণী-ইসরাঈলের যে অশ্রু ঝরেছিল, একদিন সেই অশ্রুই সমুদ্র হয়ে ফেরাউনকে ডুবিয়েছে। (এই অবস্থায় বা নিরূপায় অবস্থায় বা কষ্টের সময় যে অশ্রু প্রবাহিত হয়, তা বড় উত্তম ফল নিয়ে আসে। জামাতকে, বিশেষ করে পাকিস্তানের জামাতগুলোকে এটি স্মরণ রাখা উচিত, আজকাল এমন অশ্রু বিসর্জনের সময়) বলা হয়ে থাকে, বণী ইসরাঈলের যে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল একদিন সেই অশ্রুই সমুদ্র হয়ে ফেরাউনকে নিমজ্জিত করেছিল। তিনি (রা.) এই বক্তৃতা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, শ্রোতামন্ডলীর অবস্থা মন্ত্রমুগ্ধের মত ছিল, যখন তাঁর এই বক্তৃতা শেষ হয়েছিল, তখন হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) নিজের বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বে বলেন, মিয়াঁ মাহমুদ আহমদ সাহেব আজ এমন বক্তৃতা দিয়েছে যে, আমার মাথায়ও কোন সময় এই বিষয়টি আসেনি। অতঃপর বলেন, বন্ধুদের উচিত, দ্বিতীয় কুদরত বা খিলাফতের জন্য দোয়া করা, অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরত যেন চিরস্থায়ী হয়, সে উদ্দেশ্যে দোয়া করতে বলেছেন। তখনই দোয়া করা হয়েছিল আর তিনি তখন একথাও বলেছিলেন, মিয়াঁ সাহেবের জন্যও দোয়া

করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন'।

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি যখন মসজিদে মুবারকে গিয়ে নামায পড়তাম, তখন নামাযে সেই স্বাদ এবং খোদা ভীতি হৃদয়ে সৃষ্টি হত, যা অনির্বচনীয়। খোদার ভালবাসায় পাগল হয়ে যেত। কিন্তু হে আমার বন্ধুগণ! যখন সেই ঐশী জ্যোতিকে দেখা হতে চোখ বঞ্চিত থাকে, তখন আমি ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আর সেই সাহচর্যের কথা স্মরণ করে হৃদয় ব্যথায় ভরে যায়। আল্লাহ্‌র কসম! সেই ঐশী জ্যোতি দেখে হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে যেত এবং হযরত আকদাসের পবিত্র ও জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে না কোন দুঃখ থাকত আর না-ই কারও অভিযোগ-অনুযোগ থাকত। এমন মনে হত, যেন এখন আমরা জান্নাতে আছি আর তিনি (আ.)-কে দেখে আমাদের চোখ ক্লান্তও হত না। এমন পবিত্র ও জ্যোতির্মন্ডিত চেহারা ছিল যে, পাঁচ বেলার নামাযের ক্ষেত্রে আমাদের যুবকদের রীতি ছিল, আমরা তাঁর বা'দিকে জায়গা পাবার মানসে এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দিতাম। হযরত আকদাস (আ.)-এর পাশে জায়গা পাবার এবং তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার জন্য আমাদের যুবকদের মাঝে প্রতিযোগিতা লেগে থাকতো'। এরপর তিনি লিখেন, 'আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি! তিনি যে অসাধারণ কল্যাণময় ও পবিত্র সত্তা ছিলেন, যার পরশ আমাদেরকে পরবিমূখ করে দিয়েছেন, এবং এমন ধৈর্য দিয়েছেন, যা খোদা ছাড়া অন্য সকল মোহ থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়েছে, আর আমাদেরকে খোদা তা'লার আস্তানা দেখিয়ে দিয়েছেন'।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তাঁর হাতে বয়আতের দাবী অনুসারে কাজ করার তৌফিক দান করুন আর তাঁর (আ.) সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার তৌফিক দান করুন। আর এই সম্পর্কের কল্যাণে মহানবী (সা.)-এর পরিপুর্ণ অনুসরণ করে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করতে পারি।

এখন আমি জুমুআর নামাযের পর দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। দু'টিই কাদিয়ানের দু'জন পুণ্যবতী মহিলার জানাযা। প্রথম জানাযা হল, শ্রদ্ধেয়া রাশীদা বেগম সাহেবার, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম মিস্ত্রী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ৪ মে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ ফতেহ দ্বীন সাহেব (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি হযরত আম্মা আয়েশার ভাগ্নী ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশে খুবই পরিচিত ছিল একটি নাম। (হযরত আম্মাজান তাঁকে মেয়ে বানিয়েছিলেন অর্থাৎ হযরত আম্মা আয়েশাকে)। কাদিয়ানে হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বামীর সঙ্গে তিনিও অত্যন্ত কষ্টের মাঝে দরবেশী জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু স্বানন্দে ও প্রফুল্লচিত্তে। মরহুমা ১৯৪৪ সালে ওসীয়্যত করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি ছয় বছর যাবত লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা প্রদানেরও সুযোগ লাভ করেছেন। মরহুমার ৪জন পুত্র ছিলেন, যাদের মাঝে বড় ছেলে হামীদ উদ্দীন শামস সাহেব জামাতের মুবাল্লেগ ছিলেন, যিনি ৪৭ বছর বয়সে মরহুমার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ওহীদ উদ্দীন সাহেবও ওয়াকেফে যিন্দেগী। অপর পুত্র রশীদ উদ্দীন সাহেবও সদর উমুমী হিসেবে কাজ করছেন। একইভাবে তাঁর আরেক পুত্র নাসীর উদ্দীন সাহেবও সেখানে কাজ করছেন। মরহুমার জামাতাদের মধ্যে সৈয়দ আব্দুন্ নাকী সাহেব ভাগলপুরের আঞ্চলিক আমীর। আব্দুর রফী সাহেব উমুরে আমায় কাজ করেন। মরহুমা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, তাহাজ্জুদ এবং প্রত্যহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন। কাদিয়ানে তিনি রাশিদা খালা নামে পরিচিত ছিলেন। এই বোন মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের স্ত্রীর সাথে সব জায়গায় থাকতেন আর সকল সুখে-দুঃখে লোকদের ঘরে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য যেতেন।

মিয়াঁ ওয়াসীম আহমদ সাহেবের ছোট কন্যা আমাকে লিখেছেন, মরহুমা অত্যন্ত অনাড়ম্বরতার মাঝে পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। আঞ্জুমানের চাকরী থেকে মরহুমার স্বামী যখন অবসর গ্রহণ করেন, সে সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইত্যাদির সমন্বয়ে বেশ বড় অংক পেয়েছিলেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, আমি কখনো আমার স্ত্রীকে কোন অলঙ্কারাদী বানিয়ে দেইনি। একথা ভেবে তিনি তাঁকে কয়েকটি সোনার চুড়ি এবং কানের দুল বানিয়ে দিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নতুন কেন্দ্রের জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন। মরহুমা তাঁর অলংকারাদি এনে সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের স্ত্রীকে দেন এবং বলেন, আমি সারা জীবন কোন স্বর্ণালঙ্কার পরিনি, এখন আর পড়ে কী হবে, তাই এসব রেখে দিন।

এসব চাঁদা ও অলঙ্কারাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনার দায়ীত্ব ছিল মরহুমার স্বামীর উপর। তিনি যখন দেখলেন, এই কানের দুল তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে, তখন ব্যবস্থাপকদের বলে, এর সঠিক মূল্য পরিশোধ করেন। কিছু অর্থ তাঁর কাছে ছিল, তিনি তদ্বারা মূল্য পরিশোধ করে পুনরায় তাঁর স্ত্রীকে অলংকার ফিরিয়ে দেন। কয়েক সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাহরীক করেন। তিনি আবার সেই স্বর্ণের দুল দিয়ে দেন। সে সময় তাঁর স্বামীর কাছেও কোন টাকা-পয়সা ছিল না। মূলতঃ তিনি একথাই বলেছিলেন, সারা জীবনে আমি স্বর্ণের কোন কিছু পড়িনি, তাই এখনও পড়বো না। এ ভেবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হচ্ছে ভারতের জনাব সাঈফ খাঁন সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নযরুন্নেসা সাহেবার। তিনি গত ৯ মে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তাঁর স্বামী ১৯৬২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন আর বিরোধিতা সত্ত্বেও উভয়ই আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নামাযের প্রতি একনিষ্ঠ, মিশুক, দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি সহজ-সরল জীবন যাপন করেছেন। ডজনাধীক এতিম ও অনাথ শিশুদের দেখাশুনা ও লালন-পালন করেছেন। মরহুমা কেন্দ্রীয়-প্রতিনিধিদের আন্তরিক সেবাযত্ন ও আপ্যায়ন করতেন। তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন, তাঁকে বেহেশতি মাকবেরা কাদিয়ানে দাফন করা হয়েছে। তাঁরও তিন ছেলে জামাতের সেবক এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী। বড় ছেলে নাসীম খাঁন সাহেব, কাদিয়ানের নাযের উমুরে আমা, দ্বিতীয় ছেলে কলীম খাঁন সাহেব মুবাল্লেগ, একইভাবে ওয়াসীম খাঁন সাহেব সহ তারা সবাই ওয়াকেফে যিন্দেগী। আল্লাহ্ তা'লা এ উভয় মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তাঁদের বংশধরদেরকেও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন এবং তাদের মাঝে সর্বদা বিশ্বস্ততা এবং একনিষ্ঠতার সম্পর্ক বজায় থাকুক।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

THE
REVIEW
OF RELIGIONS
April Issue

# *Letters Sent to World Leaders*

## Letter to President of the United States of America

**President Barack Obama**
President of the United States of America
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington D.C.
8 March 2012

Dear Mr President,

In light of the perturbing state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for me to write to you, as you are the President of the United States of America, a country which is a world superpower, and thus you hold the authority to make decisions which will affect the future of your nation and the world at large.

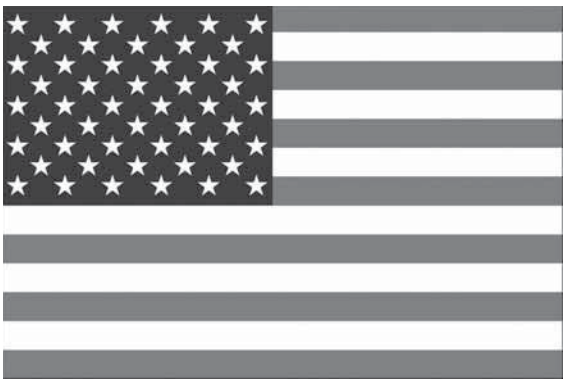

There is currently great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken out in certain areas. Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was anticipated in their efforts to establish peace in these conflict-hit regions. Globally, we find that almost every country is engaged in activities to either support, or oppose other countries; however, the requirements of justice are not being fulfilled. It is with regret that if we now observe the current circumstances of the world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons,

grudges and hostilities are increasing between nations. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. Such a war would surely involve atomic warfare; and therefore, we are witnessing the world head towards a

terrifying destruction. If a path of equity and justice had been followed after the Second World War, we would not be witnessing the current state of the world today whereby it has become engulfed in the flames of war once again.

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. This will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will lead us to a world war. If in the smaller countries conflicts cannot be resolved

through politics or diplomacy, it will lead to new blocs and groupings to form in the world. This will be the precursor for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing on the progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as the United States, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts of smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not only possessed by the United States and other major powers; rather, even relatively smaller countries now possess such weapons of mass destruction, where those who are in power are often trigger-happy leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble request to you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from erupting into a Third World War.

There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of our actions and children everywhere in the world will be born disabled or deformed. They will never forgive their elders who led the world to a global catastrophe. Instead of being concerned for only our vested interests, we should consider our coming generations and strive to create a brighter future for them. May God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend this message.

Yours Sincerely,

**MIRZA MASROOR AHMAD**

Khalifatul Masih V

Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

# Summary of Letter to Prime Minister of Canada

In his letter of 8th March 2012 to Mr Stephen Harper, the Prime Minister of Canada, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad(aba), Khalifatul Masih V, Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community, similarly warned of the impending outbreak of a Third World War, and the horrific consequences that will ensue as a result. He mentioned that hostilities between nations, and injustices carried out by the major and minor powers, had already laid the foundation for a global catastrophe. He requested the Prime Minster to use his authority to help bring about peace in the world through purely peaceful means, rather than by the use of force. His Holiness wrote:

"Canada is widely considered to be one of the most just countries in the world. Your nation does not normally interfere in the internal problems of other countries. Further, we, the Ahmadiyya Muslim Community, have special ties of friendship with the people of Canada. Thus, I request you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from leading us into a devastating Third World War."

Yours Sincerely,

**MIRZA MASROOR AHMAD**

Khalifatul Masih V

Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

# Letter to Prime Minister of Israel

His Excellency
**Mr Benjamin Netanyahu**
Prime Minister of Israel
Jerusalem

26 February 2012

Dear Prime Minister,

I recently sent a letter to His Excellency Simon Peres, President of Israel, regarding the perilous state of affairs emerging in the world. In light of the rapidly changing circumstances, I felt it was essential for me to convey my message to you also, as you are the Head of the Government of your country.

The history of your nation is closely linked with prophethood and Divine revelation. Indeed, the Prophets of the Children of Israel made very clear prophecies regarding your nation's future. As a result of disobedience to the teachings of the Prophets and negligence towards their prophecies, the Children of Israel had to suffer difficulties and tribulations. If the leaders of your nation had remained firm in obedience to the Prophets, they could have been saved from enduring various misfortunes and adversities. Thus, it is your duty, perhaps even more so than others, to pay heed to the prophecies and injunctions of the Prophets.

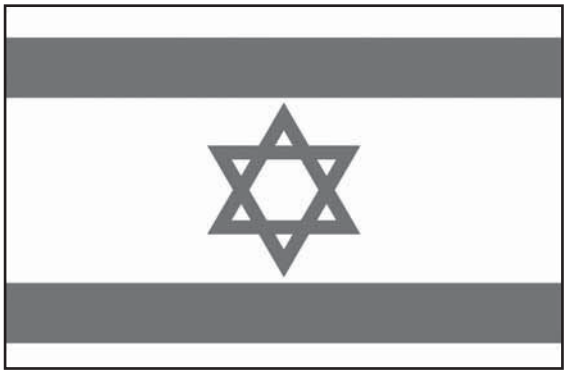

I address you as the Khalifa of that Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), who was sent as the servant of the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him); and the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was sent as the Mercy for All Mankind amongst the brethren of the Children of Israel in the semblance of Moses (peace be upon him) (Deuteronomy, 18:18). Hence, it is my duty to remind you of God's Message. I hope that you will come to be counted amongst those who hearken to God's Call, and who successfully find the right path; that path which is in accordance with the Guidance of God the Supreme, the Master of the heavens and the earth.

We hear reports in the news nowadays that you are preparing to attack Iran. Yet the horrific outcome of a World War is right before you. In the last World War, whilst millions of other people were killed, the lives of hundreds of thousands of Jewish persons were also wasted. As the Prime Minister, it is your duty to protect the life of your nation. The current circumstances of the world indicate that a World War will not be fought between only two countries, rather blocs will come into formation. The threat of a World War breaking out is a very serious one. The life of Muslims, Christians and Jews are all at peril from it. If such a war occurs, it will result in a chain reaction of human destruction. The effects of this catastrophe will be felt by future generations, who will either be born disabled, or crippled. This is because undoubtedly, such a war will involve atomic warfare.

Hence, it is my request to you that instead of leading the world into the grip of a World War, make maximum efforts to save the world from a global catastrophe. Instead of resolving disputes with force, you should try to resolve them through dialogue, so that we can gift our future generations with a bright future rather than 'gift' them with disability and defects.

I shall try to elucidate my views based on the following passages from your teachings, the first extract being from the Zabur:

'Do not fret because of evil-doers. Do not envy those who do wrong. For they shall soon be cut down like the grass, and wither like the green herb. Trust in God, and do good. Dwell in the land, and enjoy safe pasture. Also delight yourself in God, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to God. Trust also in him, and he will do this: He will make your righteousness go forth as the dawn, and your justice as the noon day sun. Rest in God, and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who makes wicked plots happen. Cease from anger, and forsake wrath. Do not fret, it leads only to evildoing. For evildoers shall be cut off, but those who wait for God shall inherit the land. For yet a little while, and the wicked will be no more. Yes, though you look for his place, he is not there. But the humble shall inherit the land, and shall delight themselves in the abundance of peace.' (Zabur, 37:1-11)

Similarly, we find in the Torah:

'Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small. [But] thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which the LORD thy God giveth thee. For all that do such things, [and] all that do unrighteously, [are] an abomination unto the LORD thy God.' (Deuteronomy, 25:13-16)

Thus, world leaders, and particularly you should terminate the notion of governance by force and should refrain from

oppressing the weak. Instead, strive to spread and promote justice and peace. By doing so, you will remain in peace yourselves, you will gain strength and world peace will also be established.

It is my prayer that you and other world leaders understand my message, recognise your station and status and fulfil your responsibilities.

Yours Sincerely,

**MIRZA MASROOR AHMAD**
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

# Letter to President of the Islamic Republic of Iran

His Excellency
President of the Islamic Republic of Iran
**Mahmoud Ahmadinejad**
Tehran

7 March 2012

Dear Mr President,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

In light of the perilous state of affairs emerging in the world, I felt that it was essential for me to write to you, as you are the President of Iran, and thus you hold the authority to make decisions which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently great agitation and restlessness in the world. In some areas small-scale wars have broken out, while in other places the superpowers act on the pretext of trying to bring about peace. Each country is engaged in activities to either help or oppose other countries, but the requirements of justice are not being fulfilled. It is with regret that if we now observe the current circumstances of the world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. As you are aware, the availability of nuclear weapons will mean that a Third World War will be an atomic war. Its ultimate result will be catastrophic, and the long term effects of such warfare could lead to future generations being born disabled or deformed.

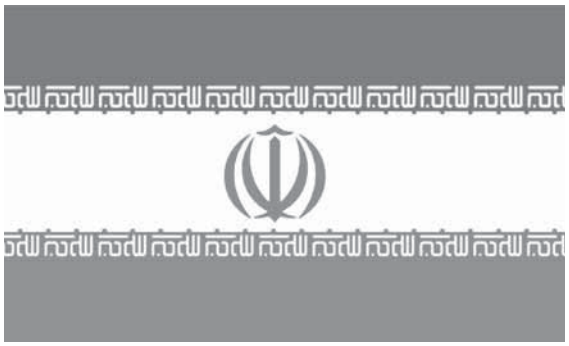

It is my belief that as followers of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), who was sent to establish peace in the world, and who was the Rahmatullil Aalameen – the Mercy to all of Mankind –we do not and cannot desire for the world to suffer such a fate. This is why my request to you is that as Iran is also a significant power in the world, it should play its role to prevent a Third World War. It is undeniably true that the major powers act with double standards. Their injustices have caused restlessness and disorder to spread all across the world. However, we cannot ignore the fact that some Muslim groups act inappropriately, and contrary to the teachings of Islam. Major world powers have used this as a pretext to fulfil their vested interests by taking advantage of the poor Muslim countries. Thus, I request you once again, that you should focus all of your efforts and energies towards saving the world from a Third World War. The Holy Qur'an teaches Muslims that enmity against any nation should not hinder them from acting in a just manner. In Surah Al Mai'dah, Allah the Exalted instructs us:

"And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment." (Ch.5:V.3)

Similarly, in the same chapter of the Holy Qur'an we find the following commandment to Muslims:

"O ye who believe! Be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do."(Ch.5:V.9)

Hence, you should not oppose another nation merely out of enmity and hatred. I admit that Israel exceeds beyond its limits, and has its eyes cast glance upon Iran. Indeed, if any country transgresses against your country, naturally you have the right to defend yourself. However, as far as possible disputes should be resolved through diplomacy and negotiations. This is my humble request to you, that rather than using force, use dialogue to try and resolve conflicts. The reason why I make this request is because I am the follower of that Chosen Person of God who came in this era as the True Servant of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), and who claimed to be the Promised Messiah and Imam Mahdi. His mission was to bring mankind closer to God and to establish the rights of people in the manner our Master and Guide, the Rahmatullil Aalameen –the Mercy to all of Mankind – the Holy Prophet(pbuh)demonstrated to us. May Allah the Exalted enable the Muslim Ummah to understand this beautiful teaching.

Wassalam,

Yours Sincerely,

**MIRZA MASROOR AHMAD**
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

# নিপীড়িত মানবতা সুরক্ষায়–

মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শের অনুসরণে বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্র প্রধানদেরকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সৌহার্দ ও সম্প্রীতির আহ্বান সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেছেন নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

ভাষান্তর : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

## আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-এর কাছে প্রেরিত পত্র :

***প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা,***
***আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট,***
***হোয়াইট হাউজ, ১৬৩০ পেনসিলভেনিয়া এভিন্যু, এন ডব্লিউ***
***ওয়াশিংটন ডিসি।***

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

বিশ্বে বিকাশমান বিচলিত অবস্থার আলোকে আমি এটা অনুভব করলাম যে, যেহেতু আপনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, যে দেশটি বর্তমান বিশ্বের এক বৃহৎ শক্তি এবং এ কারণে আপনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার রাখেন, যা আপনার দেশ ও জাতি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে, তাই আপনাকে আমার এ পত্র লেখা।

বর্তমানে বিশ্বে ভয়াবহ উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কতিপয় এলাকায় ক্ষুদ্রাকারের যুদ্ধ দেখা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৃহৎ-শক্তিগুলো তাদের প্রচেষ্টা দ্বারা এসব যুদ্ধাক্রান্ত এলাকায় শান্তি স্থাপনে সুফল লাভ করেনি। বৈশ্বিকভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রায় প্রত্যেক দেশই এমন কার্যকলাপে লিপ্ত, যা এসব যুদ্ধকে হয় সমর্থন, নয়তো বা অন্যান্য দেশের বিরোধীতায় লিপ্ত রয়েছে। যাহোক, ন্যায়-বিচারের প্রয়োজনীয়তাটি পূর্ণ হচ্ছে না। এটা দুঃখের বিষয় যে, আমরা যদি এখন বিশ্বের বর্তমান অবস্থাটি অনুধাবন করি, তবে দেখতে পাই যে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যেই স্থাপন করা হয়ে গেছে। যেহেতু ছোট ও বড় উভয় প্রকারের অনেক দেশই আনবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে, তাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ দিন-দিনই বেড়ে চলেছে। এ ধরনের সঙ্কটময় অবস্থায় আমাদের সামনে প্রায় আকস্মিক ভাবেই তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সম্ভবনা বিরাজ করছে। এমন একটি যুদ্ধ অবশ্যই পারমানবিক যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে-কারণে আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ভয়াবহ ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচারের পথকে অনুসরণ করা হোত, তবে বিশ্বের বর্তমান অবস্থাটি আমাদেরকে দেখতে হতো না, যা দ্বারা বিশ্বকে আরেকবার যুদ্ধের জ্বলন্ত শিখার মধ্যে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হতে হচ্ছে।

যেহেতু আমরা সবাই এটা জানি যে, **যেসব কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটা ছিল 'লীগ অব ন্যাশনস'-এর ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট, যা ১৯৩২ সনে শুরু হয়েছিল। আজ প্রধান প্রধান অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং ১৯৩২ সনের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে অনেকগুলো সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক**

**সমস্যাগুলো আরেকবার ছোট ছোট জাতিগুলোকে যুদ্ধের দিকে চালিত করছে এবং অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও অসন্তোষ এসব দেশের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। পরিণামে এটা কতিপয় শক্তিকে সরকারের হাল ধরতে এগিয়ে আনবে, যারা আমাদেরকে বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে চালিত করবে। ছোট দেশগুলোর মধ্যকার সঙ্ঘাত যদি রাজনীতি অথবা কূটনীতির মাধ্যমে নিরসন করা না যায়, তবে তাতে বিশ্বে নূতন নূতন গোষ্ঠি ও দলের উদ্ভব হবে। এটা হবে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আকস্মিক প্রকাশের এক পূর্বাভাস। অতএব, আমি বিশ্বাস করি যে, বিশ্বে এখন উন্নয়নের বিষয়কে ফোকাস করার পরিবর্তে ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্যে জরুরী ভিত্তিতে আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত। মানবজাতির জন্যে তাদের একক খোদা, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তাকে শনাক্ত করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে, আর এটাই হচ্ছে মানবতার টিকে থাকার একমাত্র জামিনদার। এর অন্যথা হলে বিশ্ব দ্রুতলয়ে আত্মবিনাশের দিকে ধাবিত হবে।**

**আপনার কাছে এবং বস্তুত: বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে, অন্যান্য দেশগুলোর উপর বল-প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করার পরিবর্তে কূটনীতি, কথোপকথন এবং বিজ্ঞতা ব্যবহার করুন।** বিশ্বের বৃহৎ-শক্তিগুলো, যেমন–যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, শান্তি-স্থাপনের জন্যে ভূমিকা পালন করা। ছোট দেশগুলোর কর্মাদিকে বিশ্ব-ঐক্য নস্যাতের জন্যে ছুতা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সাম্প্রতিক কালে কেবল যুক্তরাষ্টের হাতেই পারমানবিক শক্তি নেই, বরং অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলোও এখন এমন বৃহদায়তনের ধ্বংসসাধনকারী অস্ত্রাদির মালিক হয়েছে, যেখানে ঐসব লোকও অন্যান্য বড় রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, যারা চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা না করেই বন্দুকের ঘোড়া টিপতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এ কারণে আপনার প্রতি এটা আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের বিস্ফোরণ ঘটানো থেকে বিরত রাখতে সর্বাধিক প্রচেষ্টা জারী রাখবেন। **আমাদের মনে কোনই সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, আমরা যদি এ কাজে অকৃতকার্য হই, তবে এ ধরনের যুদ্ধের প্রভাব এবং ফলাফল কেবল এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার গরীব দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে আমাদের কাজের ভয়াবহ পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্বের সর্বত্রই পঙ্গু ও বিকৃত শিশুদের জন্ম হতে থাকবে। তারা তাদের সেই বড়দেরকে কখনোই ক্ষমা করবে না, যারা বিশ্বকে সার্বিক-এই বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। কেবল কায়েমী-স্বার্থের জন্যেই উদ্বিগ্ন না হয়ে আমাদের উচিত, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের বিষয়টি বিবেচনা করা এবং তাদের জন্যে উজ্জ্বল-ভবিষ্যত সৃষ্টির চেষ্ট করা । প্রশংসিত খোদা আপনাকে এবং সব বিশ্ব-নেতৃবৃন্দকে এই বার্তাটি উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন।**

**মির্যা মাসরূর আহমদ**
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান

# কানাডার প্রধান মন্ত্রীর কাছে হুযূর (আই.)-এর লেখা পত্রের সারাংশ:

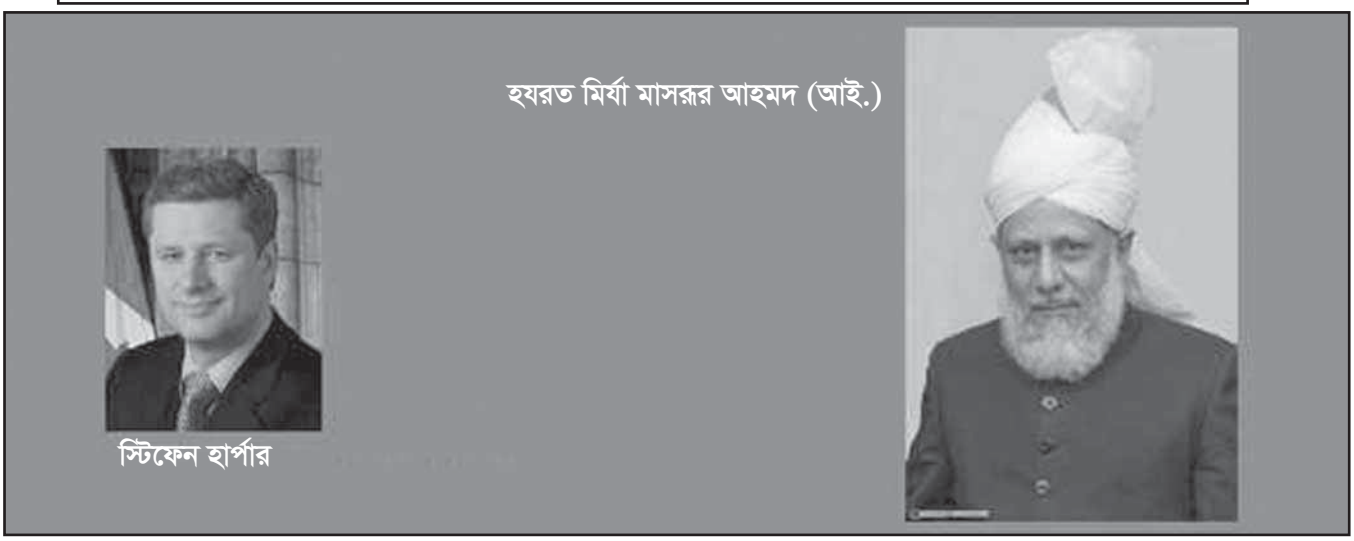


বিগত ৮ মার্চ, ২০১২ তারিখে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মি: স্টিফেন হার্পার-এর কাছে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর লেখা পত্রে একই ভাবে আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি (আই.) উল্লেখ করেন যে, জাতিসমূহের মধ্যকার শত্রুতা এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর অবিচার-মূলক আচরণ ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের ভিত্তি স্থাপন করে ফেলেছে। প্রধান মন্ত্রীকে তিনি শক্তি ব্যবহার না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বে শান্তি আনয়নে সহায়তা করতে তার অধিকার ও প্রভাব প্রয়োগ করার অনুরোধ করেন। তিনি (আই.) লেখেন :

'বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে কানাডা সম্পূর্ণভাবে একটি 'ন্যায়পরায়ণ দেশ' বলে বিবেচিত। আপনার জাতি সাধারণভাবে অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। উপরন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাত হিসেবে কানাডার লোকদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যে আমি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে ধ্বংসাত্মক তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে পরিচালিত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে আপনাকে চেষ্টা চালানোর অনুরোধ করছি'।

ওয়াস্‌সালাম।

**মির্যা মাসরূর আহমদ**
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস,
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান।

# ইস্রায়েলের প্রধান মন্ত্রীর কাছে প্রেরিত পত্রঃ

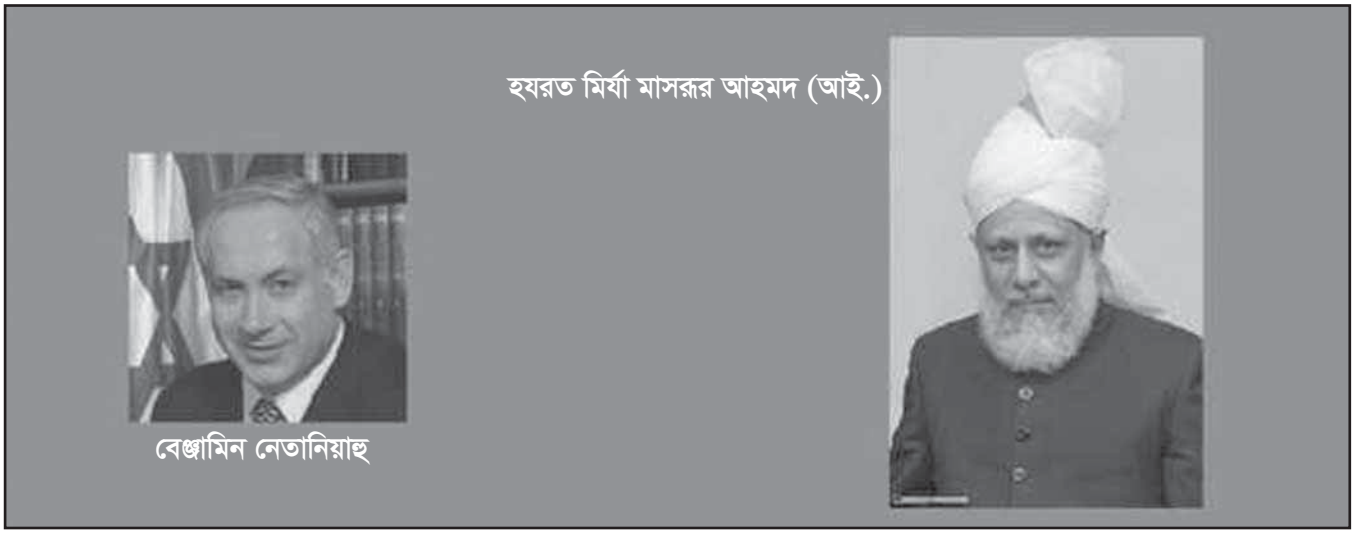


***মান্যবর,***

***মিঃ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু,***

***প্রধানমন্ত্রী, ইস্রায়েল, জেরুযালেম।***

প্রিয় প্রধান-মন্ত্রী,

বিশ্বে উদ্ভুত ধ্বংসাত্মক অবস্থা অবহিত করে সম্প্রতি আমি আপনার দেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট মি: সিমন পেরেস সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেছি। দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার আলোকে আমি বিষয়টি আপনাকেও অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করি, কারণ আপনি দেশটির সরকার প্রধান।

আপনার দেশের ইতিহাস নবুওয়াত ও স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ-এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বস্তুত: বনী ঈস্রায়েলের নবীগণ আপনাদের জাতির ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। নবীগণের শিক্ষার অমান্যতা এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কারণে বনী ঈস্রায়েলকে অনেক কষ্ট-দুর্দশা পোহাতে হয়েছিল। আপনাদের জাতির নেতাগণ যদি নবীদের আনুগত্যে অবিচল থাকতো, তবে তারা নানাবিধ কষ্ট ও দুর্দশার কবল থেকে বেঁচে যেতে পারতো। এজন্যে এটা আপনার কর্তব্য, সম্ভবত অন্যদের চাইতে অনেক বেশী যে, আপনি নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী ও বিধি-নিষেধ-এর প্রতি মনযোগী হবেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.), যিনি পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাস হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, এবং **পবিত্র নবী (সা.) বনী ইস্রায়েলের ভ্রাতাগণের মধ্য থেকে সমগ্র মানব-জাতির জন্যে করুনা হিসেবে মূসা (আ.) এর সাদৃশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁর খলীফা হিসেবে আমি আপনাকে সম্বোধন করছি। অতএব, আপনাকে খোদার বাণী স্মরণ করানোই আমার দায়িত্ব। আমি আশা করি যে, আপনি তাদের মধ্যে পরিগণিত হবেন, যারা খোদার আহ্বান শোনে এবং যারা কৃতকার্যতার সাথে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে; সেই পথ, যা সর্বোচ্চ খোদা, স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভুর নেতৃত্বে লাভ করা যায়।**

সংবাদ-পত্র থেকে আজকাল আমরা এ রিপোর্ট শুনতে পাই যে, আপনারা ইরান আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ কারণে একটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি আপনাদের সামনে অত্যাসন্ন। গত বিশ্বযুদ্ধ, যার ফলে অন্যান্য দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল, তার মধ্যে হাজার-হাজার ইহুদী-জনগণও ধ্বংস হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার জাতির লোকদের জীবনের হেফাজত করা আপনার দায়িত্ব। **বিশ্বের বর্তমান অবস্থা এটা নির্দেশ করে যে, কেবল দু'টি দেশের মধ্যেই একটি বিশ্বযুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গোষ্ঠীসমূহও জোট বাঁধবে। বিশ্বযুদ্ধের যে একটি হুমকি ছড়িয়ে পড়ছে, তা খুবই বিপজ্জনক। মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, সবার জীবনই এ কারণে বিপদাপন্ন। এমন একটি যুদ্ধ যদি সংঘটিত হয়, তবে তার ফল হবে মানব-ধ্বংসের এক চলমান প্রক্রিয়া। এই দু:খময় পরিণতির ফল ভোগ করবে ভবিষ্যত বংশধরগণ, যারা হয় পঙ্গু অথবা ল্যাংড়া হয়ে জন্মাবে। এর কারণ হচ্ছে, নি:সন্দেহে এ ধরনের যুদ্ধে আনবিক-যুদ্ধাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।**

সেজন্যে আপনার কাছে এটা আমার অনুরোধ যে, **বিশ্বকে একটি বিশ্ব-যুদ্ধের থাবার দিকে পরিচালিত করার পরিবর্তে এটা যাতে বৈশ্বিক-বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়, তার জন্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবেন। মতানৈক্য দূর করতে শক্তি ব্যবহার করার বদলে আপনার উচিত কথোপকথনের মাধ্যমে সেগুলোর মীমাংসা করা, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পঙ্গুত্ব ও অক্ষমতা উপহার না দিয়ে একটি উজ্জল-ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারি।**

যবুর কিতাবের নিম্ন-বর্ণিত অংশে বিধৃত আপনাদের শিক্ষার আলোকে আমি আমার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করবো :

'দুস্কৃতকারীদের কারনে অস্থির হয়োনা। যারা ভাল করে, তাদেরকে ঈর্ষা করোনা। কারণ, তারা শীঘ্রই তৃণবৎ কর্তিত হবে এবং সবুজ ঔষধির মত শুষ্ক হয়ে যাবে। খোদার উপর বিশ্বাস করো এবং মঙ্গল-সাধন করো। জমিনে বসবাস করো, নিরাপদ চারণভূমি উপভোগ করো আর খোদার মাঝে পরমানন্দ খুঁজে নাও, তিনিই তোমাকে তোমার আত্মার আকাঙ্খা পূরণ করে দেবেন। তোমার পথের ভার খোদার উপর অর্পণ করো তার উপর বিশ্বাসও করো এবং তিনিই এটা করে দেবেন। তিনি তোমার ন্যায়পরায়ণতাকে প্রত্যূষের ন্যায় এগিয়ে নেবেন এবং তোমার ন্যায়-বিচারকে দুপুর বেলার সূর্যের ন্যায় দীপ্তি দান করবেন। খোদায় ভরসা করো এবং তার জন্যে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করো। সেই লোকের কারণে বিচলিত হয়ো না,যে ষড়যন্ত্র ঘটানোর ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে। রাগ করা থেকে বিরত হও আর রোষ পরিহার করো। বিচলিত হয়োনা, এটা কেবল মন্দ-কর্মের দিকেই চালিত করে। কারণ মন্দ-কর্মের হোতারা বিচ্ছিন্ন হবে। হ্যাঁ, যদিও তুমি তাকে তার অবস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাও না, কিন্তু যারা বিনয়ী, তারা জমিনের উত্তরাধিকারী হবে এবং শান্তির প্রাচুর্যের মধ্যে তারা পরমানন্দে থাকবে'। (যবুর-৩৭ : ১-১১)।

একইভাবে আমরা তৌরাতেও দেখতে পাই :

'তুমি তোমার থলিতে ভিন্ন ভিন্ন বাটখারা পাবে না, যার কোনটা ছোট এবং কোনটা বড়। তুমি তোমার বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন চৌহুদ্দি পাবে না, তা সে প্রশস্ত হোক বা সংকীর্ণ। (কিন্তু) তুমি পাবে এক নিখুঁত ও ন্যায্য- মানদন্ড। আর যা হচ্ছে; তোমার প্রভু খোদা তোমাকে যে দেশ দান করেন, উহাতে তোমার দিনগুলো দীর্ঘায়িত হতে পারে। যারা অন্যায় কাজ করে, তারা তাদের প্রভু খোদার কাছে ঘৃণিত' (দ্বিতীয় বিবরণ; ২৫ : ১৩-১৬)

এমতাবস্থায় বিশ্বনেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে আপনার উচিত, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ধারনাকে বাতিল করা, এবং দুর্বলের উপর নিপীড়ন চালানো থেকে বিরত থাকা। তার পরিবর্তে ন্যায়-বিচার এবং শান্তির প্রসার ও উন্নতির জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো। এতে আপনি নিজে শান্তিতে থাকবেন, শক্তি অর্জন করবেন এবং বিশ্ব-শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

এটা আমার আবেদন যে, আপনি এবং অপরাপর বিশ্ব-নেতৃবৃন্দ আমার বার্তাটি বুঝবেন, নিজ অবস্থান উপলব্ধি করবেন এবং আপনাদের দায়িত্বগুলো পালন করবেন। ধন্যবাদান্তে–

**মির্যা মাসরূর আহমদ**

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস।

১৬, গ্রেসেন হল রোড, সাউথ ফিল্ডস, লন্ডন, এসডব্লিউ-১৮ ৫ কিউএল, ইউ,কে।

# ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান-এর প্রেসিডেন্টকে লিখিত পত্র :

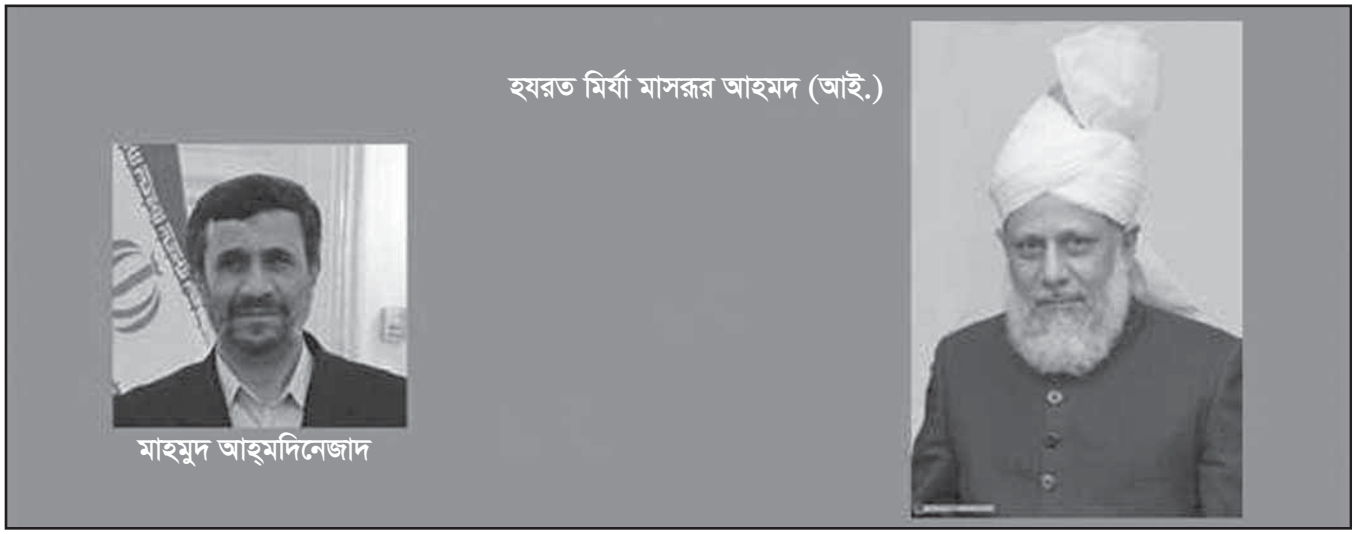


***মাননীয় প্রেসিডেন্ট,***
***ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান–***
***মাহ্‌মুদ আহ্‌মদিনেজাদ, তেহ্‌রান।***

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

আস্‌সালামো আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বিশ্বে উদ্ভুত পরিস্থিতির আলোকে আমি অনুভব করলাম যে, ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি যেহেতু এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার রাখেন, যা আপনার জাতি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভবিষ্যৎকে প্রভাবান্বিত করবে, সেহেতু আমি আপনাকে এই পত্রটি লেখার প্রয়াস পাচ্ছি। বর্তমানে বিশ্বে প্রচন্ড বিক্ষোভ এবং অস্থিরতা বিদ্যমান। কতিপয় এলাকায় ক্ষুদ্র-আকারে যুদ্ধ হচ্ছে, আর অন্যান্য স্থানে, যেখানে বৃহৎ শক্তির অধিকারীরা শান্তি-আনয়নের প্রচেষ্টা করার ভান করছে। প্রত্যেক দেশই একে অন্যকে হয় সাহায্য করার, নয়তো

বিরোধিতা করার কাজে নিয়োজিত, কিন্তু ন্যায়বিচারের প্রয়োজন পুরো হচ্ছে না। বড়ই আফসোস যে, আমরা যদি এখন বিশ্বের সাম্প্রতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখতে পাই যে, আরেকটি বিশ্ব-যুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে। যেহেতু ছোট ও বড় অনেক দেশেরই পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, ঈর্ষা এবং শত্রুতা বেড়েই চলছে। এ ধরনের সঙ্কটাবস্থায় তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ প্রায় হঠাৎ করেই আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে। যেহেতু আপনি অবগত আছেন যে, পারমাণবিক-অস্ত্রের প্রাপ্যতার অর্থ এটাই যে, একটি তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অর্থই হবে একটি পারমানবিক যুদ্ধ। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে এক দুঃখময় পরিণতি। এবং এ ধরণের যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী-প্রভাব ভবিষ্যৎ-বংশধরদেরকে পঙ্গু ও বিকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার দিকে চালিত করবে।

**যে কারণে আমি এই অনুরোধ জ্ঞাপন করছি, তা হচ্ছে, আমি হলাম খোদার সেই পছন্দিত লোকের অনুসারী, যিনি এ যুগে পবিত্রনবী মুহাম্মদ (সা.) এর খাঁটি দাস হিসেবে এসেছিলেন এবং যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হবার দাবী করেন। তাঁর মিশন ছিল মানুষকে খোদার অধিকতর নিকটবর্তী করা এবং মানুষের অধিকারকে আমাদের প্রভূ এবং পথ প্রদর্শক 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' (সা.) যে পন্থায় সমগ্র মানবজাতির কাছে ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করে গেছেন, প্রশংসিত খোদা মুসলিম উম্মাহ্-কে সেই সুন্দর শিক্ষা বুঝতে সক্ষম করুন।**

এটা আমার বিশ্বাস যে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.), যাঁকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যিনি ছিলেন 'রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন'–তাঁর অনুসারী হিসেবে মানবজাতির প্রতি আসন্ন এতবড় দুর্ভাগ্য আমরা আশা করতে পারি না এবং করিও না। এজন্যে আপনার প্রতি আমার এ অনুরোধ যে, **যেহেতু ইরানও বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ-শক্তি, সেহেতু তাদের উচিত তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ ঠেকানোর প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা। এটা এক অনস্বীকার্য সত্য যে, বড় শক্তিধর দেশগুলো দ্বৈত-নীতি অবলম্বন করে থাকে। তাদের অবিচারের কারণে সারা বিশ্বে অস্থিরতা ও অশান্তির কারন ঘটে চলছে। যাহোক, আমরা এ বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে পারিনা যে, কতিপয় মুসলিম দল অনধিকার-মূলক কর্ম করছে, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যহীন। অধিকাংশ বিশ্ব-শক্তিই তাদের কায়েমী-স্বার্থ-চরিতার্থ করতে এগুলোকে ছুতো হিসেবে অবলম্বন করে দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর উপর চরাও হয়ে নিজেদের ফায়দা হাসিল করছে। এ কারণে আমি আপনাকে আর একবার এ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি যে, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর জন্যে আপনি আপনার সব প্রচেষ্টা ও শক্তি কেন্দ্রীভূত করবেন। পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দান করে যে, কোন জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতা যেন ন্যায়পরায়ণ-আচরণ করা থেকে তাদেরকে বিরত না রাখে।** সূরা আল-মায়েদাতে সর্বতো প্রশংসিত খোদা এ নির্দেশ দেন :

'কোন জাতির শত্রুতা, যা তোমাকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছে, তা যেন তোমাকে সীমালঙ্ঘণ করতে প্ররোচিত না করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতায় পরস্পরকে সাহায্য কর, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা করোনা। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই শাস্তিদানে আল্লাহ্ খুবই কঠোর' (৫ : ৫৩)।

একই ভাবে পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের প্রতি আমরা নিম্নরূপ নির্দেশ দেখতে পাই :

'হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সর্বদা ন্যায় বিচার করো। এটাই তাক্‌ওয়ার সবচে' নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবগত আছেন' (৫ : ৯)

অতএব কেবল শত্রুতা এবং ঘৃণার কারণেই অন্যজাতির বিরোধীতা করা আপনার উচিত নয়। আমি স্বীকার করি যে, ইসরাঈল মাত্রাধিক সীমালঙ্ঘন করেছে এবং এর দৃষ্টি ইরানের উপর নিক্ষেপ করেছে। বস্তুত: কোন দেশ যদি আপনার দেশের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, তবে স্বভাবিকভাবেই আপনারও এ অধিকার রয়েছে যে, নিজকে রক্ষা করবেন। যাহোক, কূটনীতি আর মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধগুলোর যতদূর সম্ভব মীমাংসা করা উচিত। এটাই হচ্ছে আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ যে, শক্তি ব্যবহার করার পরিবর্তে সংলাপ ব্যবহার করে সংঘাতের সমাধান করার চেষ্টা করুন। যে কারণে আমি এই অনুরোধ জ্ঞাপন করছি, তা হচ্ছে, আমি হলাম খোদার সেই পছন্দিত লোকের অনুসারী, যিনি এ যুগে পবিত্রনবী মুহাম্মদ (সা.) এর খাঁটি দাস হিসেবে এসেছিলেন এবং যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হবার দাবী করেন। তাঁর মিশন ছিল মানুষকে খোদার অধিকতর নিকটবর্তী করা এবং মানুষের অধিকারকে আমাদের প্রভূ এবং পথ প্রদর্শক 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' (সা.) যে পন্থায় সমগ্র মানবজাতির কাছে ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করে গেছেন, প্রশংসিত খোদা মুসলিম উম্মাহ্-কে সেই সুন্দর শিক্ষা বুঝতে সক্ষম করুন।

ওয়াস্‌সালাম।

**মির্যা মাসরূর আহমদ**
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস,
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান।
[তথ্যসূত্র : রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, এপ্রিল ২০১২]

# জুমুআর খুতবা

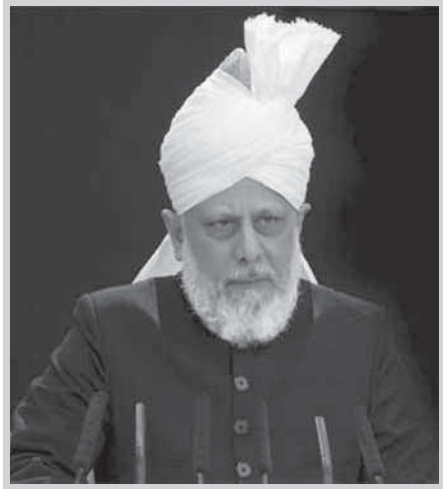

**সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৪ মে ২০১২-এর (৪ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের জীবনের সেসব ঘটনা নির্বাচন করেছি, যাতে সাহাবীদের আবেগ ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাদের সেই আগ্রহ ও আবেগের, যা নিয়ে তাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দেখতে যেতেন।

হযরত মিয়াঁ জহির উদ্দীন সাহেব (রা.) বলেছেন, 'একদিন বসেছিলাম। হঠাৎ আমার মনে কাদিয়ান যাবার দারুন বাসনা জাগল। ভাই জনাব মুনশী সিরাজ উদ্দীন সাহেবকে আমার ইচ্ছার কথা জানালাম। তখন আমার হাতে পথ খরচের জন্য এক পয়সাও ছিল না। ভাই মুনশী সিরাজ উদ্দীন আমাকে এক রূপী দিয়ে বললেন, আমার কাছে এর বেশী নেই, নতুবা আরো দিতাম। তারপর আমি কাজী মনজুর আহমদকে বললাম, আমি কাদিয়ান যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমিও যাব। পরের দিন আমরা উভয়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বাটালা থেকে পায়ে হেঁটে আমরা যোহরের সময় কাদিয়ান পৌঁছলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করে হৃদয় প্রশান্ত হল, আলহাম্‌দুলিল্লাহ্'।

তারপর লিখেছেন, 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ কতই না মজার ছিল। আমরা যখন তাঁর (আ.) কাছে পৌঁছে যেতাম, স্বদেশের কথা আর মনে থাকত না। তাঁকে ছেড়ে যেতে মন চাইত না। সেদিন কাদিয়ান পৌঁছার পর দেখলাম, আমার শ্বশুর কাজী জয়নুল আবেদীন সাহেবও সেখানে। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাক্ষাত পেয়ে পরম আনন্দিত। এ সফরে আমরা কাদিয়ানে চার-পাঁচ দিন কাটালাম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত (আ.)-এর সাথে নামায পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। এটি একান্তই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আমাদের মত দুর্বলদেরকে সেই কল্যাণময় যুগে সৃষ্টি করে কল্যাণময় সত্তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র'।

হাজী মোহাম্মদ মূসা সাহেব বর্ণনা করেছেন, 'সে-যুগে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আমার রীতি ছিল, 'নয়া স্টেশনে' (স্টেশনের সাইকেল নাম) এক জমাদারের কাছে রাবারের টায়ারের একটি সাইকেল রাখতাম। শুক্রবার দিন লাহোর থেকে বাটালা পর্যন্ত ট্রেনে যেতাম। তারপর সেখান থেকে ঐ সাইকেলে করে কাদিয়ান যেতাম। জুমুআর নামাযের পর আবার ঐ সাইকেলে বাটালা, তারপর ট্রেনে লাহোর এসে যেতাম। (প্রত্যেক শুক্রবার তার এটিই রীতি ছিল এভাবে লাহোর থেকে নিয়মিত জুমুআর নামায পড়তে কাদিয়ান যেতেন। বাটালা থেকে কাদিয়ান সাইকেলে ১১/১২ মাইল সফর করতেন অর্থাৎ মোট ২২ মাইল সাইকেলে সফর করতেন'।)

হযরত ডাঃ সৈয়দ গোলাম গওস (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি প্রথমবার ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করলাম। ইতিপূর্বে পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেছিলাম ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে। আমি হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে বললাম, আপনি আমাকে এ জামাতের কোন ওযীফাহ্ বলে দিন (দোয়া বা যিক্‌র, যা আমি প্রত্যহ পাঠ করতে পারব) হযরত মৌলভী সাহেব আমাকে বললেন, আমাদের জামাতের ওযীফাহ্ এটিই যে, তুমি বারবার কাদিয়ান আস। তখন চট করে আমার মনে হলো, কাদিয়ানে বাড়ী করা প্রয়োজন, যেন পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানরা এখানেই বসবাস করতে পারেন। আর ছুটি পেলেই কাদিয়ানে এসে থাকতে পারি। (বাড়ী থাকার সুবাদে ছুটি হলেই যেন কাদিয়ান এসে থাকতে পারি)। অতএব আমার কর্মস্থল পূর্ব-আফ্রিকায় ফিরে গিয়েই হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের নামে ছয় শত রূপী পাঠালাম, যেন আমার জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু তিন বছর পর যখন ফিরে এলাম, তখন মৌলভী সাহেব সেই রূপী আমাকে ফেরত দিয়ে অপারগতা জানিয়ে বললেন, সুযোগ করে উঠতে পারি নি। মৌলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চিলেকোঠায় থাকতেন। রূপী ফিরিয়ে দেয়ার সময় তিনি বললেন, বড় বড় এসব বাড়ি আহমদীদেরই (অর্থাৎ অ-আহমদী হিন্দুদের যে ঘর-বাড়ি ছিল), বিশেষ করে হিন্দু ডেপুটিদের বাড়ির প্রতি ইশারা করেন, যেখানে বর্তমানে আমাদের অফিসগুলো অবস্থিত। তিনি লিখেন, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব একজন শীর্ষস্থানীয় তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তিনি একটি কথা বলেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তা হুবহু পূর্ণ করে দিয়েছেন'। (যাহোক এসব কথা মূলতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা, যা তাদের ঈমানকে এতো দৃঢ় করেছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এসব কিছুই আমরাই পাব এবং আল্লাহ্ তা'লাও তা সত্য প্রমাণিত করেছেন, সেগুলো আমাদের হস্তগত হয়েছে'।)

হযরত মিয়াঁ যহুর উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, 'একদিন মনে মনে নিজেকে বললাম,

হে আল্লাহ্‌র বান্দা! মির্যা সাহেব যদি আসলেই পীর হয়ে থাকেন আর আমরা যদি তাঁকে না মানি, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে? একদিন আমি আমার ফুফাতো ভাই মুনশী আব্দুল গফুর সাহেবকে বললাম, সকালে বা সন্ধ্যায় আমি কাদিয়ান যাচ্ছি। (এটি তাঁর বয়াতের পূর্বের ঘটনা।) তিনি শুনে বললেন, কারো কাছে বলো না, আমিও তোমার সাথে যাব। তাঁর একথা শুনে আমার খুবই ভাল লাগল। পরের দিন প্রত্যুষে আমরা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সম্ভবতঃ গম কাটার মৌসুম ছিল। (অর্থাৎ গম কেটে তা গোলাজাত করার প্রক্রিয়া চলছিল) আমরা দু'জন স্টেশনে পৌঁছে টমটম গাড়িতে উঠে দেখি এক্কাতে আগে থেকেই একজন যাত্রী বসে আছেন, তিনি ছিলেন মিয়াঁ নূর আহমদ কাবলী সাহেব। যাহোক, আমরা এক্কা বা টমটম গাড়ীতে উঠে যোহর নামাযের সময় কাদিয়ান পৌঁছলাম। ওযূ করে আমরা দু'জন মসজিদ মুবারকে গেলাম। মসজিদ মুবারক তখন খুব ছোট ছিল। আমাদের পূর্বেই আরো পাঁচ ছয়জন লোক সেখানে বসেছিলেন। আমি তাদের সবাইকে খুব ভালভাবে দেখলাম (অর্থাৎ মনোযোগের সাথে দেখলাম) কিন্তু আমি যার সন্ধানে ছিলাম, এমন কাউকে তাদের মাঝে দেখতে পেলাম না। (অর্থাৎ তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু যারা বসেছিলেন, তাদের মাঝে কাউকে তেমন দেখাচ্ছিল না।) তিনি বলেন, দশ-পনের মিনিট পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আসলেন এবং সরু সিঁড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছিল, ইনিই সেই সত্ত্বা অর্থাৎ খলীফাতুল মাসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে মসীহ্ মওউদ ভেবেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বললেন, আপনারা বসুন, হুযূর (আ.) আসছেন। (তিনি খুবই বিচক্ষণ ছিলেন, বুঝতে পারলেন, তারা ভুল করছেন তাই বললেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখনই আসছেন।) তাঁর কথা শুনে আমি বসে পড়লাম এবং বুঝলাম, এখন যিনি আসবেন তিনি তাঁর চেয়ে অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর চেয়ে বড়ই হবেন। পাঁচ ছয় মিনিট পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেবক খবর দিলেন, হুযূর (আ.) আসছেন। দু'তিন মিনিট পর মসজিদে মুবারকের জানালা খুলে গেল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদ মুবারকে প্রবেশ করলেন। তখন মনে হচ্ছিল, সূর্য যেন মধ্য গগণে (অর্থাৎ দুপুরের পুরো প্রদীপ্ত সূর্য )। যেমন চেহারা দেখার আকাঙ্খা ছিল, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁকে এরচেয়ে অনেক সুন্দর পেয়েছি। আমরা সবাই, যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, হযরত আকদাসের আগমনে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দাঁড়িয়ে গেলাম। তাঁর পবিত্র জ্যোতির্মন্ডিত চেহারা দেখে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করল এবং সুন্দর থেকে সুন্দর চেহারাসমূহ তাঁর সামনে ম্লান হয়ে গেল।

হযরত শেখ আব্দুল করীম সাহেব বলেন, 'আমি ১৯০৩ সালে লায়েলপুরের হাকীম আহমদ হোসাইন সাহেবের মাধ্যমে আহমদী হয়েছিলাম। যদিও হাকীম সাহেব লাহোরের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি যেহেতু লায়েলপুরে কবিরাজী করতেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন, তাই তিনি লায়েলপুরী নামে খ্যাত। তিনি তার কাজের উদ্দেশ্যে করাচী এসেছিলেন। তার তবলীগেই আমি আহমদী হয়েছিলাম। ১৯০৪ সালে যখন আমি লাহোর গিয়েছিলাম, তখন তার বাড়িতেই বসবাস করেছি। আমি জুমুআ পড়ার উদ্দেশ্যে 'গামটির মসজিদে' গেলাম। তখন সেখানে ঘোষণা করা হল, হুযূর আসছেন, আর তিনি সেখানে একটি বক্তৃতা প্রদান করবেন। অতএব এ ঘোষণা শুনে আমি সেখানে থেকে গেলাম। যখন হুযূর আসলেন, তখন মিয়াঁ মিরাজ উদ্দীন সাহেবের বাড়ির নির্মাণ কাজ চলছিল এবং কয়েকটি কক্ষের নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। হযরত সাহেব সেখানেই অবস্থান করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন এবং সেখানেই জুমুআর নামায আদায় করলেন। হযরত আব্দুল করীম সাহেব খুতবা প্রদান করেছিলেন এবং নামায পড়িয়েছিলেন। আমি পাগল প্রায় হয়ে ঘুরছিলাম যেন কোন না কোনভাবে হযরত আকদাসের সাথে সাক্ষাত লাভ করতে পারি। ইতোমধ্যে ডাক্তার ইয়াকুব বেগ সাহেব আমার হাত ধরে সজোরে সামনে এগিয়ে গেলেন। আমি প্রথম কাতারে হযরত আকদাসের বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি যখন আত্তাহিয়্যাতে বসলাম, তখন নিজের পাপের কথা মনে করে অধিকন্তু হযরত আকদাসের কাঁধে আমার কাঁধ লাগার কথা ভেবে অবলীলায় কেঁদে ফেললাম, এমনকি হিচকি এসে গেল। হযরত আকদাস আমার এ অবস্থা দেখে আমার পিঠে তাঁর স্নেহের হাত বুলালেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। (নামাযের পরে হয়তো হয়ে থাকবে বা নামাযের পূর্বে, মোটকথা আত্তাহিয়্যাতে বসার পরই স্নেহের হাত হয়তো বুলিয়েছিলেন, নামাযের মাঝে নয়, যাহোক এরপর লিখেন) হযরত আকদাস যখন কাদিয়ান যাত্রা করলেন, তখন এ অধমও সফর সঙ্গী হয়ে গেল। কাদিয়ান পৌঁছতেই মামলার শুনানীর জন্য গুরুদাসপুর যেতে হল, আমিও সাথে গেলাম। একবার হুযূর (আ.) আসর নামাযের পর বললেন, 'মানুষ মনে করে, আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি আর বয়আত করে ফেলেছি। আমাদের ক্ষমা লাভের জন্য এটিই যথেষ্ট'। (অর্থাৎ লোকেরা মনে করে বয়আত করে নিলাম তো সমস্ত কার্য সম্পাদন হয়ে গেল।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'প্রকৃত জিনিস হল, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর মাধ্যমে মানুষের তরী পার হতে পারে। আমি কেবল পথ দেখানোর জন্য এসেছি, অতএব আমি পথ দেখিয়ে দিলাম'। এখন আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর সাহায্য যাচনা করা উচিত আর এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করাও আবশ্যক, আর এটিই প্রকৃত বিষয়, যা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে আর ঐ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের মূল উদ্দেশ্য'।

হযরত ছাহেব দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, 'সম্ভবত ১৯০৪ সালের ঘটনা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্বন্ধে লাহোরের আহমদী জামাত খবর পেল যে, হুযূর অমুক গাড়ীতে লাহোর আসছেন। আমরা হুযূরকে স্বাগত জানাতে রেল স্টেশনে গেলাম। সে দিনগুলোতে দুই ঘোড়া চালিত গাড়ির প্রচলন ছিল। আমরা ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুত করে দিলাম। হুযূর যখন গাড়িতে আরোহণ করলেন, আমরা যুবকরা ঘোড়ার গাড়িটিকে নিজেরা টেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে বগি থেকে ঘোড়াগুলো খুলে ফেললাম এবং নিজেরা চালাতে চাইলাম (এটি তখন সাধারণ রীতি ছিল, সচরাচর এমনটি দেখা যেতো, এটি নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে গণ্য হতো) হুযূর (আ.) আমাদের এহেন কাজ দেখে বলেন, 'আমরা মানুষকে উন্নত মানুষ বানাতে এসেছি; মানুষের অধঃপতন ঘটিয়ে তাদেরকে পশুর স্তরে নামাতে আসিনি যে, তারা গাড়ি টানার কাজ করবে'। ভাব এটিই, ছিল শব্দ কিছু কম বেশী হতে পারে। যাহোক আমরা খোদ্দামরা তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম এবং ঘোড়া হুযূরের গাড়ি নিয়ে যাত্রা করল। ঘোড়াকে সামনে জোতে এগিয়ে চললাম। আমি ঝট করে ঘোড়ার গাড়ির পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সারা পথ হুযূরের উপর ছাতা ধরে রাখলাম আর এভাবে ছাতাবাহকের সেবা করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছি। হুযূরের ছাতাবাহক হতে পেরে আমি গর্বিত'।

চৌধুরী গোলাম রসূল সাহেব বসরা বর্ণনা করেন, 'ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের সালানা

জলসার ঘটনা, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানতে পারলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হবেন। সে সময় নিয়ম ছিল, যখন ভীড় বেশী হতো, তখন তাঁর আশেপাশে মানব বন্ধন তৈরি করা হতো। (এই ঘটনা সম্ভবতঃ পূর্বেও আমি কোন স্থানে বর্ণনা করেছি, কিন্তু যাহোক তাঁকে একবার দেখার জন্য সেসব ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং সেবার চেতনা ও প্রেরণা এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়) তিনি বলেন, যখন ভিড় বেশী হয়ে যেত, তখন তাঁর আশেপাশে মানব বন্ধন তৈরি করা হতো। তিনি (আ.) সেই মানব বন্ধনের মাঝে হাঁটতেন। একটি নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে হাত ধরে মাঝখানে তাঁকে ঘিরে রাখতেন, যেন ভিড়ের কারণে তাঁর গায়ে ধাক্কা না লাগে। অতঃপর আমি ও আমার সফর সঙ্গী জামাত আহমদীয়া চাক নম্বর-৯৯ দক্ষিণের আমীর মৌলভী গোলাম মুহাম্মদ গোন্দল, চৌধুরী মিয়াঁ খাঁন সাহেব গোন্দল এবং মরহুম চৌধুরী মুহাম্মদ খাঁন সাহেব গোন্দল-এর সাথে পরামর্শ করেছি, যদি খোদা তৌফীক দেন, তাহলে সকালে যখন তিনি (আ.) প্রাতঃভ্রমণে বের হবেন, তখন আমরা তাঁর চারপাশে মানব-বন্ধন রচনা করবো। আর এভাবে আমরা ভালভাবে হুযূকে দর্শন করতে পারবো। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন এবং দর্শন লাভ করা। সকালে আমরা যখন ফজরের নামায সম্পন্ন করে বের হই, তখন সবাই হুযূরের অপেক্ষায় বাজারে সমবেত হতে আরম্ভ করে। হুযূর কোনদিকে ভ্রমণে বের হবেন নিশ্চিত জানা ছিল না, কিন্তু যেদিক থেকেই আওয়াজ উঠতো, হুযূর এদিকে ভ্রমণে বের হবেন, সবাই পাগলের ন্যায় সেদিকেই ছুটে যেত। কিছু সময় পর্যন্ত এমনই অবস্থা বিরাজমান থাকে। অবশেষে জানা গেল, দক্ষিণ রেতী ছাল্লের দিকে তিনি (আ.) ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হবেন। আমরা যারা আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম, কাপড়- চোপড় পড়ে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। যখনই হুযূর বাইরের দরজায় আসবেন, ঠিক তখনই আমরা হাতে হাত দিয়ে বৃত্ত রচনা করে তাঁকে বৃত্তের ভেতর নিয়ে নিব। আমরা এর জন্য প্রস্তুতই হচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি, একটি বড় দলবল পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি আসছেন। বিশাল জনগোষ্ঠী ছিল আর জনাধিক্যের কারণে আমাদের বাসনা ভেস্তে গেল এবং তারা আমাদেরকে অনেকটা পদপিষ্ট করে এগিয়ে গেল। এত ভিড় ছিল যে, আমরা কাছেই যেতে পারি নি। রেতী ছাল্লে পেড়িয়ে পশ্চিম দিকে একটি লাসোড়ী গাছ (আঠালো ফল বৃক্ষ)। ছিল তিনি সেই লাসোড়ী গাছের নিচে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকেই তিনি মানুষের সাথে মোসাফা বা করমর্দন করতে লাগলেন। কেউ একজন বললো, হযরত সাহেবের জন্য চেয়ার আনা হোক। এতে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তা'লা পূর্বেই আমাকে বলে দিয়েছেন, মানুষ অধিকহারে তোমার কাছে আসবে কিন্তু (এটি পাঞ্জাবী ভাষায় ইলহাম) 'তু আক্কী না আওর থাক্কী না' অর্থাৎ তুমি মানুষের আধিক্যে বা দেখা সাক্ষাতে বিরক্তও হবে না এবং ক্লান্তিও প্রকাশ করবে না'। এভাবে তিনিও সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করলেন।

এরপর ডাক্তার উমর দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, 'হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে মোসাফা বা করমর্দন করার এত আকাঙ্খা ছিল যে, কয়েক বার ভিড়ের ধকল অতিক্রম করে মোসাফা করতাম এরপরও হৃদয় পরিতৃপ্ত হতো না। (কখনো কখনো ধাক্কাও লাগতো, বেশ সমস্যার সম্মুক্ষীণ হতে হতো, কিন্তু তারপরও চেষ্টা-সাধনা করে মোসাফা করার চেষ্টা করতেন'।)

হযরত ডাঃ আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, 'আমি বাটালা হতে কাদিয়ান যাচ্ছিলাম। সে সময় একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ আহমদীও কাদিয়ান যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, কোনো টমটমে আমার জন্য জায়গা হবে কী? আমি বললাম, আপনি আমাদের গাড়ীতে চলে আসুন। (অর্থাৎ তিনি বিনা খরচে তাঁকে নিতে চাইলেন যে, আসুন আমাদের সাথে বসুন জায়গা আছে।) তিনি বললেন, না এভাবে নয়, আমি বিনা পয়সায় যাবো না। আমার কাছে আট আনা আছে, আমি নিজ খরচে কাদিয়ান যাবো। এর দ্বারা আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মাভিমান এবং হাত পাতার প্রতি ঘৃণার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ দারিদ্রের মাঝেও চেষ্টা করে পয়সা সঞ্চয় করতেন এবং বার বার কাদিয়ান আসার চেষ্টা করতেন, যাতে করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে ধন্য হতে পারেন'।

হযরত মিয়াঁ চেরাগ দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, 'হেকীম আহমদ দ্বীন সাহেব যখন হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য লাহোর যাচ্ছিলেন, তখন আমি তার সাথে ঠাট্টা করলাম। হেকীম সাহেব উত্তরে বললেন, তুমি বেশ মানুষ তো! আপনজন হয়েও ঠাট্টা করছো। এ কথা শুনে আমি লজ্জিত হলাম এবং আমার মন গলে গেলো। তার কথা অনুসারে হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমিও যাত্রা করলাম। সে সময় তিনি আহমদী ছিলেন না। আমার বয়আত করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। আমরা যখন খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের ঘরে পৌঁছলাম, তখন জানতে পারলাম, হযরত সাহেব (আ.) অসুস্থ। তাঁকে দেখার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়েছে। হুযূর (আ.)-কে কেউ জানালো, অনেক লোকের সমাগম হয়েছে, তারা হুযূরের দর্শন লাভ করতে চায়। হুযূর (আ.) জানালা দিয়ে মাথা বের করলেন। তার চেহারা দেখে আমি অনুমান করলাম, এ চেহারা কখনোই মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। কাজেই আমি বয়আত করলাম'।

হযরত মালেক নিয়াজ মোহাম্মদ সাহেবের ছেলে মালেক বরকতুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, '১৯০৫ সালে জলন্ধর জেলার রাহুতে অবস্থানকালে আসরের সময় তিনি একটি পোষ্ট কার্ড পেলেন যে, হুযূর (আ.) দিল্লী যাচ্ছেন এবং সকাল আটটা বা নটার ট্রেনে 'ফাগওয়ারাহ্' স্টেশন অতিক্রম করবেন। হাজী রহমতুল্লাহ্ সাহেব এবং চৌধুরী ফিরোজ খাঁন সাহেব আমাকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন, তুমি যুবক মানুষ, এখনই যাও এবং 'কারইয়াম' জামাতকে সংবাদ দাও। অতএব আমি মাগরীবের পরে পায়ে হেঁটে কারইয়াম জামাতে পৌঁছে জামাতের সদস্যদের সংবাদ দিলাম। কয়েকজন আমার সাথেই পায়ে হেঁটে 'ফাগওয়ারাহ্' পৌঁছেন, যা রাহু থেকে ত্রিশ মাইল দূরত্বে ছিল। ওখানে ফজরের নামায পড়লাম। স্টেশনে হাজীপুরের অধিবাসী মরহুম মুনশী হাবীবুর রহমান সাহেবের পক্ষ থেকে জামাতের সদস্যদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং দিনের বেলায় তার পক্ষ থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ট্রেন এসে চলে যাবার পর জানা গেলো, হুযূর (আ.)-এর দিল্লী যাত্রার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে, যে তারিখে আসার কথা ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সে তারিখে আসেন নি। অন্য কোন দিন আসবেন। এ সংবাদে আমরা নিদারুন কষ্ট পেলাম। তিনি লিখেন, ভালবাসার আতিশয্যে অনায়াসে সারা রাত পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছলাম, অথচ এখন আর এক পা চলাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থাৎ সাক্ষাত ও দর্শনের এই পরম ও গভীর আগ্রহ ছিল, যার প্রেরণায় রাতারাতি আমরা কয়েক মাইল সফর করি। কিন্তু এখন যখন দেখলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসছেন না, তখন পায়ে যে ফোস্কা পড়েছে, তা মনে পড়তে লাগল, মর্মপীড়াও হলো। ফেরার পথে এ কষ্টের কারণে ঘোড়ার গাড়ীতে করে ফেরত আসি'।

হযরত মুনশী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, 'এটি তার আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বের ঘটনা। তিনি বলেন, আমি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, তখন লাহোরে হানাফী ও ওহাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ধর্মীয় বিতর্ক

হত। আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলাম, ওহাবীদের মসজিদে যাবার ইচ্ছা হল। এজন্য আমি 'চিনিয়া' মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম। আমি যখন তাদের মসজিদে বসে বুঝলাম যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলে না, তখন আমি আহ্‌লে হাদীসের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। কখনো কখনো ওহাবীদের মজলিসে হযরত সাহেবের কথাও উঠত যে, তিনি কাফির এবং তাঁর মসীহ্ হবার দাবী ইসলাম বিরোধী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্বভাবতঃই আমার এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হল। চাবুক সাওয়ারা গলির একজন আহমদী ছিলেন হযরত ওলীউল্লাহ্ সাহেব, পিতা-বাবা হিদায়াতুল্লাহ্। আমি তার কাছে যাওয়া শুরু করলাম এবং তার কাছ থেকে হযরত সাহেব সম্পর্কে কিছু জানতে পারলাম। তিনি আমাকে ইস্তেখারা করার পরমর্শ দিলেন। তার কাছ থেকে ইস্তেখারা করার পদ্ধতি শিখে ও ইস্তেখারার দোয়া মুখস্ত করে ইস্তেখারা করলাম। পরদিন রাত দু'টোর সময় আমি ইস্তেখারার দোয়া পড়ে শুয়েছি মাত্র, স্বপ্নে আমাকে একজন বললেন, আপনি উঠে নতজানু হয়ে বসুন। কেননা এখনই আপনার কাছে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) আসবেন। আমিও সিঁড়ি থেকে কারো আরোহণের আওয়াজ শুনলাম। এরপর আমি স্বপ্নের মধ্যেই দুই জানুর উপর বসে পড়ি। আমি দেখলাম, অত্যন্ত সাদা ধবধবে পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি আসলেন এবং তিনি এক হাতে মির্যা সাহেবকে ধরে আমার সামনে দাঁড় করালেন এবং বললেন, "হাযার্ রাজুলু খলীফাতুল্লাহি ওয়াসমাঊ ওয়া আতিঊ"। অর্থাৎ ইনি আল্লাহ্‌র খলীফা, তাঁর কথা শোন এবং তাঁর আনুগত্য কর। এরপর তিনি চলে যান এবং হযরত সাহেব আমার পাশে দাঁড়ান এবং তাঁর এক আঙ্গুল নিজের বুকে স্পর্শ করে পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, {তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঞ্জাবী ভাষায় বলতে শোনেন} "আয়হুরব খলীফা কীতা আসনু মাহদী জানু"। এ ব্যক্তিকেই প্রভু খলীফা বানিয়েছেন, তাকে মাহদী বলে বিশ্বাস কর। এরপর একটি কবিতার চারটি পঙক্তি পড়েন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। এর অর্থও ছিল, আমি মসীহ্ মওউদ। এরপর আমি সজাগ হয়ে গেলাম। সকালে আমি স্কুলে যাবার পরিবর্তে কাদিয়ান রওয়ানা হলাম। বাটালা পর্যন্ত গাড়ী ছিল এবং প্রায় সন্ধ্যাবেলা তা সেখানে পৌঁছতো। আমি বাটালা পৌঁছে সেখানকার ষ্টেশনের সামনের ছোট মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। মাগরীবের নামায পড়ছিলাম। তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কোত্থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন? আমি বললাম, লাহোর থেকে এসেছি এবং কাদিয়ান যাব। তারা হযরত সাহেবকে অনেক গালি-গালাজ করল এবং আমাকে সেখানে যেতে বারণ করল। যখন আমি জোরালো ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম, তখন তারা আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দিল। আমি ষ্টেশনে আসলাম। কিন্তু কিছু লোক ষ্টেশনেও আমার পিছু নিল এবং আমাকে বার বার কাদিয়ান যেতে নিষেধ করল। আমাকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করল। আমাকে বলল, তুমি যদি ছাত্র হয়ে থাক তবে আমরা তোমাকে এখানে বড় মিয়াঁর কাছে রাখব এবং তোমার পোষাক ও থাকার ব্যবস্থাও করব। কিন্তু আমি বললাম, আমি লাহোরে পড়াশুনা করছি তাই আমার এখানে পড়াশুনার প্রয়োজন নেই। আমি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান যাচ্ছি। এতে তারা প্রবল বিরোধিতা শুরু করে, কিন্তু আমি ভ্রুক্ষেপ না করে সন্ধ্যার পরই কাদিয়ান অভিমুখে যাত্রা করি। বিদঘুটে অন্ধকার ছিল। রাতের অনেকটা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল আর রাস্তাও ছিল অপরিচিত। আমি ভুলবশতঃ একটা জ্বলন্ত বাতি দেখে মাসানিয়া চলে গেলাম। (এটি কাদিয়ানের দিকেই অন্য একটা জায়গা ছিল।) সেখানে এশার নামায হয়ে গেছে। একজন মসজিদে বসে যিক্‌রে এলাহী করছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাবেন? আর কোত্থেকে এসেছেন? আমি বললাম, লাহোর থেকে এসেছি। হযরত মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। তিনি উত্তরে বললেন, এটা মাসানিয়া, কাদিয়ান নয়। কাদিয়ান এখান থেকে দূরে। আপনি এখানে ঘুমিয়ে পড়ুন। ভোরে যাবেন, কেননা রাস্তা ভাল নয়। কাজেই আমি সেখানেই মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম আর চার্‌টার সময় যখন চাঁদ উঠলো (লেইট নাইট বা রাতের শেষ প্রহর, পূর্ণিমা ছিল)। চাঁদ উঠার সাথে সাথে আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিন। তিনি আমাকে ওয়াডালা পর্যন্ত ছেড়ে গেলেন আর আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। খালের পাড়ে আমি ফজরের নামায পড়ি। আর সূর্য উঠার প্রায় এক ঘন্টা পর কাদিয়ান পৌঁছি।

কাদিয়ানের চত্তরে গিয়ে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করি, বড় মির্যা সাহেব কোথায়? সে আমাকে বলল, তিনি গোসল করে সামনের বড় ঘরে বিছানায় বসে হুক্কা পান করছেন। (মির্যা নিযাম উদ্দীনের দিকে ইঙ্গিত করছিল) বলছেন, আমি একথা শুনে যখন সামনে অগ্রসর হলাম, তখন দেখি একজন বয়স্ক মানুষ গোসল করে আসনে বসে আছে, এখনও তার শরীর ভিজা আর তিনি হুক্কা পান করছেন। আমার খুবই ঘৃণা জন্মালো এবং আক্ষেপ হলো যে, কেন কাদিয়ান আসলাম (অর্থাৎ এত কষ্ট করেছি, এত পরিশ্রম করলাম, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কাদিয়ান এসে এই লোককে দেখছি!) তিনি বলছেন, আমি নিরাশ হয়ে ফেরত যাচ্ছিলাম। (আল্লাহ তা'লা পথ প্রদর্শন করার ছিল) পথের মোড়ে আমি শেখ হামেদ আলী নামে এক ব্যক্তির সাক্ষাত পাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কার সাথে সাক্ষাত করতে চান? আমি বললাম, যার সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছি, তাকে দেখেছি আর এখন আমি লাহোর ফেরত যাচ্ছি। আমার একথা শুনে তিনি বলেন, আপনি কি মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করার জন্য এসেছেন? তাহলে উনি ঐ মির্যা সাহেব নন। যার সাথে আপনি সাক্ষাত করে এসেছেন, তিনি অন্য একজন। আমি আপনাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি প্রাণ ফিরে পেলাম, আশ্বস্ত হলাম। হামেদ আলী সাহেব আমাকে বললেন, আপনি একটি চিরকুট লিখে দিন, আমি ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতে আমি সংক্ষেপে লিখি, আমি একজন ছাত্র, লাহোর থেকে এসেছি, সাক্ষাত প্রত্যাশী। আর আজই ফেরত যাবার ইচ্ছা রাখি। হুযূর (আ.)-এর উত্তরে বলে পাঠালেন, অতিথিশালায় অবস্থান করুন, খাবার খান, যোহরের নামাযের সময় সাক্ষাত হবে। আমি এই মুহূর্তে একটি বই লিখছি। {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, এই মুহূর্তে আমি একটি পুস্তক রচনা করছি আর এর বিষয়বস্তু আমার মাথায় রয়েছে। এখন যদি সাক্ষাতের জন্য আসি, তাহলে হয়তো এ বিষয়টি আমার মাথা হতে বেরিয়ে যেতে পারে; তাই আপনি যোহরের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।} কিন্তু এই উত্তরে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। আমি দ্বিতীয়বার হুযূরকে লিখি, আমি পুরো রাত অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছি, আর দর্শন লাভ করতে চাই। আল্লাহ্‌র খাতিরে আমাকে এখনই সাক্ষাতের সম্মানে ভূষিত করুন। তখন হুযূর (আ.) মাই দাদীকে বললেন, তাকে মসজিদ মুবারকে বসাও, আমি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসছি। আমাকে সেখানে হয়তো পনের মিনিটের মত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এরপর হুযূর মাই দাদীকে বলে পাঠালেন, তাকে এদিকে ডেকে নিয়ে আস। হুযূর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গলির দিকে আসলেন আর আমিও (বিপরীত দিক থেকে) গলিতে পৌঁছলাম। দূর থেকে হুযূরের

প্রতি যখন আমার দৃষ্টি পড়ল, দেখলাম এটি সেই চেহারা যা স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমাকে যে ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছিল, বাস্তবেও সেই চেহারাই ছিল। হযরত সাহেবের হাতে লাঠিও ছিল এবং পাগড়ীও পরিধান করা ছিল; অবিকল সেই চেহারাই ছিল। যদিও এর পূর্বেই আমি দাদীর মাধ্যমে জানতে পারলাম, হযরত সাহেব জামা খুলে উপবিষ্ট আছেন কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দিব্যদর্শনের দৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন, তাই হুযুর যেই পোশাক পরিধান করেছিলেন, তা অবিকল সেটিই ছিল, যা আমি দিব্যদর্শনে দেখেছিলাম। আমি হযরত সাহেবের দিকে যাচ্ছিলাম আর হযরত সাহেব আমার দিকে আসছিলেন। গোল কামরার একটু সামনে আমার এবং হযরত সাহেবের সাক্ষাত হয়। আমি হযরত সাহেবকে দেখেই চিনতে পারলাম, ইনিই সেই বুযূর্গ এবং সত্যবাদী, যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। কাজেই আমি হুযূরকে জড়িয়ে ধরলাম এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। আমি বুঝতেই পারলাম না, আমার সেই কান্না কোথা থেকে এলো আর কেন এলো। কিন্তু আমি অনবরত কয়েক মিনিট কাঁদতেই থাকলাম। হুযূর আমাকে বললেন, ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন। যখন আমার কান্না একটু থামলো এবং চৈতন্য ফিরে পেলাম, তখন হুযূর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম লাহোর থেকে। হুযূর বললেন, কেন এসেছেন? আমি বললাম দর্শনের জন্য এসেছি। হুযূর বললেন, কোন বিশেষ কাজ আছে কি? আমি পুনরায় বললাম শুধু দর্শনই আমার উদ্দেশ্য। হুযুর বললেন, কিছু লোক বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে দোয়া করানোর জন্য আসে। আপনার এমন কোন বিশেষ বিষয় আছে কী? আমি বললাম, 'আমার এমন কোন বিশেষ বিষয় নেই। (এটি সম্ভবতঃ হযরত সাহেব এজন্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে যুগে হুযূর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন। যাতে লিখা ছিল, কিছু লোক আমার কাছে নিজ স্বার্থের জন্য দোয়া করাতে আসে।) কিন্তু আমার এ কথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। মুবারকবাদ জানালেন, কেননা আমার উদ্দেশ্যই ছিল তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর দর্শন লাভ।

হযরত মালেক গোলাম হোসেন মুহাজির সাহেব বর্ণনা করেন, আমার নিজ অঞ্চলে ফিরে যাবার দু'মাস পর পুনরায় কাদিয়ান আসার আগ্রহ জাগলো। হাতে টাকা পয়সা ছিল না, কিন্তু মন চাচ্ছিল যেতে, (ভাবলাম) যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয়, তবুও যাওয়া দরকার। আমার কাছে দুই রূপী ছিল। গাড়ী থাকা সত্ত্বেও আমি পায়ে হেঁটে রুহ্‌তাস থেকে জেহলম আসলাম। তারপর ভাবলাম, সামনেও পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত। জেহ্‌লমের পুল অতিক্রমের সময় অশ্বারোহী সেনাদলের চার পাঁচজন সিপাহী দেখলাম, যাদের কাছে দু'টি করে ঘোড়া ছিল। আমি তাদেরকে বললাম, আমাকে ঘোড়া দাও। তারা বলতে লাগলো, তুমি গুজরাতী , তাই ভয় হয়, কোথাও আবার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে না যাও। যাহোক আমি বললাম, আমি জেহলাম জেলার অধিবাসী। রুহ্‌তাস থেকে এসেছি। তারা বিশ্বাস করলো না কিন্তু আমি তাদের সাথে ছিলাম, কেননা তারাও রাতেই সফর করছিল। যখন দু'জন সিপাহী মাড়ালা নামক স্থানে নামলো, তখন আমিও সেখানে বিছানা বিছালাম। একজন শিখ বললো, মিয়াঁ! তুমি কেন আমাদের পিছু ছাড়ছো না? (তাদের মধ্যে একজন শিখও ছিল) তোমার ব্যাপারে আমরা সঙ্কিত। মাঝ রাতে তারা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলো। আমিও তাদের সাথে যাত্রা করলাম। পুনরায় তাদের একজন বললো, আমাদের আশংকা রয়েছে যে, কোথাও তুমি আমদের ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে না যাও। আমি বললাম, তাড়াতাড়ি যেতে চাই, আর আমার সঙ্গীর প্রয়োজন, তাই তোমাদের সাথে যাচ্ছি। একজন শিখ বললো, ভাল মানুষ মনে হয়। তাকে ঘোড়া দিয়ে দাও। অতএব তিন মাইল আমি ঘোড়ায় চড়ে পথ পাড়ি দিলাম। রাতে উযিরাবাদে পৌঁছলাম। পুল অতিক্রমের পয়সাও তারা দিলো এবং রাতের খাবারও তারা খাওয়ালো। (অর্থাৎ সেখানে মনে হয় টোল-ট্যাক্স দিতে হতো, তাও তারা দিলো, রাতের খাবার খাওয়ালো)। রাত একটার সময় পুনরায় প্রস্তুতি নিলো এবং আমাকে ঘোড়া দিয়ে দিল। দ্বিতীয় রাতে 'কামুকি' বা 'মুরিদকে' নামক স্থানে আমি অবস্থান করি। সেখানে পুনরায় তারা আমাকে খাবার খাওয়ালো। অতঃপর সমস্ত রাত হাঁটার পর সকাল সাত বা আটটার সময় লাহোর পৌঁছি। (এটি খুব সম্ভব এক থেকে দেড়শত মাইলের দুরত্ব হবে)। লাহোর পৌঁছানোর পর যেহেতু তাদের পথ ভিন্ন ছিল, তাই তারা আলাদা হয়ে যায়। লাহোর থেকে সকাল এগারটার সময় গাড়ী ছেড়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছলাম ৮ টায় তাই ভাবলাম, তিন ঘন্টা অপেক্ষা করবো কেন? (কাদিয়ান যাবার অদম্য বাসনা ছিল, তিন ঘন্টা কি অপেক্ষা করব, তাই আমি পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম)। দেড় ঘন্টায় জালো ষ্টেশনে পৌঁছাই। ষ্টেশনে গাড়ী সম্পর্কে জিজ্ঞস করে জানা গেলো পৌনে বারটায় গাড়ী ছাড়বে। পুনরায় হেঁটে যাত্রা করো আটারী স্টেশনে পৌঁছাই। স্টেশনে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, গাড়ী আসতে সোয়া একঘন্টা দেরী আছে। ভাবলাম, অপেক্ষা করে কী হবে! পুনরায় পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। তখনো খাসা স্টেশন দুই মাইল দূরে ছিল। ইতোমধ্যে গাড়ী চলে যায়। যখন খাসা স্টেশনে জিজ্ঞাসা করলাম, জানা গেল, পরবর্তী গাড়ী সন্ধ্যা সাতটায় আসবে। আমি পুনরায় পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হলাম আর সন্ধ্যার পূর্বেই অমৃতসর পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমাদের শহরের এক শেখের বাড়ীতে রাত কাটাই। সকালে সেখান থেকে ছয় আনা ভাড়া দিয়ে গাড়ীতে চড়ে বাটালা পৌঁছাই। এরপর বাটালা থেকে পায়ে হেঁটে বিকাল চার/পাঁচটার সময় কাদিয়ান পৌঁছাই। দ্বিতীয় দিন সকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করি। চার-পাঁচদিন আরামেই অতিবাহিত করি অতঃপর অনুমতি প্রার্থনা করি। নিবেদন করি, আমরা শৈশবে দোয়া করতাম, হে আল্লাহ্! ইমাম মাহদী আবির্ভূত হলে তাঁর সৈনিক হবার সুযোগ দিও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফরের পুরো বৃত্তান্ত শুনালাম যে, কীভাবে আমি বেশিরভাগ রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছি, মাঝে কেবল সামান্য পথ ঘোড়ায় পাড়ি দেই। তিনি বলেন, এ কথাগুলো শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আপনি দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন'। তিনি (আ.) আরো বলেন, আপনি কোন কাজ জানেন কী? আমি বললাম হুযূর রুটি বানানো ছাড়া আর কোন কাজ পারি না আর তাও অতি সামান্য। তিনি (আ.) বললেন, নাম লিখিয়ে রাখুন, প্রয়োজন হলে ডেকে নিব। অতঃপর আমি নাম লিখিয়ে দেই 'গোলাম হোসেন, গ্রাম: রুহ্‌তাস, জেলা: জেহলম'।

এ হচ্ছে সেসব ব্যক্তির ঘটনাবলী যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের গভীর আকাঙ্খা রাখতেন আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা বহু কষ্ট সহ্য করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে থেকে তারা যে কল্যাণরাজি লাভ করেন এবং ঈমানে তাঁদের যে উন্নতি হয়েছে, তার তুলনায় এসব কষ্ট ছিল অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এসব ঘটনা শ্রবণ করে কেবল এর স্বাদ গ্রহণকারী না হই বরং প্রতিটি ঘটনা যেন আমাদের ঈমানের উন্নতির কারণ সাব্যস্ত হয়। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

# কেন আহমদী হলাম

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

(শেষ কিস্তি)

কেননা বর্তমান যুগে খ্রীষ্ট-ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রচার-কার্য নাই। কথার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন-এমন কয়েকজনের নামও করতেন তারা। তাদের মধ্যে আমার সুপরিচিত এবং আত্মীয় জনাব মির্জালী আকন্দ বি.এস.সি সাহেব একজন। তাদের প্রশংসাও করলেন পঞ্চমুখে। দোষের মধ্যে এইটুকুই বললেন যে, কাদিয়ানী-ধর্ম গ্রহণ করে খুবই খারাপি করে ফেলেছেন। জনাব মির্জালী আকন্দ সাহেবের কথা শুনে ভাবলাম, যা হউক তিনি যখন খৃষ্টান, তখন তার কাছ থেকে খ্রীষ্ট-ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জানতে পারবো। খুব ভালই হলো, একজন স্বদেশী খৃষ্টান বন্ধু মিলে গেল। জনাব মির্জালী আকন্দ সাহেবকে খৃষ্টান ভেবেই ঢাকায় এসে সর্বপ্রথমে আমি তাঁর বাসায় গেলাম। তখন তিনি থাকতের ঢাকেশ্বরী কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার জে, ৩নং বাসায়। তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘানিয়ে এসেছে। সেদিন তাঁর বাসায় রাত-যাপন করলাম। কিন্তু কোন প্রকার আলাপ আলোচনা হলো না তার সাথে।

সকাল বেলায় তখনও আমি শুয়ে আছি। চেয়ে দেখি মির্জালী সাহেব 'আল্লাহু আকবার'-ফজরের নামায পড়ছেন। তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখে আমার মনে খটকা লাগলো যে, এ আবার কেমন ধারার খৃষ্টান, খৃষ্টানগণ তো এমন ভাবে নামায পড়ে না। তিনি নামায পড়েই বের হয়ে কোথায় চলে গেলেন জানি না। মনের খটকা যেন ক্রমশ: প্রকট হতে লাগলো আমার। ভাবলাম, এর একটা মীমাংসা না করে কলকাতা বা বোম্বে যাব না। হাত মুখ ধুয়ে চা-নাস্তা খেয়ে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। চেয়ে দেখি টেবিলের উপর এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে বেশ কয়েকটি পুস্তক। একট পুস্তক টেনে নিলাম। পুস্তটির নাম হাদীসুল মাহ্‌দী। লিখেছেন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব। আরবি উর্দু লিখা আমি পসন্দ করতাম না। অর্থাৎ তখন আমি কুরআনকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তাই উক্ত পুস্তকে আরবি উর্দুর সমাবেশ দেখে আমরা মন বসতে চাইল না উক্ত পুস্তকের ভিতর। আনমনাভাবে শুধুই ওলট পালট করে যেতে লাগলাম। আরেকবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এমন একটি জায়গায়, যেখানে পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আ.) এর মৃত্যু প্রমাণ করা হয়েছে।

শেষ যুগে যাঁর আগমন করার কথা আছে, তিনি খ্রীষ্টানদের যীশু (ঈসা আ.) নহেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত থেকেই উম্মতি-নবী আবির্ভত হবেন। উক্ত পুস্তকে হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে প্রথমত: আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। কেননা এযে নতুন কথা। চোখটাকে ভাল করে কচলিয়ে নিলাম। ভুল-টুল তো দেখেছি না? এই জীবন্ত কথা পেয়ে আমি হতভম্বের মত হয়ে গেলাম। একি স্বপ্ন না সত্য? আমি স্বর্গে আছি অথবা মর্তেই বসে আছি? এই পথই যে মুসলমান জাতিকে জিন্দা-জাতিতে পরিণত করে।

এই পথই যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে চির জীবন্ত রাখে এবং তাঁর উম্মতগণকে জিন্দা করে। মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.) মরে গিয়ে মদীনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন, আর খৃষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আ.) চতুর্থ আসমানে সশরীরে জীবিত আছে, একথা অবলম্বনেই তো লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গেছে, যার মধ্যে বহু আলেম ওলামাও রয়েছেন। আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো আরো জানান জন্য। কলকাতা বা বোম্বে যাওয়া হলো না। উক্ত পুস্তকের নামখানা নোট করে ফিরে এলাম বাড়ী। তখন মৌলবী মরহুম আবু সুসা সাহেব, ভূতপূর্ব মোয়াল্লেম, মৌলবী আবু তাহের সাহেব, সদর মোয়াল্লেম, আরো অন্যান্য ভ্রাতাগণ ত্রিপুরারাজ্যের বাল্লা নামক স্থান থেকে হিজরত করত: সবে-মাত্র কটিয়াদী এসেছেন, কিন্তু আমার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্যেশ্যেই আমি কটিয়াদী গেলাম। চা পানের উদ্দেশ্যে আমি কোন এক চায়ের ষ্টলে বসেছি। এমন সময় ষ্টলের মালিক বলে উঠলো, 'আপনার বন্ধু মেন্দী মিয়া কাদিয়ানী হয়ে গেছে। নাম তাঁর শামসুল হক, ডাক নাম মেন্দি মিয়া। তিনি অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কটিয়াদী বাজার ছিলো তার হাতের মুঠোয়। মেন্দি মিয়া কাদিয়ানী হয়ে গেছে শুনে, সাইকেল যোগে আমি তার বাড়ী গেলাম, তখন বেলা দুটো। মেন্দি মিয়া তার খানকার সামনে আম গাছের ছায়ায় জায়নামায পেতে যোহরের নামায পড়ছিলেন।

আমি তাকে নামায পড়তে দেখে অবাক হলাম। নামায শেষে করে ছালাম ফিরিয়ে তিনি আমাকে বললেন, কি দেখছো? সেই মেন্দি মরে গেছে। অর্থাৎ তিনি তার পূর্ববর্তী নোংরা চরিত্রকে ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়েছেন। তখন আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছিলো হালুয়া পাড়া। প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরুহুম কুদরত উল্লাহ্ মুন্সী সাহেব। মেন্দি মিয়ার বাড়ী থেকে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে উভয়ে গেলাম হালুয়া পাড়া। উদ্দেশ্য হাদীসুল মাহ্‌দী পুস্তকটি সংগ্রহ করা। জনাব মেন্দি মিয়া জনৈক আহমদী ভ্রাতার নিকট থেকে 'হাদীসুল মাহ্‌দী' পুস্তটি সংগ্রহ করে আমাকে দিলেন। পুস্তকটি নিয়ে আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন রাত্রি আটটা। আমি মনোযোগের সহিত বহুবার পাঠ করলাম পুস্তটি। খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আ.) এর মৃত্যুর অকাট্য প্রমাণ তো পবিত্র কুরআন পড়ে পেলাম, কিন্তু এই ব্যক্তি, অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত আখেরী যামানার ইমাম মাহ্‌দী ও

মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী করেছেন, তাঁর সত্যতা নিরূপন করি কিরূপে, এ সমস্যার সমাধান আমাকে কে করে দিবে?

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে দু'হাত তুলে মাহন আল্লাহ্ তাআলার দরবারে করণা ভিক্ষা করলাম। হে দয়ালু প্রভু? তোমার এ অধম বান্দাকে তোমার সরল এবং সঠিক পথে চালিত কর এবং ভ্রান্ত পথ থেকে তুমি অধম দাসকে ফিরিয়ে রাখ। এই ব্যক্তি (হযরত মিয়া গোলাম আহমদ (আ.) সত্যই তোমার প্রেরিত ইমাম মাহ্দী কিনা, আমাকে চিনিয়ে দাও। কায়মনোবাক্যে তিন বার এমনিভাবে বলে আমি শুয়ে পড়লাম। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন এই অধমের ডাক শুনলেন, শুধু শুনলেনই না, এই অধমের সাথে কথাও বললেন। গভীর নিশীথে স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন প্রশস্ত বহু পুরাতন কংক্রিট রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি।

উক্ত রাস্তাটি অর্দ্ধাংশ লম্বালম্বীভাবে অবর্জনীয় পরিপূর্ণ, বাকী অর্দ্ধাংশ লম্বালম্বীভাবে সদ্য পরিস্কার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি যেন পরিস্কার অংশটুকু দিয়ে যাচ্ছি। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি একটি সুগভীর খাল কিন্তু খালটি উত্তীর্ণ হয়ে অপর পারে যাওয়ার কোন সেতু বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। আমি যেন মহাসংকটে পতিত হলাম, কিরূপে খালটি পাড় হই। হাঠাৎ আকাশ থেকে শব্দ হলো, যেন আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, "কোন ভয় নেই এগিয়ে চলো" শব্দটি আকাশ থেকে উঠে ঘন্টা ধ্বনির মত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। অত:পর কিরূপে যে আমি খালটি অতিক্রম করলাম জানি না। অপর পাড়ে গিয়ে দেখি বহুতলা বিশিষ্ট অনেক পুরাতন প্রকান্ড একটি বিল্ডিং। অযত্নে ও অবহেলায় যেন তার ইট, পাথর, দরজা, জানালা ইত্যাদি খসে পড়ে যাচ্ছে এবং আবর্জনাপূর্ণ হয়ে গেছে। আবার যেন হাজার হাজার রাজমিস্ত্রী তুমুল আনন্দে তার মেরামত কাজে লেগে গেছে। তার দুদিন বা তিন দিন পর স্বপ্নে দেখলাম, মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে। হুযূর (সা.) এর বয়স যেন পঞ্চাশ কিংবা ষাট। জ্যোতির্ময় চেহারা, অতি সুন্দর পাকা দাড়ি। যেন তিনি বেহেশ্তে থেকেও কি এক চিন্তার কারণে নিদ্রা যেতে পারেন নি। এতদিনে তাঁর সেই কাজ যেন কারো দ্বারা সামাধা হচ্ছে, তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছেন। অত:পর স্বপ্নে দেখলাম ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে। যেন একটি প্রকান্ড মাঠ। কিন্তু মাঠের মধ্যে শুধু গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর পাল। মাঝে মধ্যে বহু দুরে দুরে দন্ডায়মান দেখতে পেলাম মুষ্টিমেয় মানুষকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আগমন করেছেন তজ্জন্য সেখানে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর কারুকার্য খচিত একটি সামিয়ানা টানানো হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেন ফেরেশ্তা সহকারে ভীড় ঠেলে এসে আমার সাথে করমর্দন করলেন। উপরোক্ত স্বপ্নে পশুকূলের মধ্যে বহু দূরে দূরে এক একজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকার তাবির এই যে, মানবজাতি আজ পশুত্বের সর্ব নিম্ন-স্তরে নেমে গেছে। যাঁরা আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে গ্রহণ করছেন, তারাই কেবল মু'মিন-মুত্তাকী হিসেবে আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি বান্দা। তবুও আমি বয়আত গ্রহণ করিনি।

বিভিন্ন তফসীর আঁওড়াতে লাগলাম। অত:পর একদিন স্বপ্তে দেখলাম, আমি যেন পবিত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছি। যহরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমার সম্মুখ দিয়ে দ্রুত পদে যেন কোথায় যাচ্ছেন। আমার সামনে এসে তাঁর ডান হস্ত উপরের দিকে উঠিয়ে না-সূচক অঙ্গুলি সংকেত করলেন। এর অর্থ হলো, পবিত্র কুরআন শুধু মৌখিকভাব পাঠ করলেই চলবে না, বোধগম্য ভাষায় পাঠ করতে হবে। এই স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যে ছবি দেখছিলাম, তা তাঁর 'আল ওসীয়্যত পুস্তিকার' ছবির সাথে হুবহু মিলে যায়। এরপর স্বপ্নে দেখলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল হযরত হেকিম মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.)কে। স্বপ্নে তাঁকে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) বলে মনে হয়েছিল আমার। দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)কে স্বপ্নে দেখি পাগড়ী পরিহিত নূরানী চেহারায়। এরপরেও যখন আমি বয়আত গ্রহণ করতে ইতস্তত: করছিলাম, তখন কোন কারণবশত: আমি ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম। রাত্রে শুয়ে আছি ষ্টেশনের পেছনের দিককার গেষ্ট হাউজে। স্বপ্নে দেখি, আমার মরহুম পিতা যেন একটি ডান্ডা হস্তে আমায় খুঁজছেন, যেন আমি তাঁর অবাধ্য হচ্ছি। অর্থাৎ তিনি আমাকে শীঘ্র বয়আত গ্রহণ করতে তাগিদ করছেন। তখন আমি চিন্তা করলাম, বয়আত গ্রহণ করার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে। সেদিন শুক্রবার। বুকের ভিরত থেকে কে যেন বলে উঠলো, খোদা তোমার খোদা, নাকি সমাজ তোমার খোদা? আল্লাহ্ তাআলার বহু জলন্ত নিদর্শন পেয়ে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবীকে সত্য জেনে, বুঝে স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে ১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে বয়আত গ্রহণ করলাম। এজন্য সকল প্রশংসা মহান প্রভু আল্লাহ্ তাআলারই। এখন আমি বলতে পেরেছি যে, কিসে আমি সৌভাগ্যবান। জীবনে আল্লাহ্ তাআলার বহু নিদর্শন দেখেছি উপরোক্ত নিদর্শনাবলী হলো আহমদীয়াত জীবনের প্রথম।

আসল কথা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা একজন আছেন। তিনি চিরঞ্জীব। বান্দার ডাক তিনি শুনেন ও বান্দার ডাকে উত্তর দিয়ে থাকেন, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। গর্ব অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদিকে অন্তর থেকে ধুয়ে-মুছে নির্মল-নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র-অন্তরে তাঁকে ডাকার মত ডাকতে হবে। তবেই তিনি সে ডাকের উত্তর দিয়ে থাকেন। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ এই যে, আল্লাহ্কে মানতে হবে, রসূল (সা.)কে মানতে হবে এবং যুগ ইমামের নিকট বয়আত করে চলতে হবে।

শুধু আল্লাহ্ মানি, রাসূল (সা.)কে মানি, কিন্তু যুগ ইমামের এতায়াত করি না, তাতে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্র রজ্জুকে (খিলাফতকে) শক্তভাবে ধারণ করবে এবং শুধু আল্লাহ্রই ইবাদত করবে, তারাই হবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিনদেরকে মহা পুরস্কার দিবেন।" (সূরা নিসা)

আমার জীবনে এমন এক দিন ছিল, যে দিন কুরআনের আরবি অক্ষর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম শুনলে আমি নাক ছিটকাতাম। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা এই অধম দাসের প্রতি রহমতের বারিবর্ষণ করেছেন। এখন আমি আল্লাহ্ তাআলার একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে প্রাণ অপেক্ষা ভালোবেসে তাঁর প্রতি ঈমান রাখি, আল্লাহ্ ও হযরত রাসূল করীম (সা.) এর নির্দেশ মত যুগ ইমামের এতায়াত করে চলি। এমন কোন দিন আমার যায় না, যেদিন বোধগম্য ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত না করি এবং এমন কোন রজনী আমার যায় না যে রজনীতে মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দুরূদ পাঠ না করে ঘুমাই। এমতাবস্থায় কেউ যদি আমাকে বলে যে, তুমি মুসলমান নও, তবে মুসলমান কে?

# সৎকর্মই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানায়

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম আর এর শিক্ষাও পরিপূর্ণ। এমন কোন বিষয় নেই যা ইসলামের শিক্ষার বহির্ভূত। মানুষকে অসৎপথ থেকে সৎপথে আনার জন্যই মহান আল্লাহ্ তাআলা এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলদের মূল যে কাজ ছিল, তা হল সবাইকে সৎপথে আনা। তারপরও বেশির ভাগ মানুষ অসৎ পথকেই বেছে নিয়ে জীবন যাপন করে। আজ আমরা দেখতে পাই, যত প্রকারের অসৎকর্ম রয়েছে, সবই মানুষ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের কর্ম এতই জঘন্য হয়েছে যে, ভাবতেও ঘৃণা লাগে, আমরা মানুষ না-কি অন্য কিছু। আজ আমরা যত প্রকারের অসৎকাজ আছে, সবই করছি। কাউকে হত্যা করতেও পিছপা হচ্ছি না আর অপরের সম্পদ হরন করাটাকেও কিছু মনে করছি না। যখন যা অসৎ চিন্তা মনে আসছে, তাই করছি।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগি না করে ছুটছি শয়তানের পিছনে। আমাদের কর্মময় জীবনের বেশির ভাগই চলছে অসৎভাবে, যার ফলে আজ আমাদের দু:খ কষ্ট পিছু ছাড়ছে না। সমগ্র বিশ্ব যেন আজ অবক্ষয়ের অতল গহবরে নিমজ্জিত। আমরা যদি সৎভাবে জীবন যাপনের চিন্তা-ভাবনা করতাম, তাহলে পৃথিবীতে এতো অশান্তি দেখা দিত না। আমরা যদি নিজেরা সৎভাবে চলি, আর অন্যদেরকেও সৎপথে চলার নির্দেশ দিতে থাকি, তাহলেই একটি আদর্শ সমাজ ও দেশ গড়তে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভালো উপদেশ ঠিকই দেন, কিন্তু নিজেই তা পালন করেন না। এমন যদি হয়, তাহলে সে উপদেশ কখনো কাজে আসবে না। তাই প্রথমেই আমাদের নিজেদেরকে সৎ ও পবিত্র-হৃদয়ের হতে হবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা দরকার, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে আর এরাই সফলকাম হবে (সুরা আলে ইমরান-১০৫)। তাই প্রথমে নিজে সৎ হব, তার পর অন্যকে সৎ হতে উৎসাহিত করব। চলার পথে প্রতিনিয়ত অনেক মন্দ বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে পরে। আমাদের উচিৎ, সেগুলোকে প্রতিহত করা। যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি খারাপ কিছু দেখ তাহলে নিজ হাতে তা দূর কর, আর তা নিজ হাতে না পারলে নিজ জিহ্বা দ্বারা একে মন্দ বলে নিষেধ কর, আর তাও যদি না পার, তাহলে মনে মনে একে ঘৃণা কর ও দোয়া কর আর এমন করাটা বিশ্বাসের দিক থেকে সর্ব নিম্নপর্যায়ের' (মুসলিম)।

আমরা যদি সৎকাজ করতে থাকি এবং অসৎকাজ থেকে লোকদের বারণ করি, তাহলে এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদ নদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হলো আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি আর আল্লাহ্‌র কথার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হতে পারে? আর পুরুষ হোক বা নারী, যে-ই মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির ছিদ্র পরিমাণও অবিচার করা হবে না'। (সুরা আন নিসা-১২৩ ও ১২৫)

পুরস্কার লাভের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নারী পুরুষের কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। যে-ই ভালো কাজ করবে সে-ই তার প্রতিদান পাবে। তাই নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারেও পুরুষ ও নারীদেরকে সম-স্তরে রাখা হয়েছে। সৎকাজের জন্য নারী পুরুষ উভয়ই সমান পুরস্কার পাবে। যারা সৎ কাজ করবে, তাদের একটি সৎকাজের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলা দশগুণ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'যে সৎকাজ করে, তার জন্য রয়েছে এর দশগুণ প্রতিদান। আর যে মন্দকাজ করে, তাকে কেবল এর সমান প্রতিফলই দেয়া হবে। আর তাদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না'। (সুরা আনআম-১৬১) আসলে সৎকর্ম এক উৎকৃষ্ট শস্য-বীজের মত, একটি উৎকৃষ্ট-বীজ যেমন দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এমন কি আরো অধিক।

অনেকে মনে করেন, আমরা ইতোমধ্যে অনেক পাপ করে ফেলেছি, এখন কি খোদা তাআলা আমাদের ক্ষমা করবেন? যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারছেন, তাদের কোন চিন্তা নেই, কারণ মহান আল্লাহ্ ক্ষামাশীল। তিনি বার বার ক্ষমা করেন। তবে আমাদেরকে নিজেদের ভুলকে উপলব্ধি করে মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তওবা করতে হবে। যেভাবে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 'তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তার কথা ভিন্ন। অতএব এরাই সেইসব লোক, যাদের মন্দ-কাজগুলো আল্লাহ্ উত্তম কাজে বদলে দিবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকাজ করে, নিশ্চয় সে তওবা করার মাধ্যমে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হয়'। (সুরা আল ফোরকান-৭১-৭২)

তওবার অর্থ হল অনুশোচনা করা, অর্থাৎ অতিতের সমস্ত নৈতিক-ভ্রষ্টতার জন্য আন্তরিকভাবে সকল মন্দ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার স্থির-সংকল্পের সাথে অনুতাপ করা এবং সৎকর্ম করা এবং মানুষের প্রতি কৃত সর্বপ্রকার অন্যায়ের সংশোধন করা। ব্যক্তি-জীবনে এ হচ্ছে অতিতের প্রতি সম্পূর্ণভাবে পিঠ ফিরিয়ে পূর্ণ পরিবর্তন সাধন। আমরা যদি অতিতের সমস্ত গুনাহ্ জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চান তাহলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আমরা শুধু নিজেরাই সৎপথে চলব না, বরং পথহারা মানুষকেও সঠিক পথে আনার চেষ্টা করব। যেভাবে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ তাআলা তোমার মাধ্যমে কোন একজন লোককে হেদায়েত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য মূল্যবান রক্তবর্ণের উট থেকেও উত্তম' (মুসলিম, কিতাবুল ফযায়েল)। ঐ সময় আরববাসীদের কাছে রক্তবর্ণের উট অধিক মূল্যবান সম্পদ ছিল, আর রাসুল করিম (সা.) সেই উটের সাথে এর তুলনা করেছেন। আমরা যদি সৎকাজে নিয়োজিত থাকি, তাহলে আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং বিপদের সময় এটা আমাদেরকে শক্তি দান করবে।

আজকের জগতে চতুর্দিকে তাকালে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, নৈতিক অধঃপতনের এক চরম সীমায় আমরা বসবাস করছি। যে দিকেই তাকাই, শুধু মন্দ-কর্মই যেন ছেয়ে আছে। ঈমানের অবস্থাও তাই সর্বদা বিপদের মুখে। ঈমান এই আছে-এই নেই। আজ আমরা পার্থিব জগতের মোহে খোদার অসন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছি। তাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.) আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন, 'তোমরা সৎ কাজে লিপ্ত থাক'। ঈমানকে সংরক্ষণ করতে হলে সৎকাজ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমরা যদি সৎকাজ করি, তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র হেফাজতে থাকব আর আল্লাহ্‌র হেফাজতে থাকলে দুনিয়ার কোন বিপদ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে সৎপথে চলার এবং সৎকাজ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

বাংলার কিংবদন্তি

# জার্মানীর প্রথম মিশনারী

# খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৫তম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

এখন ঐ জমিতে মসজিদ এবং মোবাল্লেগদের থাকার ঘর প্রস্তুত করতে হবে। তজ্জন্য অন্তত;পক্ষে ৪৫ হাজার টাকা আবশ্যক। মসজিদ এবং বাড়ীর নকসা প্রস্তুত হচ্ছে। আমার ইচ্ছা আছে, খোদা করলে আগামী এপ্রিল বা মে মাসে ঘর তৈরীর কাজ আরম্ভ করা হবে। আমি আমার খুতবাতে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীদেরকে জানাচ্ছি যে, আমার ইচ্ছা, এই মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন বাড়ী প্রস্তুত করার সকল খরচ আহমদী মহিলারাই চাঁদার মাধ্যমেই দিবেন। ৫০ হাজার টাকা, শুনতে অনেক বলে বোধ হয় এবং আহমদী স্ত্রীলোকদের পক্ষে এটা প্রদান করা কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু ঈমান এবং এখলাস থাকলে মানুষ সব কিছুই করতে পারে। খোদার ফজলে আহমদী জামাতের অনেক স্ত্রীলোক ঈমান এবং এখলাসে পুরুষ হতে কিছুতেই কম নন। কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষ হতে এ বিষয়ে অনেক উন্নত। পুরুষগণ নানা প্রকারে সিলসিলার কত খেদমত করছেন। স্ত্রীলোকেরা কি এই একটি খেদমতও করতে প্রস্তুত হবেন না? আমার বিবেচনায়, যদি কেবল স্ত্রীলোকদের দ্বারাই এই কার্য সমাধা হয়, তবে এটা সিলসিলার একটি অতি উচ্চ পর্যায়ের খেদমত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানেরা আমাদের স্ত্রীলোকদের উৎসাহ এবং কার্য দেখে আপন আপন ঈমান বৃদ্ধি করবেন এবং স্ত্রীলোকদের জন্য বেএখতেয়ার তাদের মন হতে দোয়া বের হবে। ঐ দোয়াতে মৃত্যুর পরও আমাদের স্ত্রীলোকদের 'সোয়াব' বৃদ্ধি হতে থাকবে। ভবিষ্যতে বড় বড় মুসলমান ধনী-ব্যক্তিগণ ঐ মসজিদ দেখে মনে যে আনন্দ এবং বিস্ময় অনুভব করবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। এই মসজিদের দরজার উপর লিখা থাকবে- 'জার্মানদেশবাসী মুসলমান ভ্রাতাদের ব্যবহারের জন্য আহমদী মহিলাগণ এই মসজিদ প্রস্তুত করেছেন।' তারা আহমদী জামাতের বর্তমান গরীব অবস্থার কথা পুস্তকে পড়বে এবং সেই জামাতের স্ত্রীলোকদের এই মহৎ কার্য নিজ চোখে দেখবে, তখন তাদের মন তাদেরকে ধিক্কার দিবে 'হে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ! এই গরীব স্ত্রীলোকদের খেদমত দেখ। তোমরা ধনী, তোমরা দ্বীনের খেদমতের জন্য কি করবে?'

আর সেই গরীব মু'মিনের মনের অবস্থাও আমি কল্পনা করতে পারি না যে আহমদী সিলসিলার শান ও শওকতের দিনে বার্লিনের পথে চলতে চলতে মনে মনে এই চিন্তা করবে 'আমি এত দরিদ্র, আমার দ্বারা দ্বীনের কি খেদমত হতে পারে? ঐ বড় বড় ধনী ব্যক্তিদের তুলনায় আমার খেদমত কেমন।' হঠাৎ আহমদী স্ত্রীলোকদের প্রস্তুত করা এই মসজিদ তাদের চোখে পড়লে এক রহমতের ফিরিশ্‌তার মত তার মনে এই ভাবের উদয় হবে, না না, খোদা তাআলা আমার মত দরিদ্রের জন্যও খেদমতের পথ বন্ধ করেন নি। আমি সেই বাহাদুর জামাতেরই এক সদস্য, যাদের স্ত্রীলোকেরা খোদা তাআলার নাম শুনাবার জন্য হাজার হাজার ক্রোশ দূরে এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন। তখন জামাত নিতান্তই দরিদ্র এবং পৃথিবীতে বড়ই দুর্বল ছিল।' এই কথা স্মরণ করে তার হৃদয় সাহসে এবং উৎসাহে ভরে যাবে, তার চেহারা উজ্জল হয়ে উঠবে এবং সমস্ত শরীরে স্ফুর্তি দেখা দিবে। আহমদী স্ত্রীলোকদের এই মহা খেদমত দেখে সে মনে যে সান্ত্বনা পাবে, তার 'শোকর' তার চোখের পানি দ্বারাই জাহের করবে, তার নিরাশ-মনে সে পুনরায় জীবন লাভ করবে। তার ভাঙ্গা কোমরে সে পুনরায় বল পাবে।

আমি কাদিয়ানের আহমদী মহিলাদের এক সভায় এই প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলাম। তাঁরা অতি আনন্দ এবং মহব্বতের সাথে এটা গ্রহণ করেছেন। আমি আশা করি, বাইরের আহমদী মহিলারাও কাদিয়ানের মহিলাদের মত উৎসাহ দেখাবেন। তা' হলে এই টাকা বা এটা অপেক্ষা অধিক টাকা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংগ্রহ হবে, এতে সন্দেহ নেই।

কাদিয়ানের মহিলাদের চাঁদা প্রথম সভাতেই সাড়ে আট হাজার হয়েছিল। আরও চাঁদা ক্রমন্নয়ে আসছে। আমি আশা করি, তাদের চাঁদা ১০ হাজার টাকার কম হবে না। তাদের উৎসাহ বুঝতে হলে ঐ সকল স্ত্রীলোকদের কার্য দ্বারা বুঝা যেতে পারে, যাদের রোজগারের কোনই উপায় নেই, যারা বিধবা এবং বৃদ্ধ হবার কারণে নিজেরাও কোন কাজ-কর্ম করতে পারে না, তবু যা-কিছু তাদের কাছে ছিল, সমস্তই এনে দ্বীনের খেদমতের জন্য পেশ করে দিয়েছে।

একজন পাঠান-স্ত্রীলোক নিতান্ত দরিদ্র; নিজ দেশের জালেম মৌলভীদের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য কাদিয়ান এসে আশ্রয় নিয়েছে, সে এতই দুর্বল যে, লাঠির সাহায্য ভিন্ন হাটতে পারে না, সেও ২ টাকা চাঁদা দিয়েছে। অন্য একজন পাঠান স্ত্রীলোক ৬০/৭০ বছর বয়স, নিতান্ত দুর্বল, হাটবার সময় আস্তে আস্তে পা ফেলে হাটে, আমার হাতে ২ টাকা দিয়ে বলল এটা মসজিদের চাঁদা। সে নিতান্ত দরিদ্র, কয়েকটি মুরগী পালে, সেটার ডিম বেচে সে নিজের খরচ চালিয়ে থাকে। তার 'এখলাস' দেখে আমার মন বিগলিত আসছিল। তারপর সে যে কথা বলল, তা শুনে আমি চোখের পানি রাখতে পারলাম না। সে আমার হাতে ২ টাকা দিয়ে তা অতি অল্প হয়েছে মনে করে ভাঙ্গাভাঙ্গা উর্দুতে বলল, সে পুস্তক পড়তে জানে না। উর্দু দুই একটি শব্দ মাত্র শিখেছে। সে নিজের এক এক খানি কাপড়ে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগল 'এ-দোপাট্টা দফতরের দেওয়া, এ কুর্ত্তাও দফতরের দেওয়া, এ পায়জামাও দফতরের দেওয়া, এ জুতাও দফতরের দেওয়া। আমার কুরআন শরীফও দফতরের দেওয়া। আমার মুরগী আছে। তারাও এবারে বেশী ডিম দেয়নি।" এটা বলার মানে এই যে, আমার নিকট কিছুই নেই। সবই আমি বায়তুল মাল হতে খয়রাত পেয়েছি। তার এক এক শব্দ তো আমার মনে ক্ষুরের মত বিধছিল। কিন্তু খোদা তাআলার কথা, স্মরণ করে যিনি এই মুর্দ্দা 'কওমেও' এমন জিন্দা রূহ পয়দা করেছেন, তার জন্য আমার মন শোকরে ভরে উঠছিল। আমার মনে হচ্ছিল "হে আল্লাহ্! তোমার মসীহ্ কি শানেরই না ছিলেন, তিনি পাঠানদের মত ওহসী ..... জাতিকেও যারা অন্যের ধন লুটে খেতো, এমনই পরিবর্তন করেছেন যে, তারা এখন দ্বীনের জন্য আপন দেশ, আপন আত্মীয়-স্বজন, আপন ধন্সম্পদ কোরবান করা এক নেয়ামত পুণ্যের কাজ মনে করছে।

একজন পাঞ্জাবী বিধবা যার কোনই রোজগার নেই, তার পূর্বের সময় রক্ষিত সামান্য গহনা হতে ৩০ টাকার গহনা দান করলেন। তেমনি আর একজন, তাঁর নিকটে মোট ১৫০ টাকার 'জেওর' ছিল, তিনি ৩২ টাকার গহনা দান করলেন।

(চলবে)

# ইসলামী খিলাফতে– সম্পদের সুষ্ঠু বিপনন-ব্যবস্থা

মোজাফফর আহমদ রাজু

ইসলাম ধর্ম মানবতার ধর্ম, সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য শান্তি-স্বস্তি, নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, বেঁচে থাকার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থাদির সু-ব্যবস্থা করতে বদ্ধ পরিকর। ইসলাম-ধর্মে নিজস্ব-নেতার অধীনে থেকে ঐশী-ব্যবস্থা মোতাবেক সকল মানুষের জন্য সুব্যবস্থা রয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর যিনি মালিক তিনি তাঁর ধর্মের আওতায় মানব জাতিকে অনুগ্রহ পৌঁছানোর ব্যবস্থা রেখেছেন। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, 'আমি তোমাদেরকে এক-নেতা প্রদান করবো যিনি কোন এক বিশেষ জাতির জন্য মনে হলেও তিনি ইসলামের নেতা, সকল মানব জাতির নেতা যাঁর কাজ সকল জাতির জন্য উপকার পৌঁছানো। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আরবের মক্কানগরে পুত-পবিত্র কোরায়েশ বংশে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র ঔরসে মা আমিনার কোলে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর বংশ পৃথিবীতে সব চেয়ে পবিত্র বংশ ছিল, তাঁর (সা.) বংশে ব্যভিচার-লম্পট ছিল না। ইতিহাস থেকে জানা যায়। যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর বংশ শুরু থেকে খোদা তাআলার নবীদের/মহামানবদের, ধর্মের সেবক ছিলেন। জানা যায়, আল্লাহ্‌র ঘর যেটা বাক্কাতে নির্মিত সেই ঘরের দেখা-শুনা ইত্যাদিও করতেন এই কোরায়েশ বংশের লোকজন।

আরবের বা আরবজাতির যে গুণাবলীর জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে সব চাইতে তাঁর প্রিয় মানবকে প্রেরণ করেছেন, সেই গুণাবলী হল, তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে মানবের সেবা করা, মেহমানকে সম্মান করা, অন্যের কষ্টের অংশিদার হওয়া। যদি বিষয়টি উপলব্ধি হয়, এ গুণটি আজ আধুনিক পৃথিবীতে বিভিন্ন রং ও ধরনে দেখা দিয়েছে, কিন্তু এই মহান গুণাবলী নবীদের পরিবার তথা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর আদি পরিবার থেকে ধার করা। কারণ দুনিয়াবাসী জানতো না যে, নিজের সম্পদে অন্যের অধিকার এবং কিছু হলেও অংশ আছে। হযরত আদম (আ.) দিয়ে শুরু করে সকল ঐশী নেতার কাজ যুগ-প্রেক্ষিতে সকল জাতিতে 'হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ'-এর অধীনে তাদের সম্পদের সুষ্ঠ-বন্টন করেছেন। ইসলামের পূর্বে যে ব্যবস্থা জারি ছিল, তারই পূর্ণাঙ্গীন রূপ দিয়েছে ইসলাম। 'ইসলামে সম্পদের ব্যবস্থা' যা ইসলামী খিলাফাতের অধিনে অথবা খলিফার আওতাধিনে থেকে সমস্ত দুনিয়ার জন্য এক সুমহান ব্যবস্থা করা পবিত্র কুরআন বৈধ করেছে। সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে এক উম্মতভুক্ত করতে, সমস্ত দুনিয়ার সকল ধর্মের উপর স্বাধীনতা এনে দিতে নবী-কূল সরদার সমস্ত নবীদের সরদার মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশি দরদী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর মাধ্যমে যে বাণী অবতীর্ণ করেছেন, সেই পবিত্র কুরআনে প্রায় ৭ শত আদেশ নিষেধ রয়েছে।

দুনিয়াতে এমন কোন ধর্ম নাই, যে-ধর্ম তাঁর অনুগামীদের অর্জিত সম্পদ দ্বারা ধর্মসেবা ও মানব সেবার ব্যবস্থ নাই। ধন-সম্পদ খরচ করার কথা প্রত্যেকটি ধর্মেই আছে, কিন্তু একমাত্র ইসলাম ধর্ম সকল স্তরে সমস্ত মানবতার জন্য তাদের ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌র হুকুমে এক ঐশী নেতার হস্তে সংগ্রহ করে ধর্মীয় পদ্ধতিতে বন্টনের জন্য বিশ্ব-ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে। দুনিয়াতে সম্পদ বন্টনের যে-ধরনের ব্যবস্থাই চালু করা হউক না কেন, তাদের দাবী ও শ্লোগানের সাথে কিছু না কিছু শর্তযুক্ত করা আছে, যা ব্যবস্থাকারীদের জন্যই বেশি লাভজনক। আজ পৃথিবীর বড় ক্ষমতাশালী দেশগুলোও মানবতার সেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে কিন্তু সেখানেও কোন না কোন শর্ত জুড়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) মানব সেবার যে রীতি আমাদের শিখিয়েছেন, তাতে কোন শর্তযুক্ত নেই। হ্যাঁ, শর্ত তো মহান আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির সাথে, প্রয়োজনের সাথে, চাহিদার সাথে, শর্ত প্রতিটি মুসলিমের ধন-সম্পদে ও দুনিয়ার সকল সৃষ্টির অধিকারের সাথে। সমস্ত দুনিয়াবাসী অবগত যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর নবুওয়াতপূর্ব নিঃস্বার্থ মানব সেবা ও তাঁর (সা.) সমস্ত ধন-সম্পদ দুহস্তে বিলানোর বিষয়গুলো। একটি হাদীস থেকে জানা যায়, আখেরী জামানায় ধর্মযুদ্ধকে হারাম করা হবে, এই হাদীস হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত। এ যুগে ধর্ম-যুদ্ধ বা তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করাকে হারাম করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যুগে ধর্মের জন্য জীবন দিয়ে ধর্মের সেবা করতে হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সকল ধর্মের উপর বিজয়ের এই শেষ যুগে বা আখেরী যুগে মানবকে তাদের নিজেদের কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পদ দিয়ে ধর্মের সেবা করতে হবে, যা পবিত্র কুরআন আমাদেরকে অবহিত করেছে।

ইসলামে সম্পদের বিশ্ব ব্যবস্থা করে এক নেতার অধীনে সম্পদের সুষম বন্টন করাকে পবিত্র কুরআনে সরাসরি ফরজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: 'যারা গায়েবের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদিগকে যে রিযিক দিয়েছি, তা হতে খরচ করে' (২ : ৪)। মহান আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন, তা বস্তুই হউক, মেধাই হউক, ধন-সম্পদই হউক বা যে কোন কিছুই হউক না কেন, সব কিছুই আল্লাহ্‌র দান 'রিযিক' বলা হয়েছে (মুফরাদাত)। যারা ঈমানের সাথে সম্পর্ক রাখে, আর সেই ঈমানকে মজবুত করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হল, তোমরা সেই রিয্‌ক হতে ব্যয় কর, যে-রিয্‌ক আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি। মু'মিনদের ধন-সম্পদের মধ্যে অধীকার রাখা হয়েছে সৃষ্টির সকল প্রাণী বা বস্তু। তাই তারা তাদের রিয্‌ক হতে রিতিমতো খরচ করে যাবে, খোদা তাআলার পথে ধন-সম্পদ খরচ করাকে আমাদেরকে খোদা তাআলার এক ফজল মনে করতে হবে এবং এটা এক বড় থেকে বড় ইবাদত।

বিশ্ব ব্যাপী অর্থের সর্বোত্তম ব্যবস্থার কথা পবিত্র কুরআন করীম বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছে। যেমন বলা হয়েছে "এটা পুণ্য-কর্ম নয় যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও এবং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশ্‌তাগণ এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে এবং সে তারই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তারা কোন অঙ্গীকার করে এবং দারিদ্রে এবং কষ্টে এবং যুদ্ধ কালে ধৈর্যশীল থাকে, এরাই ঐ সকল লোক, যারা নিজেদেরকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করছে এবং এরাই প্রকৃত মুত্তাকী।" (সূরা বাকারা : ১৭৮)

ইসলাম ধর্মে ধন-সম্পদের বিশ্ব ব্যবস্থার এক ব্যাপক আলোচনা এই আয়াতের মধ্যে করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ঈমানদারদের ধন-সম্পদ তাদের নেতার ফান্ডে জমা হবে, আর তা পারামর্শক্রমে মানবতার বিভিন্ন কল্যাণে ব্যয় করা হবে। এই আয়াতের মধ্যে 'আত্মীয়-স্বজন' একটা ব্যাপক অর্থবহন করে। এক তো রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনদের ক্ষেত্রে, আর অনাত্মীয় হলেও যদি তোমার ধর্মের ভাই হয় বা প্রতিবেশী হয়, সে-ক্ষেত্রেও এই আত্মীয়-স্বজন শব্দের মধ্যে শামিল। আয়াতের মধ্যে 'এতীম' শব্দের অর্থও ব্যাপক।

(চলবে)

# পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'ইসলামে সালামের গুরুত্ব'**
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

## ইসলামে সালামের গুরুত্ব

'সালাম' অর্থ শান্তি। মুসলমানদের পরস্পর সাক্ষাতে সম্ভাষণ করাকে বুঝায়। এই সম্ভাষণের পদ্ধতি বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রকার। ইসলাম ধর্মের পবিত্র কিতাবে মুসলমানগণকে পরস্পর সালাম-বিনিময় করার নির্দেশ দিয়েছে।

করআন করীমের সূরা আল আন্ আমের ৫৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত আছে, "এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যারা আমাদের আয়াতসমহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বলো, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। মানব সৃষ্টির পর হতে যত নবী-রাসল এসেছেন সবাই পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। "ইসলাম" হলো আল্লাহ্ তাআলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফ হলো পরিপর্ণ গ্রন্থ। সূরা নিসার ৪নং আয়াতে বর্ণিত আছে, "এবং যখন তোমাদেরকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানিও অথবা কমপক্ষে তা-ই প্রত্যার্পণ করিও ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"

হাদীস আবু দাউদে বর্ণিত আছে, "সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যে সম্ভাষণে অগ্রগামী। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কেউই অগ্রে সালাম দেবার সুযোগ পেত না। দেখা হওয়ার সাথে সাথেই তিনি অগ্রে সালাম দিতেন। এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)কেও কোন ব্যক্তি আগে সালাম দেবার সুযোগ পেত না। একটি হাদীসে আছে, তোমরা কথা বলার আগে সালাম দাও। যখন দুজন পরস্পরের সম্মুখীন হও তখন যে কেউ আগে সালাম দেয় সে আল্লাহ্‌র সর্বপেক্ষা কিনটবর্তী। (মেশকাত)।

মুসলিম শরীয়ত মতে যখন কোন ব্যক্তি নিজেদের উপর আপনজনের সাথে মিলিত হয়, তখন যেন সে অবশ্যই "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" বলে। কারণ কেবল আস্‌সালামু আলাইকুম বলার জন্য মাত্র দশটি নেকী আর সম্পূর্ণ সম্ভাষণের জন্য তিরিশটি নেকী লেখা হয়। বর্তমান সমাজে এমন মুসলমান দেখা যায় পর পর তিন বার সালাম দিলেও খুব অবজ্ঞার সাথে "ওয়ালাইকুম" বলে উত্তর দিয়ে চলে যায়। অথচ ধর্মীয় নির্দেশ হলো ছোট-বড় , ধনী-গরীব, নির্বিশেষে পরস্পর সালাম বিনিময় করা। সূরা আন্ নূরের ৬২ নং আয়াতে আছে, "অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করো তখন তোমরা নিজেদের লোকদেরকে সালাম বলো, আল্লাহ্‌র তরফ হতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া স্বরূপ"। এজন্য প্রতিটি মুসলমানের উচিত ঘরে প্রবেশ ও বের হবার সময়ে সালাম দেবার অভ্যাস করা। যাতে শিশু সদস্যরাও শিশুকাল থেকেই এই অভ্যাস শিখে।

প্রত্যেক আহমদী পরিবারে সালাম দেবার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরী। প্রতিদিন ভোরে যদি আহমদী মায়েরা স্নেহের সুরে তাদের সন্তানদের সালাম দিয়ে ডেকে ওঠান তাহলে সন্তানটি যেমন সালাম দেয়া শিখে যাবে আর ঘরেও শান্তি বিরাজ করবে এটা নিশ্চিত। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলের এ অভ্যাসে অভ্যস্ত করুন, আমীন।

**আনোয়ারা বেগম, রংপুর**

## সমাজে সালামের প্রসার ঘটাতে হবে

ইসলামী শিষ্টাচারের মধ্যে সালাম হল একটি অন্যতম মাধ্যম। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা তৈরীর প্রধান উপাদেয় হল সালাম। সালামের মাধ্যমে সমাজে শান্তি আনা সম্ভব, কারণ সালামের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি শান্তি কামনা করা হয়। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই এই বার্তাটি রয়েছে। ইসলাম ধর্মের ন্যায় অন্যান্য ধর্মেও একে অপরকে সম্মান জানানোর নিয়ম রয়েছে কিন্তু তা দুনিয়াতে নিয়ম পালনার্থে করে থাকে। কিন্তু ইসলাম সালাম প্রদান করাকে একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির ইঙ্গিত প্রদান করে। সালাম প্রদান করার মাধ্যমে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছোট, বড় সকলকেই সালাম দিতেন। ছোট বলে যে তাকে সালাম দেয়া যাবে না তা ঠিক নয়। কারণ আপনি সালাম দিলে সে আপনার কাছ থেকে এই মহামূল্যবান উক্তিটি শিখবে। অতএব এই সুযোগ হাতছাড়া করার কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সালামের প্রসার ঘটাতে হবে। সালাম সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যপকতা প্রদান কর (আল হাদীস)। কারও বাড়ীতে প্রবেশের সময় সালাম দেয়া, নিজের ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেয়া, স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির সামনে সালাম বিনিময় করা উত্তম কাজ। সালামকে দোয়া হিসেবেও উল্লেখ করেছেন মহান আল্লাহ্ তাআলা। অতএব সালাম দেয়ার মাধ্যমে অপর ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে দোয়াও পেয়ে থাকেন। তাই রাসূল (সা.) এর আদেশ মোতাবেক সালামের ব্যপকতা প্রদান করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

**শেখ মোহাম্মদ ছানা উল্লাহ্ ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া**

## সালামের ভেতর বিশ্ব শান্তি নিহীত

আল্লাহ্ বিশ্বের মালিক, তিনি পবিত্র, যত সুন্দর নাম সমূহ আছে সবই তাঁর। তাঁর এক নাম সালাম। সালাম অর্থ শান্তি–আর আল্লাহ্ হলেন শান্তিদাতা। সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে তা দান করেছেন যার নাম হল ইসলাম বা শান্তি। ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম। প্রতিটি মুসলমানই অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তার পক্ষ থেকে অন্যকে যে বার্তা প্রেরণ করে তা হল সালাম অর্থাৎ শান্তির বার্তা। আর তা তার নিজের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার সার্বিক সহায়তা ও সহযোগিতার আশ্বাস। সৈয়দনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর খাতামান নবীঈন হওয়ার এ-ও এক দর্শন। তাই ইসলামে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্ব এতই ব্যাপক যে ব্যক্তি থেকে বিশ্ব শান্তির মূল সূত্রই যেন এতেই নিহিত। ইসলামের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এমনই যে, অনুতেই তার মৌলিক ও সার্বিক শিক্ষার কেন্দ্র নিহিত। ইসলামের নবী (সা.) বেশী সালাম আদান-প্রদানের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে আবার মুখোমুখি হলেও সালাম প্রদান করতে হুযূর (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সেই ইসলাম সেই শান্তিকেই বিশ্বে পুন:পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করতে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব বিশেষ করে আমরা আহমদীদের আল্লাহ্ পাক বেশী বেশী সালাম আদান প্রদান করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

**মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর**

## সালাম হল ইসলাম ধর্মের প্রতীক

আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ পৃথিবীতে চলার পথে কিরূপে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন করে চলবে ইসলাম প্রবর্তক হযরত রাসূল করীম (সা.) মর্যাদাপূর্ণভাবে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন। ইসলামে সালাম সম্মানার্থে ব্যবহার হয় না। এটি একটি দোয়া বিশেষ। দেখা সাক্ষাতে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে দোয়া করেন শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন। সালাম শব্দের শাব্দিক অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। ইসলামের বিধানানুসারে দেখা সাক্ষাতে পরস্পর পরস্পরের জন্য শান্তি নিরাপত্তা কামনা করে যে দোয়া করা হয় তার নামাই সালাম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছো তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সে ঘরের অধিবাসীর অনুমতি নেবে এবং তাদেরকে সালাম করবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে এক ব্যক্তি হযরত রাসূল করীম (সা.)জিজ্ঞেস করল ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম। উত্তরে হুযূর (সা.) বললেন, ক্ষুধার্তকে অন্যদান এবং চেনা অচেনা সকলকে সালাম করা। এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের হক বা দাবী রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল দেখা সাক্ষাতে পরস্পর সালাম বিনিময় করা। ইসলামের শিক্ষানুসারে সালাম হলো দায়ী ইলাল্লাহ্‌র হাতিয়ার স্বরূপ। সালাম পরকে আপন করে, দূরকে নিকটে টেনে আনে, সালাম নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ীরূপে উৎকৃষ্ট স্বভাব চরিত্র গড়ে তোলে। এটা হলো একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাজ গঠনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। আর আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করার জন্য বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছেন। অতএব আসুন আমরা ব্যাপকভাবে একে অন্যের মধ্যে বেশী বেশী সালামের প্রচলন করি আর আল্লাহ্‌র রহমতের ভাগী হই।

**আহমদ উজ্জ্বল, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া**

## ইসলাম ধর্ম শান্তিতে বিশ্বাসী

সালাম অর্থ শান্তি। আর যেখানে শান্তিই নেই সেখানে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করাই স্বাভাবিক। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই শান্তির এ বার্তা রয়েছে। আর ইসলাম ধর্ম শান্তিতে বিশ্বাসী। সালাম বা শান্তি যে কোন ব্যক্তিই প্রদান করুক না কেন তার ডাকে সারা দেয়া উচিত। কারণ মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন, যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে তুমি মু'মিন নও একথা বলো না। কোন জাতি যখন শান্তির প্রতি মুসলমানদের আহ্বান করে অথবা মুসলমানদের প্রতি শান্তির মনোভাব প্রদর্শন করে তখন মুসলমানদের উচিত এতে সাড়া দেয়া এবং তাদের সাথে শত্রুতা পরিহার করা। যদি কোন ব্যক্তি সালাম দেওয়ার পরও তাকে অমুসলমান ভেবে হত্যা করা হয় তাহলে বুঝতে হবে তাকে ধনসম্পদের লোভে হত্যা করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হবে যে তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চাইতে দুনিয়ার ধন সম্পদকে অধিক ভালোবাস। আর এ জন্য আমাদের বুঝা প্রয়োজন সালামে গুরুত্ব ইসলামে কতটুকু। হাদীসে সালামের কথা এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, নিজেদের মধ্যে সালাম অর্থাৎ শান্তির ব্যাপকতা দান করো। তাই একথা বলা যায় যে ইসলামে সালামের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে এক মুসলমান ভাই আরেক মুসলমান ভাইকে দেখা মাত্রই সালাম প্রদর্শন করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপকতা বাড়ানোর তৌফিক দিন, আমীন।

**ইব্রাহীম আহমদ (মামুন), ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া**

# দৃষ্টি আকর্ষণ

## পাঠক কলামে

## আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ"**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ মে, ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা-**

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১,
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

# কৃতি ছাত্রী

আমার কন্যা মোছা : মরিয়ম পারভীন (সুমনা) সুন্দরবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে ২০১২ সালের অষ্টম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে। সেজন্য জামাতের সকল ভাই ও বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।
দোয়াপ্রার্থী
পিতা- মোহাম্মদ আনিসুর রহমান
মাতা- মাহফুজা খাতুন

# সংবাদ

## দূর্গারামপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ০৪/০৫/২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ডা: মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সীরতুন নবী (সা.) জলসা আরম্ভ হয়। এতে ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অবদান, তাঁর আদর্শ এবং কর্মময় জীবন নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন ডা: শরীয়ত উল্লাহ্, বেলাল আহমদ, মৌ. মোজাম্মেল হক, মোছা; সুলতানা রাজিয়া পলি, ডা: মিসেস আবেনূর বেগম, মিসেস মুনিরা হক এবং সালমা আক্তার। বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মেহেদী সুলেমান এবং আতিকুর রহমান। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। জলসায় ৩ জন মেহমানসহ ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা: মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী

## ফতুল্লায় ১ম নও মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৮ মে ২০১২ রোজ শুক্রবার দিনব্যাপী ফতুল্লা জামাতে ১ম নও মোবাঈনদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্র হতে জনাব জাহিদ হাসান ও জনাব সারোয়ার আলম অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হাসেম বিপির সভাপতিত্বে এবং জনাব মজিবর রহমান এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আগত নও মোবাঈনদের মধ্য হতে কয়েকজনের কাছ থেকে বয়আত গ্রহণের ঘটনাবলী ও মোখালেফাতের অবস্থা এবং ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে শুনা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৬ জন নও মোবাঈনসহ মোট ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন। সব শেষে স্থানীয় মোয়াল্লেম এর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

**মুহাম্মদ আমীর হোসেন**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা কর্তৃক নও মোবাঈন সম্মেলন-২০১২ অনুষ্ঠিত

গত ১৮ মে ২০১২ তারিখ বাদ জুমুআ নও মোবাঈন সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় মসজিদ বকশী বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

স্বাগত বক্তৃতা দেন সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ, এডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও মোবাঈন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। মোট ১৭ জন নও মোবাঈন আহমদী শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের পরিচয় প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি শফিকুল হাকীম আহমদ, সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও মোবাঈন, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সিলেবাসের উত্তরপত্রের ২য় পত্র পাঠ করেন। এরপর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নও মোবাঈনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪০ জন নও মোবাঈন ৭ জন জেরে তবলীগ ও মোট ১০০ জন আহমদী উপস্থিতি ছিলেন। শেষে ১ জন বয়আত করেন, আলহামদুলিল্লাহ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ

## ঘড়িলাল জামাতে আতফাল দিবস পালিত

গত ১লা মে-২০১২ তারিখ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ঘড়িলালে আতফাল দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠ করা হয় এবং জাতীয় সংগীত গাওয়ার সাথে সাথে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করা হয়। নায়েব জেলা কায়েদ জনাব কে, এম নজিবুল্যাহ হুসাইন এবং পরে আহাদনামা পাঠ করা হয়। এরপর আতফালদের মধ্যে বিভিন্ন আইটেমের ৮টি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন মাকছুদুল আলম এবং ইয়াসিন আলী খান ও আজিবার রহমান। উক্ত দিবসে ১৪ জন আতফাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়।

**কে, এম, নজিবুল্যাহ হুসাইন**

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নাসেরাত দিবস পালিত

গত ১২ মে ২০১২ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মসজিদ 'বায়তুল ওয়াহেদ' প্রাঙ্গণে নাসেরাত দিবস ২০১২ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৯ ঘটিকায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট শাদিয়া আক্তার লিলি। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নাসেরাতদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। এতে ৬২ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট।

**মাহমুদা সুলতানা কলি**

## লাজনা ইমাইল্লাহ রংপুরের নাসেরাত দিবস পালন

গত ১১ মে শুক্রবার স্থানীয় মসজিদে নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ রংপুরের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে নাসেরাতদের নিয়ে ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে ১৪ জন নাসেরাত এবং ২১ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

**আনোয়ারা সিকদার**

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফতুল্লায় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফতুল্লার আয়োজনে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট মিসেস সাঈদ শারমীন পাশা এবং তালিম তরবিয়ত সেক্রেটারী আঞ্জুমান আরা। ক্লাসে সূরা ফতিহা ও শেষ ১০টি সূরার সহীহ্ উচ্চারণের উপর পরীক্ষা নেয়া হয়। ২১ জন লাজনা ও ৮ জন নাসেরাতদের ২টি গ্রুপে ভাগ করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। দোয়ার ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

## বার্ষিক বনভোজন উদযাপন

গত ২১/০২/২০১২ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফতুল্লার আয়োজনে মসজিদ নূর প্রাঙ্গনে বার্ষিক বনভোজন উদযাপন করা হয়। ২২ জন লাজনা ও ১৫ জন নাসেরাত এই আয়োজনে অংশ নেন। বনভোজনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া কুরআন, হাদীস, ইসলাম ও আহমদীয়াত এই ৪টি বিষয়ের উপরও কইজ প্রতিযোগিতা হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

## মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

গত ০৬/০৪/২০১২ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ ফতুল্লাহর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এই আয়োজনে প্রথমেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস রাশেদা ইয়াসমিন। হাদীস পাঠ করেন মিস সাদিয়া আফরিন। এরপর বিভিন্ন বক্তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। শেষে নযম পরিবেশন করেন ফারহানা নূর। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

তৈয়্যবা রফিক

# শুভ বিবাহ

১৭/০২/২০১২ তারিখ মোছা: খাদিজা আখতার, পিতা-মোহাম্মদ আরজু মিয়া চৌধুরী, জামালপুর, হবিগঞ্জ এর সাথে আনোয়ার হোসেন, পিতা মরহুম মোজাম্মেল হক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ ১,০০০০১১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮২/১২

২৭/০২/২০১২ তারিখ মোছা: আকলিমা আক্তার মুন্নী, পিতা-মোহাম্মদ আবু সামাহ্, পূর্ব মোকন্দ বাড়ী, জামালপু এর সাথে মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম পিতা-মৃত হাবিবুর রহমান, চাঁনতারা, ঘাটাইল, টাংগাইল এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮৩/১২

২৮/০২/২০১২ তারিখ মোছা: রুখসানা পারভিন, পিত মৃত-আব্দুর রহিম বাদশা, বানিয়াজান, টাঙ্গাইল এর সাথে মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ মোতাহার আলী, চাঁনতারা, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮৪/১২

২৫/০১/২০১২ তারিখ মোছা: রিনা আক্তার (দুলালী), পিতা-মোহাম্মদ আবুল হোসেন, ক্ষুদ্রপাড়া এর সাথে মোহাম্মদ মাসুম রানা, পিতা-মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ডোহান্ডা, দিনাজপুর এর বিবাহ ৩৬,০০০/- (ছত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮৫/১২

০৯/০৩/২০১২ তারিখ মোছা: সায়েরা শাহীন, পিতা-মোহাম্মদ শাহীন ইসলাম, খেজুর বাগান, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা এর সাথে মোহাম্মদ সাহাজাদা তৈমুর সাদত, পিতা-মোহাম্মদ মোক্তার আলী সরদার, ফিংড়ি, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১,০০,০০১ (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮৬/১২

১১/১১/২০১২ তারিখ মোছা: ইসমিতা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ক্ষুদ্রপাড়া, বীরগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ শেখ রাশেদ হোসেন পিতা-মোহাম্মদ শেখ আব্দুল করীম শালশিড়ি, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৬০,০০০/- হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮৭/১২

০২/০৩/২০১২ তারিখ মোছা: মোবাশিরীনা আকতার সাথী, পিতা-মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, দেওয়ানটুলী, রংপুর এর সাথে এস, এম, অলিউর রহমান, পিতা-আব্দুল মজিদ সরদার, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮৮/১২

২২/১১/২০১১ তারিখ মোছা: রূপা আক্তার, পিতা-আবুল কাশেম মোল্লা, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এর সাথে তৌহিদ আহমদ, পিতা-মরহুম সিদ্দিক মিয়া, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ ১,২০,০০০/-(একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৮৯/১২

১৬/০৩/২০১২ তারিখ মোছা: সুলতানা ইসরাত জাহান, পিতা- কায়জার আলম মানিক, ১৪, গগন বাবু রোড, খুলনা এর সাথে ওয়াহেদুজ্জামান আবরার, পিতা-মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, ৭/১ চামেলীবাগ শান্তিনগর এর বিবাহ ৫,৫০,০০০/- (পাঁচলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯০/১২

২৬/০৩/২০১২ তারিখ মোছা: ফারজানা সুলতানা জুম্মন, পিতা-মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন পাঠান, পিতা-মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম পাঠান, দ্বীপেশ্বর, কিশোরগঞ্জ এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯১/১২

৩০/০৩/২০১২ তারিখ মোছা: মেরিনা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শালশিড়ি, পঞ্চগড় এর সাথে আহমদ আব্দুর রহমান, পিতা-মৃত দুদুমিয়া, ৪নং বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১ এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯২/১২

২০/০৩/২০১২ তারিখ মোছা: নাছরিন আক্তার ইতি, পিতা-আলহাজ্জ শেখ মোশাররফ হোসেন, ৫৯১ কান্দিপড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে খন্দকার শাকিল আহমদ, পিতা-খন্দকার সাইদ আহমদ ৫৯৬/দক্ষিণ মৌড়াইল এর বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয়লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯৩/১২

১৬/০১/২০১২ তারিখ মোছা: কামরুন নাহার (ববিতা), পিতা-মোহাম্মদ আবুল কাশেম, চাঁনতারা ঘাটাইল, টঙ্গাইল এর সাথে মোহাম্মদ আলম, পিতা-মোহাম্মদ ঈমান আলী, চাঁনতারা ঘাটাইল, টাঙ্গাইল এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯৪/১২

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নূহুরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

**হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।**

*বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

# এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

*জুন, ২০১২ এর বাংলা অনুষ্ঠানসূচী (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টার পর থেকে এক ঘন্টা)*

| তারিখ | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| ০১/০৬/১২, শুক্র | বিকাল ৪টা - জলসা সালানা জার্মানী; সন্ধ্যা ৬টা - জুমুয়ার খুতবা; সন্ধ্যা ৭টা - জলসা সালানা জার্মানী |
| ০২/০৬/১২, শনি | দুপুর ১:৩০ - জলসা সালানা জার্মানী ২য় দিন সকালের কার্যক্রম<br>সন্ধ্যা ৬:০০ - জলসা সালানা জার্মানীঃ হুযুরের (আইঃ) ভাষন ও অন্যান্য কার্যক্রম |
| ০৩/০৬/১২, রবি | দুপুর ১:৩০ - জলসা সালানা জার্মানী ২য় দিন সকালের কার্যক্রম<br>সন্ধ্যা ৬:০০ - জলসা সালানা জার্মানীঃ জলসা কর্যক্রম ও হুযুরের (আইঃ) সমাপ্তি ভাষন। |
| ০৪/০৬/১২, সোম | পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৬তম পর্ব / পুণঃপ্রচারঃ জলসা সালানা জার্মানী |
| ০৫/০৬/১২, মঙ্গল | পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৬তম পর্ব / পুণঃপ্রচারঃ জলসা সালানা জার্মানী |
| ০৬/০৬/১২, বুধ | পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৬তম পর্ব / পুণঃপ্রচারঃ জলসা সালানা জার্মানী |
| ০৭/০৬/১২, বৃহঃ | পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৬তম পর্ব / পুণঃপ্রচারঃ জলসা সালানা জার্মানী |
| ০৮/০৬/১২, শুক্র | খুতবা জুমুয়া; পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৬তম পর্ব |
| ০৯/০৬/১২, শনি | URDV 433 : পুণঃপ্রচার - প্রজন্ম ভাবনা - ২: আহমদী প্রজন্মের অংশগ্রহনে একটি অনুষ্ঠান - এবারের বিষয়ঃ "উচ্চ শিক্ষা", বিজ্ঞ প্যানেলঃ জনাব আব্দুল আহাদ খান চৌধুরী (ইউএসএ), কায়সারুল হক (ক্যানাডা) ও ব্যারিষ্টার জাফর আহমদ (বাংলাদেশ)। সঞ্চালকঃ প্রফেসর নাজমুল হক। |
| ১১/০৬/১২, সোম | URDV 463: পুণঃপ্রচার – বক্তৃতা (৮৭তম জলসা সালানা): "ঐশী জামাতের বিরোধিতা -একটি চিরন্তন নিয়ম"<br>- মোহতরম এডভোকেট মুজিব উর রহমান; বক্তৃতাঃ ব্রাদার মুনীর ইদিলবী (সিরিয়া)। |
| ১২/০৬/১২, মঙ্গল | URDV 467: পুণঃপ্রচার - বক্তৃতাঃ "বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আহমদী তরুনদের কর্তব্য"<br>- প্রফেসর ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম; প্রশ্নোত্তরঃ মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন (সুন্দরবন, ২০১১) |
| ১৩/০৬/১২, বুধ | URDV 468: পুণঃপ্রচার – বক্তৃতাঃ "বিয়ে-শাদী ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সামাজিক কদাচার পরিহারে আমাদের কর্তব্য"<br>- জনাব কাওসার আলী মোল্লা; আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)"- মাওলানা জাফর আহমদ |
| ১৬/০৬/১২, শনি | URDV 475: পুণঃপ্রচার – আন্তঃধর্মীয় শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সম্মেলন - ঢাকা, |
| ১৮/০৬/১২, সোম | URDV 478: পুণঃপ্রচার – আলোচনাঃ "আমি কেন আহমদী হলাম", অংশগ্রহনেঃ মেজর (অবঃ) গোলাম মোহাম্মদ ও জনাব নাসিরুল ইসলাম; নয়ম। |
| ১৯/০৬/১২, মঙ্গল | URDV 482: পুণঃপ্রচার – সাক্ষাতকারঃ মোকাররম চৌধুরী মোবারক মোসলেহ উদ্দীন, সাক্ষাত কার গ্রহনে- মাওলানা সালেহ আহমদ; দেশাত্মবোধক গান। |
| ২০/০৬/১২, বুধ | URDV 531 (নতুন): বক্তৃতাঃ "মহানবী (সাঃ) এঁর চিরস্থায়ী কল্যাণ" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (মাহিগঞ্জ জলসা); পুস্তক আলোচনাঃ "ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত" পর্ব-১- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। |
| ২৩/০৬/১২, শনি | URDV 532 (নতুন): বক্তৃতাঃ মোহতরম ন্যাশন্যাল আমীর সাহেব (তেবাড়িয়া জলসা);<br>পুস্তক আলোচনাঃ "ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত" পর্ব-২- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। |
| ২৫/০৬/১২, সোম | URDV 533 (নতুন): দরসে মলফুযাতঃ আলহাজ মাওলানা সালেহ আহমদ; তবলীগি প্রশ্নোত্তরঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (তেজগাঁও জামাতে); প্রামাণ্য প্রতিবেদনঃ খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা-র সেবা মূলক কার্যক্রম। |
| ২৬/০৬/১২, মঙ্গল | URDV 534 (নতুন): বক্তৃতাঃ "যুবকদের সংশোধন ব্যাতীত জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারেনা" - বেলাল আহমদ তুষার; "ইসলামে আর্থিক ব্যাবস্থাপনা ও ওসীয়্যত"- মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জলসা)। |
| ২৭/০৬/১২, বুধ | URDV 535 (নতুন): বক্তৃতাঃ "বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী ও আমাদের কর্তব্য" - আহমদ তবশির চৌধুরী; পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব" পর্ব- ৭, এবারের ব্যাক্তিত্বঃ মুন্সি দৌলত আহমদ খাদেম। অংশগ্রহনেঃ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, প্রিন্সিপ্যাল জাফর আহমদ ও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল। |
| ৩০/০৬/১২, শনি | URDV 536 (নতুন): বক্তৃতাঃ "খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যান" - মাওলানা নওশাদ আহমদ; রান্নার অনুষ্ঠানঃ লাজনা ইমাইল্লাহ পরিবেশিত। |

বিঃদ্রঃ **প্রতি শুক্রবার** সন্ধ্যা ৭ টায় হুযুর (আইঃ) প্রদত্ব জুমুয়ার খুতবা, **প্রতি বৃহস্পতিবার** পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার ও রবিবার কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক এর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এছাড়া, ২৯, ৩০ জুন ও ১ জুলাই হুযুরের উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র জলসা সালানা সরাসরি সম্প্রচারের সম্ভাবনা রয়েছে।

*নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন*

Email: atabshir@hotmail.com Web: www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965


## আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

### বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।


সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 22nd Issue

# The Ahmadi
Fortnightly

31st May, 2012 | Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি
রেস্তোরাঁ

তৃতীয় শাখা এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

**ধানসিড়ি রেস্তোরা-১**
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

**ধানসিড়ি খাবার**
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

**ধানসিড়ি রেস্তোরা-১**
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com